# উৎসর্গ।

পরমপূজ্যপাদ ৺বিশ্বনাথ
তর্কভূষণ পিতৃঠাকুর মহাশয়
শ্রীচরণ কমলেষু——

হে স্বর্গীয় পিতৃদেব !

তুমি আমার জন্মদাতা এবং শিক্ষাগুরু। আমি তোমার স্থানে যত শিক্ষালাভ করিতে পারিয়াছি অপর কাহার স্থানে শুনিয়া অথবা গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া তাহার শতাংশ লাভ করিতে পারি নাই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি সেই অত্যু-দার, সুগভীর এবং প্রশান্ত জ্ঞানরাশির কণিকা-মাত্র গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে কি না সন্দেহ। তো-মার চরণপ্রান্তে বসিয়া যখন শাস্ত্রার্থসকল শ্রবণ করিতাম, তখন সংশয়তিমিরাকুলিত হৃদয়াকাশ যেন বিদ্যুৎপ্রভায় আলোকিত হইত—যাবতীয় কূটার্থ উদ্ভিন্ন হইয়া রূপকমালার স্নিগ্ধ রশ্মিজাল

প্রকাশ করিত—আপাত-বিরুদ্ধ মতবাদ সকল মীমাংসিত হইয়া সুপ্রশস্ত ব্যবহারপ্রণালী জন্মিত —এবং চিত্তক্ষেত্রের সরসতা ও উর্ব্বরতা সম্পাদিত হইত। ইহলোকে আর আমার ভাগ্যে সে সুখলাভের প্রত্যাশা নাই। এখন কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে তাহা আর ভঞ্জন হয় না। এখন জগৎকার্য্যের কোন বিষয় বোধাতীত হইলে তাহা বোধাতীতই থাকিয়া যায়। এখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিশ্চয়করিতে হইলে নিজের মনগড়া করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে হয়। জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিব এবং যাহা জানিব তাহা ঠিকই জানিব, এ প্রতীতিটী এখন একেবারেই মন হইতে গিয়াছে। এই যে পুস্তকখানি লিখিয়াছি ইহার কোন্ স্থানে কি ভ্রম আছে তাহা আর কে বলিয়া দিবে? এবং আর কে বলিয়া দিলেই বা ভ্রম বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিবে?

কিন্তু অতি গুরুতর বিষয়েই হস্তার্পণ করিয়াছি—ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হইয়াছি—আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য আছে। একবার তোমার চরণপ্রান্তে বসিয়া

শুনাইয়া লইতে পারিতাম, তবে ইহা জনসমাজে প্রচারিত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতাম না।

তোমারই স্থানে চিন্তা করিতে এবং চিন্তা করিয়া লিখিতে শিখিয়াছিলাম। পুস্তকখানিও সাধ্যানুসারে চিন্তা করিয়া লিখিয়াছি। ভরসা করি, তোমার মুখবিনিঃসৃত কোন কোন কথা অবিকল লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমার অন্ত-র্ব্বাহ্য সকলই তোমার সংঘটিত বস্তু—অতএব কি সাক্ষাৎসম্বন্ধে কি পরম্পরাসম্বন্ধে উভয় প্রকারেই এই পুস্তকখানি তোমার—তোমারই চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম।

প্রণত

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

# গ্রন্থের আভাস।

প্রায় বিংশতি বর্ষ অতীত হইল আমি ইংরাজী রীতির অনুকরণে একটী আখ্যায়িকা বাঙ্গালাভাষায় লিখিয়াছিলাম। সেই সময় হইতেই ইচ্ছা ছিল যে দেশীয় প্রাচীন রীতি অবলম্বন করিয়া আর একখানি পুস্তক লিখিব। কিন্তু ইংরাজী নবেলের উপাদান এবং পৌরাণিক আখ্যায়িকার উপাদান স্বতন্ত্ররূপ। পৌরাণিক আখ্যায়িকায় আধ্যাত্মিক এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের যথেষ্ট বিস্তার থাকে; অতিশয়োক্তি এবং রূপকালঙ্কারেরও আধিক্য হয়।

এক্ষণে দেখিতে পাই অনেকেই অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের প্রতি বিরক্ত। কিন্তু ঐ অলঙ্কারটী অদ্ভুতরসের সহচর। অদ্ভুত অতি পবিত্র রস। বিস্ময় মনুষ্যমাত্রের স্বভাব এবং অবস্থার উপযোগী। সরলচেতার হৃদয়মুকুরে এই আশ্চর্য্যময় ব্রহ্মাণ্ডের ছবি নিয়তই প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। আমাদিগের জাতীয় প্রকৃতির প্রতি-

বিম্ব-স্বরূপ পুরাণ-শাস্ত্র এই জন্যই অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে সমাকীর্ণ।

পুরাণশাস্ত্রে লিখিত নায়কনায়িকা এবং দেবাসুরগণ বহু স্থলেই রূপকালঙ্কারবিভূষিত। তাহারা বস্তুগত্যা আভ্যন্তরিক মনোভাব-স্বরূপ অথবা বাহ্য প্রকৃতির শক্তিবিশেষ। সুতরাং রক্তমাংসসম্ভূত প্রকৃত জীবশরীরের ন্যায় তাহারা দেশকালসম্বন্ধে সম্বদ্ধ নহে। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পুরঞ্জনোপাখ্যান ভবাটবী প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং অন্যান্য পুরাণের বিশেষ বিশেষ স্থান দেখিয়াছেন তাঁহাদিগকে এ সকল কথা কিছুই বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা রূপক বর্ণনার সমগ্র প্রকৃতিই সম্যক্‌রূপে হৃদ্গত করিয়াছেন। এই পুস্তক যে তেমন নয়—তেমন হইতেই পারে না—সে কথা বলিবার অপেক্ষা নাই। তবে এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, ইহা অলৌকিক ব্যাপার সংশ্লিষ্ট একটী অদ্ভুত বর্ণনা মাত্র নহে।

এই পুস্তকের উল্লিখিত বেদব্যাস, মার্কণ্ডেয়, দেবী প্রভৃতি কেহ বা বহু সহস্র বর্ষ তপস্যা

করেন, কেহ বা অলক্ষিত ভাবে বিচরণ করেন, কেহ বা অপর সকল দেবদেবী হইতে পৃথক্-ভূত হইয়া স্বমূর্ত্তি প্রকাশিত করেন বটে। কিন্তু মনে কর, বেদব্যাস স্বজাতি অনুরাগের, মার্কণ্ডেয় জ্ঞানরাশির, এবং দেবী মাতৃভূমির প্রতিরূপ স্বরূপ বর্ণন করা গিয়াছে; তাহা হইলে আর ঐ সকল বর্ণনা লোকোত্তর বলিয়া বোধ হইবে না। —তাহা হইলে বেদব্যাসের ক্ষোভাশ্রু বিসর্জ্জনে সঙ্কুচিতা সরস্বতীর বৃদ্ধি, এবং তাঁহার ক্রোধোদ্দীপ্তিতে জ্বালাদেবীর আবির্ভাব, আর অলৌকিক ব্যাপার থাকিবে না। অপিচ বিনাশমাত্রে সংসারের পর্য্যবসান এই প্রতীতিসমুদ্ভূত নাস্তিকতার প্রভাবে যে স্বজাতিবাৎসল্যের নিশ্চেষ্টতা হয়, এবং ইচ্ছাবৃত্তির স্বাধীনতা উপলব্ধি হওয়াতে আস্তিক্য সংস্থাপিত হইয়া চেষ্টা শক্তি পুনরুজ্জীবিত হয় এ কথাও সহজ বোধ হইবে। অনন্তর দেশের পুরাবৃত্তের স্মরণে আশা এবং প্রজ্ঞার সঞ্চার সংস্কৃতির উপায় উদ্ভাবন, এবং প্রীতির উদারতা অনুভূত হওয়া সাহজিক ব্যাপার বলিয়াই প্রতীত হইবে। এই পর্য্যন্ত হইলেই যে সংকীর্ণ

ধর্ম্মবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া প্রশস্ত ধর্ম্মবুদ্ধির উদয় হয়, এবং অভেদ জ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদিত হইয়া সহিষ্ণুতার সর্ব্বপ্রাধান্য প্রতীত হয় তাহাও লৌকিক যুক্তিসঙ্গত বোধ হইবে। পরিশেষে নিজ সমাজের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির মূল নিরূপিত হইলে যে অপর কোন বিভীষিকার উপদ্রব থাকিতে পারে না, এবং স্বজাতীয়ানুরাগ তাহার প্রীতিভাজন পদার্থের সহিত তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া আপন অভীষ্টসাধনের উদ্দেশে সংগোপিত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারে ইহাও লৌকিক যুক্তির বহির্ভূত বলিয়া বোধ হইবে না।

আর একটী কথা বলিলেই গ্রন্থাভাস শেষ হয়। তরুণবয়সে সংস্কার হইয়াগিয়াছিল যে, অপৌরুষেয় কোন গ্রন্থ প্রাপ্তি ব্যতিরেকে নরগণ ধর্ম্মতত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিতে পারেন না। এক্ষণে দেখিতেছি যে, প্রকৃতিপুস্তকই সেই অপৌরুষেয় মহাগ্রন্থ। নরজাতি আদিমকাল হইতে পুরুষানুক্রমে ঐ পুস্তকের তাৎপর্য্যগ্রহণ করিয়া আসিতেছে। উহাতে যাহা আছে তাহাই তথ্য— উহাতে যাহা নাই তাহা জানিবারও যো নাই।

এক্ষণে যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয় হইয়াছে যে, যিনি প্রকৃতিপুস্তকের তাৎপর্য্য গ্রহণে যতদূর সমর্থ, তিনি সেই পরিমাণে হিন্দু-শাস্ত্রার্থের জ্ঞানলাভেও কৃতকার্য্য। হিন্দুশাস্ত্র-প্রণেতৃগণ অপরিসীম সূক্ষ্মদর্শী, দূরদর্শী, অন্তর্দর্শী এবং প্রকৃতদর্শী ছিলেন।

# পুষ্পাঞ্জলি।

## প্রথম অধ্যায়।

বেদব্যাসের তপস্যা—মার্কণ্ডেয় মুনির আগমন—ধ্যানগম্য দেবীমূর্ত্তি—বেদব্যাসের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।

ভগবান বেদব্যাস কলিযুগ প্রবর্ত্তমান দেখিয়া স্বকীয় প্রকৃতি-সুলভ দয়ালুতাগুণে প্রণোদিত হইয়া মানবকুলের কলি-কলুষাপনোদনকামনায় একান্তধ্যান নিমীলিত নয়নে 'স্বস্তি' শব্দ-ব্রহ্মের মানসজপ করিতেছিলেন। বহু সহস্র বর্ষ এইরূপে অতিবাহিত হইলে কোন সময়ে হঠাৎ ভগবানের সমস্ত শরীর লোমাঞ্চিত, মুখারবিন্দ বিকসিত এবং আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে

লাগিল। ব্যাসদেব নেত্রোন্মীলন করিলেন। নেত্রোন্মীলন করিয়া দেখেন, সম্মুখে সপ্তকল্পান্তজীবী মৃত্যুঞ্জয় মার্কণ্ডেয় তপোধন দণ্ডায়মান।

ব্যাসদেব, মহামুনিকে যথাবিধি বন্দনাদি করিয়া আসনপরিগ্রহ করাইলে মার্কণ্ডেয় কহিলেন "সমগ্র বেদের বিস্তারকর্ত্তা ব্যাসদেব তুমিই সাধু, তুমিই জ্ঞানী, তুমিই ভগবদ্ভক্ত! তুমি এইক্ষণে যে অনুপম আনন্দসম্ভোগ করিতেছিলে, তাহার তুলনা নাই, সীমা নাই; তাহা হ্রাস-বৃদ্ধিপরিশূন্য পবিত্র অমৃতানন্দ! আমি তোমার তপঃসিদ্ধির সমস্ত লক্ষণ অনুভব করিয়া যারপর নাই সুখী হইলাম।"

ভগবান ব্যাসদেব কহিলেন—"মুনিরাজের সন্দর্শনে চক্ষুঃ পবিত্র, পাদস্পর্শে শরীর পবিত্র, বাক্যশ্রবণে অন্তর পবিত্র—আমি সর্ব্বতোভাবে পবিত্র হইলাম। এক্ষণে যদি এই শিষ্যানুশিষ্যকে নিতান্ত অপাত্র বোধ না হয়, তবে অনুগ্রহ করিয়া প্রষ্টব্যবিষয়ে জ্ঞানদান করিয়া চরিতার্থ করুন।"

মহামুনি, ব্যাসদেবের বিনয়বাক্যশ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া মৌনাবলম্বনদ্বারা সন্তোষ ও

সম্মতিখ্যাপন করিলে ব্যাসদেব আগ্রহাতিশয় সহকারে কহিতে লাগিলেন—“মুনিরাজ! আমি ধ্যানে কি অপূর্ব্বমূর্ত্তি দর্শন করিলাম! ঐ মূর্ত্তি চিরকালের নিমিত্ত আমার হৃদয়কন্দরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াগেল। পাদপদ্মের কি অনুপম সৌন্দর্য্য—অঙ্গের কি জাজ্বল্যমান প্রভা—মুখচন্দ্রের কি রুচির কান্তি! ইনি পর্ব্বতরাজপুত্রী পার্ব্বতীর ন্যায় সিংহবাহনে আরূঢ়া নহেন—ত্রিপথগামিনী গঙ্গাদেবীর যাবতীয় শোভা ইহাঁর অঙ্গের এক দেশেই বিদ্যমান—ইহাঁকে মাধবপ্রিয়া বলিয়াও ভ্রম হয় না; রমা রক্তাম্বরা, ইনি হরিদ্বসনা—ব্রহ্মনন্দিনীর ন্যায় ইহাঁর সুস্নিগ্ধ সৌম্যভাব বটে—কিন্তু ইনি বীণাপাণি নহেন—আর, অন্য সকল দেব দেবী হইতে ইহাঁর বৈচিত্র্য এই যে, ইনি নিরন্তর অপত্যবর্গ লইয়া সকলকে মাতৃ-ভাবে অন্ন পান প্রদানকরিতেছেন। মুনিবর! ইনি কোন্ দেবী? ইহাঁর পূজাবিধি কি? ইহাঁর উপাসনায় কাহারা অধিকারী? ইহাঁর সাধনে কি কি বিঘ্নের সম্ভাবনা? ঐ সকল বিঘ্নবিনাশের উপায়ই বা কিরূপ? ইহাঁর সিদ্ধিলাভে ফল কি?

—এই সমস্ত বিষয়ে সবিস্তার উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক অকিঞ্চনকে চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হউক।”

মহামুনি মার্কণ্ডেয় একতানমনে নির্নিমেষ-দৃষ্টি সহকারে ব্যাসদেবের মুখারবিন্দস্ফুরিত আগ্রহাতিশয়প্রপূরিত বাক্যামৃতপানে বিমুগ্ধবৎ ছিলেন। বাক্যাবসানে চকিতের ন্যায় কহিলেন “সাধু! বেদব্যাস সাধু! মাতা তাঁহার সর্ব্বপ্রধান সন্তানের জ্ঞানচক্ষুঃসমক্ষে আপন প্রকৃত মূর্ত্তি-তেই সমুদিতা হইয়াছেন। বেদব্যাস ভিন্ন ঐ মূর্ত্তি সন্দর্শনলাভের উপযুক্ত পাত্র আর কে আছে? যিনি নিরন্তর চিন্তাবলে সমস্ত বেদার্থ হৃদগত করিয়া যাবতীয় নরলোকের হিতকামনায় তৎসমুদায় পুরাণরূপে ব্যক্ত করিতেছেন; যিনি খ্যাতিপ্রতিপত্তিপ্রলোভপরিশূন্য হইয়া সর্ব্ব-বিষয়ে পরোপকারসাধনে আপন তপস্যার ফল বিনিযোজিত করিতেছেন; যিনি অপ্রতিহত-গতিপ্রভাবে কি রাজদ্বারে কি দেবকুলসমক্ষে যথায় উপনীত হন, সর্ব্বস্থান সত্যপূত করেন; যাঁহার মুখবিনির্গত যাবতীয় বাক্যাবলী ও

লেখনীবিনিঃসৃত সকল কথা সেই মহাদেবীর স্তবপাঠেই পর্য্যবসিত হয়; সেই ব্রহ্মচারী, যতি, সত্যবতীতনয় ভিন্ন দেবকুল-মাতা সনাতনী সতী আর কাহার সমক্ষে স্বমূর্ত্তি প্রকাশিত করিবেন ?—সাধু! বেদব্যাস সাধু!”

এই বলিতে বলিতে মুনিবর গাত্রোত্থান করিয়া ব্যাসদেবের শিরোদেশে আপন করপদ্ম সংস্থাপনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং “আমার সহিত আইস” এই কথা বলিয়া স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। ব্যাসদেব পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

# দ্বিতীয় অধ্যায়।

**কুরুক্ষেত্র দর্শন—সঙ্কুচিতা সরস্বতী—ক্ষোভ।**

কুরুক্ষেত্র কি রমণীয় স্থান! চতুর্দ্দিকে যতদূর দৃষ্টিগোচর হয়, আরক্ত বালুকাময় মরুভূমি ধূধূ করিতেছে। স্থানে স্থানে পলাশ বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন সমস্ত দৃষ্ট হইতেছে। মধ্যভাগে সুগভীর বারিপূর্ণ তড়াগে হংসগণ জলকেলি করত পদ্মবন আন্দোলিত, তড়াগবারি আলোড়িত এবং সুমধুর কলস্বরে বায়ুপ্রবাহ স্বনিত করিতেছে।

কুরুক্ষেত্র কি ভয়ানক স্থান! ইহার সমুদায় মৃত্তিকা শোণিতবিলিপ্ত, পুষ্পিত পলাশ বৃক্ষ সমস্ত রুধিরপরিষিক্ত, হ্রদগুলি ভৃগুবংশসন্তর্পণ ক্ষত্রিয়হৃদয়লোহিত দ্বারা প্রপূরিত। এই স্থানে কুরুবংশ বিধ্বস্ত, পৃথুরাও নিহত মহারাষ্ট্র-সেনা বিনষ্ট, এবং হিন্দুজাতির উদয়োন্মুখ আশা বহুকালের নিমিত্ত অস্তমিত।

কুরুক্ষেত্র কি শান্তরসাস্পদ স্থান! এখানে কুরুপাণ্ডব, হিন্দু মুসলমান, শত্রু মিত্র, সকলেই এক শয্যায় শয়ান হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। কোন বিবাদ বিসম্বাদ বা বৈরিতার নাম গন্ধও নাই। ভয় বিদ্বেষ ঈর্ষ্যাদিভাব একেবারে বিসর্জ্জিত হইয়া গিয়াছে। ইহা সাক্ষাৎ শান্তি-নিকেতন। ঐ যে অরবিন্দনিচয় একই দিবাকরের করস্পর্শে হাস্য করিতেছে, উহারা পুরাতন বীর পুরুষ-দিগের হৃদয়পদ্ম; ঐ যে কলহংসমণ্ডলী, উহারা প্রাচীন কবিকুল—একতানস্বরে বীরগণের গুণ-গরিমা গানকরিতেছে।

কুরুক্ষেত্রের মধ্যভাগে সরস্বতীনদীকূলে একটী সুপ্রশস্ত বটবৃক্ষতলে মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের আশ্রম। মুনিবর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিলে ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হইলেন।

মুনিরাজ সম্মুখবর্ত্তিনী নির্ঝরিণীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক গদ্গদস্বরে কহিলেন —“ ঐ যে জীর্ণা সঙ্কীর্ণা তটিনী তোমার পাদ-মূলে পতিতা রহিয়াছে দেখিতেছ, আমি স্বচক্ষে

ইহাঁর বাল্য, কৈশোর, যৌবনও জরা দর্শনকরিলাম। কোন সময়ে এই সমস্ত প্রদেশ ইহাঁরই গর্ভস্থ ছিল। অনন্তর সত্যযুগে কুরুক্ষেত্র ভূমির উৎপত্তি হইল এবং সরস্বতী-সন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ এই ভূমিতে আবাস প্রাপ্ত হইলেন। এই ক্ষীণা, মলিনা স্রোতস্বতী তৎকালে অতীব প্রবলা ছিলেন। তখন সরিৎপতি ইহাঁকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে গমন করেন নাই। তখন সমুদ্র সমুদায় প্রাচ্যভূমি অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়া সরস্বতীর পাণি-গ্রহণার্থে এ পর্য্যন্ত আপনার কর প্রসারিত করিয়াছিলেন। আহা! সে দিন যেন কল্য মাত্র হইয়া গিয়াছে! এই স্রোতস্বতী কি আবার বেগবতী হইবে! ইহাঁর উভয় কূল কি আবার ব্রহ্মগুণগানে প্রতিধ্বনিত হইবে? ইনি অন্যের করপ্রদা না হইয়া আবার কি সরিৎপতির সংসর্গ-লিপ্সায় স্বয়ংবাসকসজ্জা হইবেন?"।

এই সকল কথা শ্রবণ করিতে করিতে ভগবান ব্যাসদেবের অক্ষিদ্বয় হইতে অশ্রুধারা বিনির্গত হইতে লাগিল, এবং তাহার দুই এক বিন্দু সরস্বতী-জলে নিপতিত হইল। অমনি নদী-জল

যেন প্রবল বাত্যাঘাতে অথবা ভয়ঙ্কর ভূকম্প-প্রভাবে বিলোড়িত হইয়া উঠিল; দেখিতে দেখিতে জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; উভয় কূল ভগ্ন করিয়া মূৰ্ত্তিমতী সরস্বতী ক্রমশঃ আয়ত হইতে লাগিলেন; বায়ুতে হোমাগ্নি-সম্ভূত ধূমগন্ধ বহিতে আরম্ভ হইল; ব্রহ্মর্ষি-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত বেদধ্বনি শুনাযাইতে লাগিল; এবং জল স্থল ব্যোম সমুদায়ই জীবময় লক্ষিত হইল। অনন্তর ব্রহ্মর্ষি মহর্ষি রাজর্ষি অতিরথ মহারথ অৰ্দ্ধরথ কবি ভট্ট বৈতালিক প্রভৃতির বিভূতি দ্বারা সৰ্ব্বস্থান পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তাঁহারা সকলেই আপনআপন প্রকৃতিসুলভ স্বরে ব্যাসদেবের কর্ণ কুহরে কহিলেন—“ মাভৈঃ—মাভৈঃ—আমরা কেহই যাই নাই—সকলেই বিদ্যমান আছি।”

ভগবান বেদব্যাস চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বা ভাস্করীয় প্রতিমূৰ্ত্তির ন্যায় হইয়া একান্ত স্তম্ভিতভাবে এই সমস্ত ব্যাপার অবলোকন করিতেছিলেন; এমন সময়ে মুনিবর মার্কণ্ডেয় তাঁহার শিরোদেশ স্পর্শপূৰ্ব্বক কহিলেন—সাধু বেদব্যাস সাধু! তুমি ভগবতী সরস্বতী এবং তীর্থরাজ

কুরুক্ষেত্রের কলিযুগোচিত অবস্থা দর্শন করিতে-
ছিলে, কিন্তু তোমার হৃদয়কন্দরোত্থিত নয়নবারির
এমনি মাহাত্ম্য যে, তৎকর্ত্তৃক যুগধর্ম্মের বিপ-
র্য্যয় হইয়া ক্ষণমাত্রে সত্যযুগ পুনঃ প্রত্যানীত
হইল। যেখানে এরূপ মনঃ সেখানে সত্যযুগ
চিরকালই বিরাজমান। সাধুদিগের নয়নবারিই
কলিকল্মষপ্রক্ষালনের অমোঘ উপায়; মহামনা-
দিগের অশ্রুবারিই প্রকৃত সরস্বতীজল। যত দিন
তপঃসিদ্ধ মহাত্মাদিগের হৃদয়কন্দর হইতে ঐ জল
নির্গত হইবে, তত দিন সরস্বতী জীবিতা এবং
বলবতী থাকিবেন।—এক্ষণে চল কিন্তু আর এ
বেশে নয়—কলিযুগ প্রবর্ত্তমান হইয়াছে, দেখিলে
ত। এক্ষণে কালোচিত রূপধারণ কর। আমি
অলক্ষিতে তোমার সমভিব্যাহারে থাকিব।”

# তৃতীয় অধ্যায়।

জ্বালামুখী দর্শন——ক্রোধোদ্দীপ্তি।

দ্বাপরযুগে কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমপ্রান্তসীমায় পাণ্ডবমাতা কুন্তীদেবীর আবাস ছিল। এই জন্য সেই স্থানের নাম অম্বালয়—এক্ষণে অপভ্রংশে উহাকে,অম্বালা,কহে। একদিন একজন মধ্যবয়াঃ ব্রাহ্মণ ঐ স্থলে উপস্থিত হইয়া,তত্রত্য সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরমধ্যভাগে বহুসহস্র সৈন্যের স্কন্ধাবার দেখিতেছিলেন।

ঐ সেনাদলের মধ্যে কতকগুলির প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের চিত্ত নিরতিশয় শঙ্কাকুলিত হইয়াছিল। রাজপুরুষেরা তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে নিরস্ত্র করিয়া অপর সৈন্যদিগের নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক কোন বিশেষ উপদ্রবশঙ্কার কারণ ছিল না। সন্দেহাস্পদীভূত সৈন্যগণ সর্ব্বপ্রকারেই কর্ত্তৃপক্ষের মন যোগাইয়া চলিতেছিল। তাহারা রাজদ্রোহিণী কোন গুপ্তমন্ত্রণায় যোগ দেয় নাই। এমন কি, তাহাদিগের

আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে যে পত্রাদি আসিত, তাহাও আপনারা খুলিয়া পাঠকরিত না ;—অগ্রে কর্ত্তৃপক্ষকে পাঠকরিতে দিত। কিন্তু তাহারা যতই করুক, কোন মতেই আর রাজপুরুষদিগের বিশ্বাসভাজন হইতে পারিল না। এ দিকে যে সকল রাজসৈন্য তাহাদিগের উপর প্রহরিস্বরূপে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল। প্রধান রাজপুরুষ অবিশ্বাস্য সৈন্যগণের বিনাশসাধন করিতে অনুমতি দিলেন। মধ্যবয়াঃ ব্রাহ্মণ দেখিলেন, অশ্বালয়ের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে সমস্ত সৈন্য একত্র দণ্ডায়মান রহিয়াছে। নিরস্ত্রীকৃত দল মধ্যস্থলে এবং সশস্ত্র সসজ্জ সেনাবৃন্দ তাহাদিগের চতুর্দ্দিক বেষ্টনকরিয়া আছে। সৈন্যপতি উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছেন, "যখন্ তোদের আত্মীয় ও সুহৃদ্ স্বজনগণ রাজদ্রোহে প্রবৃত্ত, তখন্ তোরাও যে মনে মনে তাহাদের মঙ্গল কামনা করিতেছিস্, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই—তোরা কি সাহসে এখনও এখানে স্থির হইয়া রহিয়াছিস্?—তোরা এতদিন প্রস্থান করিস্ নাই কেন?"

নিরস্ত্রীকৃত সেনাগণ এই কথা শ্রবণ করিল ও পরস্পর মুখাবলোকন করিল, কিন্তু কি বলিবে, কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। এমত সময়ে অপর একজন সৈন্যপতি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "পলাও, পলাও"। সৈন্যদল বিচলিত হইল, দুই এক জন শ্রেণীভ্রষ্ট হইয়া পড়িল— অমনি অস্ত্রসমূহের একটী ঝনৎকার শব্দ— আর্ত্তনাদ এবং নিমেষমধ্যে দ্বিসহস্রাধিক সৈনিকের শবস্তুপ হইল! তদ্দণ্ডেই সেনাপতি কর্ত্তৃপক্ষকে লিখিলেন—" কল্য রাত্রিতে মহাশয়ের আজ্ঞালিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। কাওয়াজের সময়ে বিদ্রোহিদল পলায়নপর এবং বিনষ্ট হইয়াছে। সন্ধ্যাকালে যাত্রা করিব।" *

যে মধ্যবয়াঃ ব্রাহ্মণ এই সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিতেছিলেন, তাঁহার শরীর ক্রোধে কম্পিত হইতেছিল, এবং অক্ষিদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত করিতে ছিল। তিনি যেন কিছু বলিবেন—বা কিছু করিবেন এইরূপ

---

* পৌরাণিক আখ্যায়িকায় জনপ্রবাদ অলীক হইলেও স্থান পায়।

চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু কিছুই পারিলেন না। যেন কেহ তাঁহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া ঐ স্থান হইতে দূরে লইয়া যাইতেলাগিল। তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিতেলাগিলেন, এবং বহু নগর, নদী, বন, উপবন উত্তীর্ণ হইয়া যে স্থলে জ্বালামুখীগামী ও ইন্দ্রপ্রস্থগামী উভয় পথের সম্মিলন, সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন।

তথায় খাণ্ডবপ্রস্থের প্রশস্ত বর্ত্মাভিমুখে নয়ননিক্ষেপ করিবামাত্র অদূরে একটী অশ্বারোহ দল দৃষ্ট হইল। তাহাদিগের রণভেরী বাজিতেছে—পতাকাসকল বায়ুপ্রবাহে পত পত স্বনে উড্ডীন হইতেছে এবং সৈনিকবর্গের অট্টহাসের সহিত অশ্বগণের হেষারব মিলিত হইয়া একটী অতিমানুষ ধ্বনি সমুৎপাদন করিতেছে। অশ্বারোহগণ নিকটতর হইল—কোলাহল চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিল, এবং তাহার অভ্যন্তর হইতে বামাকুলের ক্রন্দনস্বর মধ্যে মধ্যে কর্ণকুহর ভেদকরিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ দেখিলেন, হস্তীর অস্থি, গণ্ডারের চর্ম্ম, তাম্র-শলাকাময় লোম—এই সকল উপাদান দ্বারা বিধাতৃ-

বিনির্ম্মিত সহস্রাধিক নরপিশাচ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া যাইতেছে, এবং তাহাদিগের প্রত্যেকের পার্শ্বে দুই একটী অনুপমরূপা রমণী হস্তপদসম্বদ্ধা হইয়া অবগ্রহমলিনা লতিকার ন্যায় নীত হইতেছে।

ঐ কামিনীগণের মধ্যে দুই এক জন আর তাদৃশ কঠোরযন্ত্রণা সহ্যকরিতে না পারিয়া দেখিতে দেখিতে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিল। অশ্বারোহী পিশাচেরা অমনি তাহাদিগের অঙ্গ হইতে বস্ত্রালঙ্কারগ্রহণপূর্ব্বক নির্জীব দেহ দূরে নিক্ষিপ্ত করিল। কোন কোন রমণী একেবারে উন্মাদগ্রস্তা হইয়া আপনা আপনি নানা অলীক কথা কহিতেছিল। কেহ 'আমি শ্বশুরালয়ে যাইতেছি' এই বলিয়া মৃদুস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। কেহ 'আমি পিত্রালয়ে যাইতেছি' বলিয়া অতিঅস্ফুটস্বরে গান করিতে লাগিল। আবার কেহ আপন রিক্ত হস্তদ্বয় এমন ভাবে স্থাপন করিল যেন ক্রোড়স্থ শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছে, এবং দুগ্ধভারে আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত ব্যাকুলিতচিত্তে 'খাও বাবা খাও—কেন

খাওনা ?’ বার বার এই হৃদয়বিদারক বাক্য প্রয়োগ করিতেলাগিল। অপর কতকগুলি ভাস্ক-রীয় প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য এবং নিষ্পন্দ-কলেবর হইয়াছিল। তাহাদিগের চৈতন্যের এই মাত্র লক্ষণ যে, অক্ষিদ্বয় হইতে অজস্র বারিধারা প্রবাহিত হইতেছিল। অনেকে আপন আপন পিতা মাতা ভ্রাতা অথবা সন্তানগণের নাম লইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছিল। নৃশংস অশ্বা-রোহিগণ স্ত্রীলোকদিগের কাতরতায় কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহাদিগের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপ অথবা তাড়না করিতেছিল।

এই সকল ব্যাপারের দ্রষ্টা এবং শ্রোতা ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্রমে নিরতিশয় ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দন্তপঙ্‌ক্তি অধরোপরি এমনি দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ হইল যেন দশনচ্ছদ ভেদ করিয়া বসিয়া গেল। কিন্তু তিনি কিছুই করিতে বা কিছুই বলিতে পারিলেন না। পুন-র্ব্বার নিরতিশয় বলে আকৃষ্ট হইয়া উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

পথ ক্রমশঃ উর্ম্মিবৎ উচ্চাবচ হইতে লা-

গিল। চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৈলখণ্ড যেন মৃত্তিকা উদ্ভেদ করিয়া উঠিল। অনন্তর ক্ষেত্র সকল স্বল্পশস্য,পরে কণ্টকীবনসমাকীর্ণ, পরিশেষে উদ্ভিদসম্বন্ধ-রহিত আরক্তকঙ্করময় দৃষ্ট হইল। সহসা সম্মুখভাগে যেন তুষারসংঘাত, যেন স্ফটিকস্তূপ, যেন প্রভূত রত্নরাশি,সাক্ষাৎ দেবাদিদেব মহাদেবরূপী অতি প্রোজ্জ্বলাঙ্গ একটী পর্ব্বত বিদ্যমান।

ব্রাহ্মণ আরোহণ করিতে লাগিলেন। পথ অতি সঙ্কীর্ণ, একান্ত নির্জ্জন, এবং সর্ব্বতোভাবে দুরারোহ। কিন্তু ব্রাহ্মণ অতি বেগেই গমন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ স্থিরবিদ্যুন্নিভ আলোকমালা তাঁহার নয়নগোচর হইল। ঊর্দ্ধে হিমসংঘাত,নিম্নে তাদৃশ প্রভা!—বোধ হইল, যেন দেবাদিদেবের অঙ্কে অর্দ্ধাঙ্গভূতা গৌরী স্বয়ং বিরাজ করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ তটস্থ হইয়া দাঁড়াইলেন। তৎক্ষণাৎ রূপান্তর হইয়া তাঁহার বেদব্যাসমূর্ত্তি দৃষ্ট হইল। ভগবান মার্কণ্ডেয় বামহস্তদ্বারা তাঁহার কর ধারণ করিয়া আছেন—সম্মুখে জ্বালামুখী কুণ্ড ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে এবং কুণ্ডের অভ্যন্তর হইতে শঙ্খ ঘণ্টা কাংস্যাদি বিবিধ বাদ্যের ধ্বনি শুনা যাই-

তেছে। অকস্মাৎ সমুদায় নীরব হইল। নিমেষ-মধ্যে গিরিগর্ভ হইতে গভীর গর্জ্জন স্বনিত হইল এবং একেবারে সমস্ত ভূধর কলেবর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুণ্ড সমস্ত হইতে প্রভূত ধূমরাশি উদ্গীর্ণ হইল এবং জ্বালামুখী মুখব্যাদান করিয়া সুদীর্ঘ জিহ্বাগ্রদ্বারা পর্ব্বতের শিরোদেশ লেহন করিলেন।

ভগবান মার্কণ্ডেয় কহিলেন—"দেবি! পূর্ব্ব-কালে অনেকবার এবম্ভূত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া-ছিলাম। আর যে কখন দেখিব, তাহা মনে করি নাই। যখন যখন দেবকুলের নিরতিশয় কষ্ট হইয়া ক্রোধের উদ্দীপন হইয়াছে—যখন যখন ভগবান ভূভারহরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন—যখন যখন সাধু-সমূহের হৃদয়কন্দরস্থিত রৌদ্ররস পরপীড়ন এবং অত্যাচারে একান্ত নিষ্পেষিত হইয়াছে—সেই সেই সময়েই তুমি এবম্প্র-কারে চীয়মানা হইয়া সিদ্ধপুরুষদিগকে স্বমূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছ। কেবল মূর্ত্তিপ্রদর্শন মাত্র কর নাই। স্বকীয় যাবতীয় তেজোরাশি প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের চিত্ত অমেয় রৌদ্ররসে

পরিষিক্ত করিয়াছ। যেমন এক্ষণে আমা-দিগের পাদতলস্থ রসাতল পর্য্যন্ত তোমার তেজে দ্রবীভূত হইয়া স্ফুটিত হইতেছে, তাঁহাদিগের মনের অভ্যন্তরভাগও তেমনি ক্রোধে বিলোড়িত হইতে থাকে। যেমন তোমার জিহ্বা তুষার-রাশিকেও লেহন করিয়া শীতল হইতেছে না—প্রত্যুত তাহাকে ঘৃতাহুতির ন্যায় প্রজ্জ্বালিত করিতেছে,তাঁহাদিগের রসনাও সেইরূপ অগ্নিময়ী হয়, আত্মসমৃদ্ধি রসপানে তৃপ্ত না হইয়া তীব্রতর ভাব ধারণ করে,এবং যেমন এই প্রকাণ্ড ভূধরের দুর্দ্ধর্ষভার তোমাকে সংরুদ্ধ রাখিতে পারিতেছে না, স্বয়ং প্রকম্পিত এবং উন্নমিত হইতেছে,সেইরূপ তোমাকর্ত্তৃক উত্তেজিত মহাত্মগণও অপরিমেয় আন্তরিক বলে বলবান হইয়া সমস্ত অন্তরায় অতিক্রম করিয়া উত্থিত হয়েন।”

ভগবান মার্কণ্ডেয় এই সকল কথা বলিতে বলিতে ব্যাসদেবের প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন “সাধু বেদব্যাস সাধু! জ্বালা-দেবী তোমাতে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন—চল।”

## চতুর্থ অধ্যায়।

জীবলোক—মরুস্থল—ত্রিপুষ্কর।

যে অচলশরীরের পূর্ব্বভাগে জ্বালামুখী তীর্থ তাহার পশ্চিমপ্রান্ত সীমা হইতে একটী নির্ঝরিণী দক্ষিণাভিমুখে নামিয়া আসিয়াছে। দুই জন ব্রাহ্মণ, একজন বৃদ্ধ অপর মধ্যবয়স্ক, সেই নির্ঝরিণীর গতির অনুক্রমে আসিয়া ক্রমে একটী অতি রমণীয় প্রদেশে উপনীত হইলেন। প্রদেশটী ত্রিকোণাকার। উহা পাঁচটী ভিন্ন ভিন্ন নদীর সম্মিলন স্থল। ঐ সকল স্রোতঃস্বতীর মূল উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী গগনভেদী শৈলমালার ঊর্দ্ধ-ভাগে—চর্ম্মচক্ষুর দর্শনীয় নহে। উহাদিগের গতি দক্ষিণাভিমুখে অগাধ অকূপারে। দেশটী কর্ম্মক্ষেত্রের মুখভাগ। তাহার উর্ব্বরতা শক্তি অসীম। ঐ দেশে না জন্মে এমন পদার্থই নাই।

ব্রাহ্মণেরা ঐ ভূভাগের নানাস্থানে পর্য্যটন করিতে করিতে ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন।

বহুদিন এইরূপে গত হইলে একদা মধ্য-বয়া ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারী বৃদ্ধের প্রতি সভক্তিক দৃষ্টিপাত সহকারে কহিলেন "আর্য্য! এতদিন এই দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে আমার শরীর যেন ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া যাইতেছে। ইন্দ্রিয়-গ্রাম আর তেমন সতেজ নাই। দৃষ্টি তেমন দূরগত হয় না। দূরে উচ্চরিত কোন কথাও আর শ্রুতিমূলকে আহত করে না। গতি সামর্থ্যও যেন লঘু হইয়া পড়িতেছে। অন্য কথা কি, ভগবানের মুখজ্যোতিও আমার চক্ষুতে মলিন বলিয়া অনুভূত হইতেছে। আমি পূর্ব্বা-পর বিস্মৃত হইয়া যাইতেছি—কোথা হইতে আসিলাম কোথায় যাইব, কিছুই আর মনে হই-তেছে না।

বৃদ্ধ কহিতেছেন—"কলিযুগোচিত শরীর পরিগ্রহ করিলে সেই শরীরের ধর্ম্ম অনুভব করিতে হয়। তুমি এক্ষণে তাহাই করিতেছ।

কিন্তু পুণ্যতীর্থের দর্শন লাভ হইলে আর ঐ ভাব থাকিবে না—আবার স্বস্বরূপতা উপলব্ধ হইবে।”

শেষোক্ত কথাগুলি যেন বিদূরগত কোন ব্যক্তির কণ্ঠবিনিঃসৃতের ন্যায় মধ্যবয়ার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। তিনি আপন পার্শ্বভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া আর সহচর মহাপুরুষকে দে-খিতে পাইলেন না। তিনি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—“এই বায়ৃগ্নিভূজলাকাশ-সম্ভূত প্রশস্ত প্রদেশ মধ্যে কোথা হইতে আসি-লাম?—কেন আসিলাম?—আমি কি আপনি আসিয়াছি?—না, কেহ আমাকে আনিয়াছে? কৈ, কেহ ত আমাকে আনিয়াছে বলিয়া আমার স্মরণ হইতেছে না। কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? আমার সহচর ঠাকুর কোথায়?—সহচর ঠাকুর! —কি সত্য সত্যই কেহ ছিলেন? তাঁহারই প্রদর্শিত সেই সুপ্রশস্তা সরস্বতী, সেই অত্যুগ্রা জ্বালামূর্ত্তি এখনওত আমার হৃদয়ক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করিতে-ছেন—তবে কেমন করিয়া মিথ্যা হইবে? না, ও সমস্ত জন্মান্তরের সংস্কার, এ জন্মের মধ্যে ত সে সকল কিছুই দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হইতেছে না।

এ কি ! আর যে সত্য মিথ্যা কিছুই স্থির হয় না—সকলই যেন ঘোর ইন্দ্রজাল বলিয়া বোধ হয়। অকস্মাৎ ভয়ের উদ্রেক হইতেছে —আর একাকী ভ্রমণ করিব না—লোকালয়ে যাই। লোকে কি করে দেখি, কি উপদেশ দেয় শুনি।"

মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তাব্যাকুলিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং সম্মুখভাগে একটী ক্ষুদ্র তটিনী দৃষ্ট হওয়াতে তাহার তীরে তীরে গমন করিতে লাগিলেন।

হিমাচলের গগনভেদী শিখরের বহু ঊর্দ্ধ হইতে ঐ নির্ঝরিণী নির্গতা হইয়াছে। ঐ নির্ঝরিণী কিয়ৎকাল পর্ব্বতক্রোড়ে এবং গুহাভ্যন্তরে বাস করিয়া অনন্তর নিম্নগা হইয়া একটী প্রশস্ত স্রোতস্বতীর আকারে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছে। নদীটী নীচে আসিয়াই এমনি প্রশস্ত হইয়াছে যে তাহার এককূল হইতে অপর কূল দর্শন হয় না। নদীর জল কর্দ্দমাক্ত, সর্ব্বত্র আবর্ত্তসঙ্কুল, নিতান্ত কুটিলগতি এবং অতি প্রখরবেগসম্পন্ন।

কিন্তু এই সমস্ত দোষ এবং অন্তরায়সত্ত্বেও নদীগর্ভে অসংখ্য নৌকাবৃন্দ নিরন্তর চলিতেছে। প্রতি নৌকায় এক এক জন আরোহী, কোনটী-তেই নাবিক নাই এবং সকলগুলিই নদীর খরতর বেগে ভাসিয়া যাইতেছে। কোন কোন নৌকা প্রবলতর আবর্ত্তমধ্যে পড়িয়া বিঘূর্ণিত হইতেছে এবং কোন কোনটী প্রচণ্ড উর্ম্মির আঘাতে ভগ্ন হইয়া একেবারে নদীগর্ভে মগ্ন হইতেছে। কিন্তু প্রতিনিয়ত এই সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটিলেও কোন নৌকারোহী প্রতিনিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে না। সকলেই অনিমিষ নয়নে সম্মুখভাগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া যাইতেছে এবং প্রখর রবিকর সন্তাপে উত্তাপিত হইয়া ঐ কর্দ্দমাক্ত নদীজল চক্ষুতে, শিরোদেশে, সর্ব্বশরীরে সিঞ্চন করিতেছে এবং পিপাসার্ত্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ পান করিতেছে।

যদি আরোহীদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায় তাহারা কোথায়, কত দূর, কি জন্য যাইতেছে, সকলেই উত্তর করে 'আমরা ঐ শৌভপুরে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেছি'। সকলেই শৌভপুর

অদূরবর্ত্তী দেখে এবং বোধ করে যেন আর একটা বাঁক ফিরিলেই তথায় উপস্থিত হইতে পারিবে ; কিন্তু শত শত বাঁক উত্তীর্ণ হইলেও আর একটা বাঁক বাকী থাকে, এবং প্রতি বাঁকেই শত শত নৌকা চরবদ্ধ হইয়া যায়।

নৌকা চরে লাগিলে আর রক্ষা নাই। তথায় যে রাজার অধিকার, তাঁহার অনুচরেরা আসিয়া উপস্থিত হয়। নৌকারোহীদিগের যাবতীয় দ্রব্যসম্পত্তিতে আপনাদিগের রাজার মুদ্রা অঙ্কিত আছে দেখাইয়া দেয় এবং নৌকা-রোহীদিগকে পরস্বাপহারী সপ্রমাণ করিয়া কোথায় বন্ধন করিয়া লইয়া যায়, কেহই বলিতে পারে না।

কিন্তু এই সমস্ত বিপৎপরম্পরা সত্ত্বেও নৌকারোহীরা কেহ শৌভপুর-গমনোদ্দেশ পরিত্যাগকরিতে পারে না। তাহাদিগের সকলের চক্ষেই ঐ পুরীর সৌন্দর্য্য অপরিমেয় বোধ হয়। কেহ উহাকে সুবর্ণময় এবং সমস্ত রত্নরাজি-বিভূষিত দেখিয়া আকৃষ্ট হন্, কেহ উহার সমৃদ্ধি এবং প্রতাপশালিতা অনুভবকরিয়া মুগ্ধ হন্,

কেহ উহার সর্ব্বাবয়বে কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীন হই-তেছে দেখেন, আর কেহ বা উহার অপ্সরোনিভ কামিনীগণের রূপমাধুরীদর্শনলোভে মুগ্ধ হইয়া চলেন।

কখন কখন অপরের নৌকা চরসম্বদ্ধ হইল, দেখিয়া ভয় এবং শোকের উদ্রেক হয়। সেই সেই সময়ে সম্মুখবর্ত্তী শৌভপুরের মূর্ত্তি আর পূর্ব্বের ন্যায় সুপরিস্ফুট সুন্দর দেখায় না। কেহ কেহ তত্তৎকালে পশ্চাদ্ভাগে এবং পার্শ্বের দিকে দৃষ্টি-পাত করেন; কিন্তু ঐ ভাব স্বল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী হয়। সকলেই দেখিতে পায় যে, চতুর্দ্দিক্ হইতে নূতন নূতন নৌকা নিরন্তর আসিয়া স্রোতোমুখে পতিত হইতেছে, তাহাতে নদীস্থিত নৌকার সংখ্যা বর্দ্ধিত বই কুত্রাপি ন্যূন হইতেছে না। ইহাতেই সকলে আশ্বস্ত হইতেছে। অনন্তর নদীর জল পানকরিলে, সেই জলের এমনি ধর্ম্ম যে, অতি দুর্ব্বলের শরীরেও বলের সঞ্চার করে, অতি ভীরুর অন্তঃকরণেও সাহস উত্তেজিত করে, এবং অন্ধের চক্ষুতেও জ্যোতিঃ বর্দ্ধিত করিয়া শৌভপুরকে সমীপবর্ত্তী দেখাইয়া দেয়।

ব্রাহ্মণরূপী বেদব্যাস নদীর জল স্পর্শ করিলেন না। তিনি একান্ত চিন্তানিমগ্নের ন্যায় নদীর প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে তীরে তীরে গমন করিতে লাগিলেন। নদীর কুটিলপথ বাহিয়া আসিতে নৌকারোহীদিগের যে প্রকার বিলম্ব হইতেছিল, তাঁহার সেরূপ বিলম্ব হইল না। তিনি বহুদূর অগ্রে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, ঐ নদী একটী সুবিস্তীর্ণ, জীব-সম্বন্ধ-পরিশূন্য, অতি ভয়াবহ বালুকাময় মরুভূমিতে আসিয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণ সেই ঊষরভূমির উপর দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। কোথাও একটী সামান্য কীট—কি তৃণ—কি জলবিন্দু—কিছুই দৃষ্ট হইল না। সকলই নির্জীব, লঘু এবং পরস্পর সম্বন্ধশূন্য বোধ হইল। বহুদূর গমন না করিতে করিতে পিপাসার উদ্রেক হইল, কণ্ঠ ও তালু বিশুষ্ক হইতে লাগিল, এবং আভ্যন্তরিক ও বাহ্য সমুদয় ভাব একরূপ নীরস বোধ হইল। চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কোথাও চক্ষুঃ স্থির করিবার স্থল পাইলেন না। ঊর্দ্ধভাগে নভো-

মণ্ডল উত্তপ্ত তাম্র কটাহের ন্যায় বসিয়া গিয়াছে। অধোভাগে নিশ্চল বালুকারাশি চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত করিয়া আছে। কামনার কলুষিত বারি পান করাও সে সময়ে শ্রেয়োবোধ হইল। শৌভপুর-গমনোদ্যত ভ্রান্ত নৌকারোহীদিগের অবস্থাও ইহার অপেক্ষা সুখকর বোধ হইল। ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিলেন—"তাহাদিগের ভ্রম ত সুখের ভ্রম—এ কি!—সকল ভ্রম ভাঙ্গিয়াগেলে যে কিছুই থাকে না। তাহাদিগের ন্যায় নৌকা-যোগে না আসিয়া এতই কি বিবেচনার কর্ম্ম করিলাম?—ইহা অপেক্ষা তাহাদিগের আর কি অধিকতর দুঃখ উপস্থিত হইবে?"।

ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তামগ্ন হইয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন অদূরে তর তর করিয়া নদীজল বহিয়া যাইতেছে এবং তীর-বর্ত্তী হরিত-পল্লবশোভিত পাদপসমূহের ছায়া ঐ সুবিমল জলে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ সবেগে তৎপ্রতি ধাবমান হইলেন, কিন্তু যত দূর যান, জল আর নিকটবর্ত্তী হয় না। সমান দূরে থাকিয়াই তাঁহাকে প্রলোভিত করে। ব্রাহ্মণ

তখন জানিলেন যে, ঐ নদীটী অলীক—মরীচিকার ন্যায় কেবল ভ্রমোৎপাদিকা। তিনি নিরস্ত হইলেন এবং যদিও ক্ষণকাল পূর্ব্বে সুখকরী ভ্রান্তিকেই তাঁহার শ্রেয়স্করী বোধ হইয়াছিল, তথাপি যাহা অসৎ বলিয়া প্রতীত হইল, আর তাহার অনুসরণে প্রবৃত্তি থাকিল না।

এইরূপে ক্ষণকাল নিস্পন্দভাবে আছেন, এমত সময়ে হঠাৎ অদূরে দুইটী ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তাহার একটী স্ত্রী এবং অপরটী পুরুষ বোধ হইল। উভয়েরই আকার বিশাল ও বর্ণ ঘোর তিমিরের ন্যায়। উভয়ের শিরোদেশে রাজমুকুটের ন্যায় শিরোভূষণ এবং উভয়েই একটী ঘূর্ণ্যমান বায়ুর উপরে অধিষ্ঠিত। ঐ মূর্ত্তিদ্বয় ক্রমশঃ সমীপবর্ত্তী হইল, কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রতি দৃক্‌পাতও করিল না—স্বেচ্ছানুসারেই চলিল। পুরুষের নাসাবিনির্গত নিশ্বাসবায়ু শরীরে স্পর্শ করায় ব্রাহ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। স্ত্রীলোকটী পদরজোদ্বারা তাঁহাকে প্রোথিত করিয়া গেল।

পুরুষটী ঐ মরুদেশের রাজা। তাঁহার নাম

নৈরাশ্য। স্ত্রীলোকটী তাঁহার প্রিয়তমা রাজ্ঞী—নাম স্বেচ্ছাচারিতা। লোকে বিশেষ না জানিয়া ইহাদিগকেই 'লু' বলিয়া অভিহিত করে। এই দম্পতী চিরকাল একত্র অবস্থান করে এবং সর্ব্বত্র একযোগে বিচরণ করে। সরস ক্ষেত্রেও ইহাদিগের প্রতাপ একান্ত দুঃসহ। মরুভূমিতে ইহাঁদিগের সন্দর্শন হইলে কোন ক্রমেই রক্ষা থাকে না। সকলকেই ইহাদিগের প্রভাবে সঙ্কুচিত এবং জড়ীভূত হইতে হয়।

ব্যাসদেব যে কলিযুগোচিত ব্রাহ্মণ-শরীর ধারণ করিয়াছিলেন, সে শরীরের কি সাধ্য যে, ঐ প্রখর আঘাত সহ্য করে! ব্যাসদেবের আত্মাও তাদৃশ ক্ষুদ্রপ্রাণ শরীরের সংসর্গবশতঃ নিস্তেজঃ হওয়াতে ঐ আঘাতে বিকৃত হইয়া গেল। তিনি সর্ব্বতোভাবে চেতনাপরিশূন্য না হউন, কিন্তু নিতান্ত বিচলিত এবং কেন্দ্র-পরিভ্রষ্ট হইলেন।

মরুদেশের রাজা ও রাণী চলিয়া গেলেন। তাঁহাদিগের পারিষদবর্গ নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণকে আঁাদি লাগিল। তিনি আর আপনার দেহও দেখিতে পাইলেন না।

তাঁহার চক্ষুঃ নিষ্প্রয়োজনীয়, এবং সমস্ত জীবিত-কাল একটী সুদীর্ঘ স্বপ্নমাত্র বোধ হইল।

যখন বাহ্যশরীর দৃষ্ট হয় না—আত্মবিস্মৃতিও জন্মে, তখন আর কি? সকলই নৈরাশ্য এবং স্বেচ্ছাচারিতার ক্রীড়ামাত্র বোধ হয়। বালুকারেণু সকল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে। এই একটী স্তূপ জন্মিল, আবার পরক্ষণেই তাহা খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল। এই সম্মিলিত—সংযত—দৃঢ়ীভূত, আবার বিচ্ছিন্ন—বিভাজিত—বিলীন! তপস্যা, অধ্যয়ন, জ্ঞানচর্চ্চা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, বা কর্ত্তব্যসাধন—এ সকলেরই মূল সত্য-প্রতীতি। "সত্য কৈ? এ ত নৈরাশ্য এবং স্বেচ্ছাচারিতার রাজ্য; এখানে রাজ্ঞী স্বেচ্ছাচারিতার প্রসাদলাভে যত্নবান হও; তিনি আশুতোষ; যাহা ইচ্ছা তাহাই কর; কর্ত্তব্যসাধনোদ্দেশে কষ্টস্বীকার করিও না—এই অনুজ্ঞামাত্র পালন করিলেই হইল।"

মোহাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ এই সকল আকাশবাণী শুনিয়া ক্ষুভিত, ভীত এবং বিহ্বল হইলেন। তাঁহার আত্মহত্যার ইচ্ছা জন্মিল। 'আর এ অকি-

ঞ্চিৎকর জীবনরক্ষার প্রয়োজন নাই'—মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন, এমত সময়ে হঠাৎ তিনি সবলে আকৃষ্ট হইয়া উত্তোলিত এবং প্রধাবিত হইলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখেন, সম্মুখে তিনটী অপূর্ব্ব প্রাসাদ। তাহার প্রথমটীর নাম রত্নপুর; তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখেন, তাহার অভ্যন্তরে নানা প্রকোষ্ঠ। সকলগুলিই প্রোজ্জ্বল এবং দিব্যগঠন। দুইটী প্রকোষ্ঠ এক-প্রকার নয়। প্রত্যেকের বর্ণ এবং আকার স্বতন্ত্র। কোনটী শুভ্র চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট, কোনটী নীল ষট্-কোণ-যুক্ত, কোনটী বা লোহিত অষ্টকোণ-সম্বলিত —এইরূপে সকলগুলিই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত এবং ভিন্ন ভিন্ন আকারে গঠিত। কিন্তু যেটী যে বর্ণের এবং যে আকারের হউক, যখন যেটীকে দেখিলেন সেইটীকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ হইল। ঐ প্রকোষ্ঠ-সকলের নির্ম্মাতা কে? জানিবার নিমিত্ত কৌতূহল হইল। অনুসন্ধানদ্বারা জানিতে পারিলেন, আকর্ষণ এবং বিপ্রকর্ষণ নামক কতক-গুলি চক্ষুর্বিহীন অন্ধদাস নিরন্তর কার্য্যে ব্যাপৃত

হইয়া আছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা কোন উত্তর করিল না—আপন আপন কর্ম্ম করিতেই লাগিল। তাহাদিগের কাজও বড় অধিক বোধ হইল না। ঐ পুরীর মধ্যেই যে সকল সমপ্রকৃতিক পদার্থ রহিয়াছে, কেহ তাহাদিগের এক দিক ধরিয়া টানিতেছে, কেহ অপর দিক ধরিয়া ঠেলিয়াদিতেছে এবং তাহাতেই প্রকোষ্ঠ-গুলি যথাবিন্যস্ত এবং সংঘটিত হইতেছে। ব্রাহ্মণ দাসবর্গের প্রতি এই সুদৃঢ় নিয়মবন্ধন দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন। বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু মূক অন্ধ দাস নিচয়ের এ প্রকার নিরন্তর পরিশ্রমদর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণ সুখিত হইল না। তিনি দুঃখ পরিতপ্ত-হৃদয়ে বহির্গত হইলেন এবং 'হরিতপুর' নামক যে দ্বি-তীয় প্রাসাদ সম্মুখে দেখিলেন, তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

'হরিতপুর' পূর্ব্বদৃষ্ট 'রত্নপুর' অপেক্ষাও সমধিক আয়ত,বিচিত্র-গঠন, এবং শোভমান বোধ হইল। ইহারও অভ্যন্তরে বহুল প্রকোষ্ঠ। তাহাদিগেরও বর্ণ এবং গঠন-প্রণালী পরস্পর

বিভিন্ন; এবং সেখানেও অনেকানেক মূক অন্ধ দাস নিরন্তর স্ব স্ব নিয়মিত কার্য্যে ব্যাপৃত। কিন্তু পূর্ব্বদৃষ্ট পুরী হইতে ইহার বিশেষ প্রভেদ এই যে, এখানে পুরীর বহির্ভাগ হইতে বিশোষণ নামক দাসবর্গের দ্বারা বিষমপ্রকৃতিক উপাদান-সকল অভ্যন্তরে নীত হইতেছে এবং পূর্ব্বরূপ অন্ধ কারুগণকর্ত্তৃক নানাপ্রকারে পুরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন হইয়া প্রতি প্রকোষ্ঠই শনৈঃ শনৈঃ বর্দ্ধমান হইতেছে।*

তাদৃশ নিপুণতর কারুকার্য্য এবং বাহ্য সৌন্দর্য্য দর্শনেও মানসিক ক্ষোভের উপশম হইল না। ব্রাহ্মণ উদ্বিগ্ন এবং ভগ্নমনা হইয়া বহির্ভাগে আগমন করিলেন এবং 'প্রাণিপুর' নামক তৃতীয় প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সুসমৃদ্ধ পুরীর তুল্য এ পর্য্যন্ত কিছুই দেখেন নাই। উহাতে নানাবিধ শিল্পযন্ত্র চলিতেছে, ভোগ-বিলাস-সামগ্রী সমস্ত পর্য্যাপ্তপরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে, এবং কত প্রকার কল কৌশল যে নিরন্তর সঞ্চালিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করাযায় না। ব্রাহ্মণের চমৎকারজনক জ্ঞান

জন্মিল। তাঁহার চমৎকারের এই একটী বিশেষ কারণ, তিনি দেখিলেন যে, ঐ সকল যন্ত্রের পরিচালন প্রভাবে এক একটী প্রকোষ্ঠ সর্ব্বদাই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া যায়।

ব্রাহ্মণ নিতান্ত কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পুরীর সর্ব্বোচ্চ 'নর প্রকোষ্ঠে' অধিরোহণ করিলেন। ঐ প্রকোষ্ঠ সপ্ততল। তিনি প্রথম ছয় তল উত্তীর্ণ হইয়া শীর্ষতলে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন যে,প্রকোষ্ঠের সর্ব্বস্থান হইতে ঐ খানে সংবাদাদি আসিতেছে এবং তথা হইতে সর্ব্বত্র অনুজ্ঞা প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু কে যে ঐ সকল সংবাদগ্রহণ এবং অনুজ্ঞাপ্রচার করিতেছে, তাহা দৃষ্ট হইতেছে না। বিশেষ অনুসন্ধান করিতে করিতে স্মৃতি, ধৃতি, চিন্তা, মনন, বিচারণ প্রভৃতি কতকগুলি স্ত্রী পুরুষের বিভূতি দৃষ্ট হইল। ইহারা সকলেই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতেছে—কেহ ক্ষণকালের জন্য নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিতে পারে না। ইহাদিগের প্রতি একটী কঠিন নিয়মও প্রচলিত রহিয়াছে,বোধ হইল। ইহারা যদি ভ্রমক্রমেও একবার স্বস্থান ত্যাগ অথবা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য

ভিন্ন আর কিছু, করিতে যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু ইহারা কেহ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেও আবার পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে।

কিন্তু ইহারা কাহার আজ্ঞাপালন করিতেছে? কে ইহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত রাখিয়াছে? কাহা কর্ত্তৃকই বা ইহাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান হইতেছে? এই ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইলেন যে, একটী অদৃষ্টপূর্ব্বা লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি নিরন্তর ইহাদিগের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন। ইহাঁর প্রতি কোন নিয়ম নাই—কোন নিয়মভঙ্গদোষের দণ্ডবিধানও নাই। ইনি একা—স্বাধীনা, সকলের কর্ত্রী এবং বিধাত্রী রূপেই অধিষ্ঠান করিতেছেন; কিন্তু যতই ঐ লাবণ্যময়ীর প্রতি দৃষ্টি করাযাইতেলাগিল, ততই একটী অভুতপূর্ব্ব ভাব হৃদয়মধ্যে জাগরিত হইয়া উঠিল। বোধ হইল, যেন ঐ মূর্ত্তি এমন একটী পরমজ্যোতির ছায়া যে, তাহার ছায়াও আলোকময়ী।

ঐ প্রখর জ্যোতিঃ প্রভাবেই হউক, আর যে কারণেই হউক, ব্যাসদেবের মোহভঙ্গ হইল। তিনি নেত্রোন্মীলন করিয়া দেখেন, পর্শ্বভাগে মহামুনি মার্কণ্ডেয় দণ্ডায়মান এবং পূর্ণ শশধর গগনমণ্ডলে সমুদিত হইয়া সুস্নিগ্ধ করস্পর্শে তাঁহার শরীর অমৃতসিক্তবৎ করিতেছেন; চতুর্দ্দিকে পাদপগণের হরিতপল্লবসমস্ত সুমন্দ সঞ্চালিত হইয়া পত পত শব্দে বীজন করিতেছে, বিহগকুল সানন্দকলরবে বিশ্রাম-সুখ-কামনায় স্ব স্ব নীড়াভিমুখে যাইতেছে, এবং অবিদূরে তড়াগত্রিতয়ে বিমল জল-রাশি স্ব স্ব বক্ষে জলজ কুসুমহার ধারণকরিয়া আনন্দে ঢল ঢল করিতেছে। আর সে মরুভূমি নাই—সে রৌদ্রসন্তাপ নাই—সে আঁধি নাই—নৈরাশ্য এবং যথেচ্ছাচারিতার অধিকার নাই। ঐ স্থান কোন মহৈশ্বর্য্যশালী অধিরাজের আরাম-নিকেতন।

ভগবান মার্কণ্ডেয় স্মিতমুখে কহিলেন— "সাধু বেদব্যাস সাধু! তুমিই এই পরম পবিত্র পুষ্কর মহাতীর্থের প্রকৃত মাহাত্ম্য অবগত হইলে। কনিষ্ঠ, মধ্যম, জ্যেষ্ঠ, পুষ্কর ত্রিতয় মূর্ত্তিমান

হইয়া তোমাকে দেখা দিয়াছেন। তুমি বিধাতৃ-সৃষ্ট ত্রিবিধ সৃষ্টির যাবতীয় রহস্য অবগত হইয়াছ। তুমি অচ্ছেদ্য অভেদ্য সর্ব্বব্যাপী নিয়ম-শৃঙ্খল দেখিলে। তুমি ভয় শোক-সন্দেহাদির অতীত হইলে। যে অঘটঘটনপটীয়সী মহামায়া আদ্যার প্রসাদে ভগবান ব্রহ্মা এই মরুদেশে এই মহাতীর্থত্রিতয় সৃষ্ট করিয়াছেন, সেই ইচ্ছাময়ীও তোমাকে আপন বিভূতি প্রদর্শন-করিয়া তোমার হৃদয়ে চির-অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন। ভ্রম প্রমাদ নাস্তিক্যাদি পিশাচগণ আর তোমাকে স্পর্শকরিতে পারিবে না, তুমি সর্ব্ব-সিদ্ধিলাভের পথে পদার্পণ করিলে; তোমার পক্ষে কিছুই অসাধ্য থাকিল না, তুমি স্বয়ং সৃষ্টিকার্য্যে সক্ষম হইলে—চল"।

# পঞ্চম অধ্যায়।

প্রভাস দর্শন—দৈন্য—আশা—প্রজ্ঞা।

রাত্রি প্রভাত হইলে সৃষ্টির পুনর্জ্জন্ম হইল। দুইটী তীর্থবাসী ব্রাহ্মণ পুষ্কর মহাতীর্থে স্নানতর্পণাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপনকরিয়া পশ্চিমোত্তরাভিমুখে 'প্রভাস' নদীর তীরে তীরে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ দুই জনের মধ্যে একজন বৃদ্ধ, গম্ভীর-স্বভাব ও প্রশান্তমূর্ত্তি; অপর মধ্যবয়স্ক, তেজস্বিপ্রকৃতি এবং অনুসন্ধানপরায়ণ। বৃদ্ধের দৃষ্টি সম্মুখভাগে, মধ্যবয়ার চক্ষুঃ চতুর্দ্দিগ্‌গামী।

কিয়দ্দূর গমনকরিয়া মধ্যবয়া-কহিলেন "আর্য্য! এই ভূভাগ নিতান্ত বিশুষ্ক। এখানকার শস্যসম্পত্তি অতি সামান্য। লোকের বাস আছে বটে—কিন্তু গ্রামগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র; অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্প। কণ্টকী এবং বনখর্জ্জূরবৃক্ষ-

সমাকীর্ণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠই চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাওয়াযায়। ভগবতী বসুধার ক্রোড় এরূপ জনশূন্য দেখিলে যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ জন্মে”।

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—“এই ভূভাগ পূর্ব্বে এমন অনুর্ব্বর এবং জনশূন্য ছিল না। সত্যযুগে ইহা সাগরতলস্থ ছিল, অনন্তর বিন্ধ্যাচলের উত্থানসহ এই প্রদেশ জন্মে এবং ত্রেতা ও দ্বাপরে অতিনিবিড়বনাকীর্ণ হয়। ঐ সময়ে রাক্ষস-সন্তান জটাসুরগণ ঐ বনে বিচরণ করিত। পরে যদু-বংশীয় ক্ষত্রিয়েরা ঐ রাক্ষস-বংশ ধ্বংসকরিয়া এই ভূমি অধিকারকরেন। এখনও তাঁহাদিগেরই সন্তানেরা এখানে বাস করিতেছেন। ঐ যে লাঙ্গল-স্কন্ধ বীরাবয়ব মনুষ্যটী আসিতেছে দেখিতেছ, ও একজন যাদব।”

এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ আপন সম্মুখের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিলেন। মধ্যবয়া সেই নির্দ্দেশানুসারে দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া দেখিলেন, অনতিদূরে একজন সুদীর্ঘকায় কৃষীবল-বেশধারী পুরুষ দণ্ডায়মান। মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ ঐ পুরুষের সমীপবর্ত্তী হইয়া সুমধুরস্বরে

আশীর্ব্বচন প্রয়োগপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কোন্ জাতীয়? তোমার আবাসগৃহ কোথায়?"। কৃষীবল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগকরিয়া কহিল "আমি যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়সন্তান, আমার থাকিবার স্থান ঐ পর্ণকুটীর।" ব্রাহ্মণ কহিলেন—"তোমার মুখাবয়বে বোধ হইতেছে তুমি কোন সুমহৎদুঃখভার বহনকরিতেছ—যদি ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বচনের দুঃখ-প্রতিবিধান-ক্ষমতায় শ্রদ্ধা থাকে, তবে আত্মবিবরণ বল। যাদব নতশিরা হইয়া প্রণামপূর্ব্বক কহিল "যদি ব্রাহ্মণ ঠাকুরদিগের অনুগ্রহ হয়, তবে অগ্রসর হইয়া ঐ কুটীরটীকে পদোরজদ্বারা পবিত্র করুন, অধমের বিবরণ পরে শ্রবণ করিবেন।" ব্রাহ্মণেরা কুটীরাভিমুখে চলিলেন, যাদব পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। তাঁহারা কুটীর দ্বারে উপনীত হইবামাত্র একটী স্ত্রীলোক বাহিরে আসিয়া ব্রাহ্মণদিগের চরণবন্দন করিল। যাদব তাহার পরিচয় দিল—"ইনি আমার গৃহিণী"। মধ্যবয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—"পুত্রলাভ হউক"। যাদব অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া কহিল—"ঠাকুর!

ঐ আশীর্ব্বাদটী করিবেন না। আমাদিগের সন্তানকামনা নাই।” মধ্যবয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“এরূপ কেন? গৃহিব্যক্তির পক্ষে সন্তান যেমন নয়নানন্দকর, যেরূপ চিত্তপ্রসাদজনক, তেমন পদার্থ ইহসংসারে আর কি আছে? যাহার সন্তান জন্মে নাই, সে জীবলোকের সার্থকতালাভ করে নাই—তাহার গৃহবাস বিড়ম্বনা—তাহার ঘর অন্ধকার।” যাদব এ কথায় কোন উত্তর করিল না। নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে আশীর্ব্বাদগ্রহণে নিতান্ত অনভিরুচি প্রদর্শনকরিতে লাগিল। বৃদ্ধ কহিলেন “হে যাদব! তুমি ক্ষুব্ধ হইও না—এক্ষণে ও সকল কথায় কাজ নাই—বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে—আমরা তোমার অতিথি; ভোজনাবসানে ইনি সমস্ত বিবরণ শ্রবণকরিয়া যথাবিহিত আদেশ করিবেন।” যাদবের ইঙ্গিতক্রমে তাহার পত্নী দুইটী মৃৎকলস লইয়া সমীপবর্ত্তিনী নদী হইতে জল আনয়ন করিতে গমন করিল। যাদব কুটীর হইতে একটী খট্টা বাহিরে আনিল এবং ব্রাহ্মণদিগকে তাহাতে উপবিষ্ট করাইয়া কহিল—

"আমি অতি দরিদ্র, আমাকে একবার ঐ গ্রামে যাইতে হইবে—আপনারা কিছু মনে করিবেন না।" যাদব চলিয়া গেল। পরক্ষণেই তাহার পত্নী জল লইয়া আসিলেন এবং এক কলস জল কুটীরদ্বারে রাখিয়া অপর কলসের জল লইয়া একে একে ব্রাহ্মণদ্বয়ের পদ ধৌতকরিয়া দিলেন। অনন্তর কুটীরের একদেশ সম্মার্জ্জনীদ্বারা পরিষ্কৃত এবং জলদ্বারা ধৌত করিয়া রন্ধনের স্থান প্রস্তুত করিলেন। ক্ষণকাল বিলম্বে যাদব খাদ্যসামগ্রী লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং সে সকল কুটীরের ভিতর রাখিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পাকারম্ভ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিল।

বৃদ্ধ কহিলেন—"তোমার গৃহে আমাদিগের স্বহস্তে পাক করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা পরিব্রাজক। পান ভোজনাদিতে আমাদিগের স্পর্শদোষ হয় না। বিশেষতঃ তোমার গৃহিণী সৎ-কুলসম্ভবা, সাক্ষাৎ দেবী-রূপিণী। উহার রন্ধনগ্রহণে আমাদিগের কোন প্রতিবন্ধকতা নাই।" অনন্তর রন্ধন সমাপন হইলে ব্রাহ্মণদিগের, যাদবের এবং যাদবপত্নীর ক্রমে ক্রমে ভোজন সমাপন হইল।

সন্ধ্যাকালে মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ যাদবকে আত্ম-বিবরণ কহিতে অনুরোধ করিলেন। যাদব ক্ষণকাল নতশিরে নীরব থাকিয়া হঠাৎ গাত্রো-ত্থানপূর্ব্বক কহিল—"এখানে নয়, মহাশয়েরা আমার সমভিব্যাহারে আসুন।" ব্রাহ্মণেরা তাহার সহিত চলিলেন। অনন্তর নদীকূলবর্ত্তী একটী উচ্চ স্তূপের উপরে উঠিয়া যাদব সেই খানে ব্রাহ্মণদিগকে বসাইয়া আপনি বসিল এবং দক্ষিণে ও বামে তিন চারি বার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিল।

"আপনারা দক্ষিণভাগে, নদীর অপরপারে দৃষ্টি করুন, একটী সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদের ভগ্না-বশেষ দেখিতে পাইবেন—উহাই আমার পিত্রালয়। আর বামভাগে, এই আমার পর্ণকুটীর। ঐ রাজপ্রাসাদ কিরূপে এই পর্ণ-কুটীরে পরিণত হইয়াছে, তাহাই আপনারা শুনিতে চাহিতেছেন।" যাদব দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগকরিল।

বৃদ্ধ কহিলেন—"পরিবর্ত্তনই কালধর্ম্ম। সকলেরই নিরন্তর পরিবর্ত্ত ঘটিতেছে। যে রাজ-

ভবন ছিল, সে পরিবর্ত্তিত হইয়া পর্ণকুটীর হই-তেছে—আবার যে পর্ণকুটীর ছিল, সে পরি-বর্ত্তিত হইয়া রাজভবন হইতেছে। তোমার পিতৃবাস যদি পর্ণকুটীর হইত, তবে তুমি এক্ষণে রাজভবনে বাস করিতে—তোমার বাস পর্ণকুটীরে হইয়াছে—তোমার পরবর্ত্তী পুরুষদিগের বাস রাজপ্রাসাদ হইতে পারে।” বৃদ্ধের তীব্র দৃষ্টি-পাত-সহকৃত এই কথাটী অগ্নিশিখার ন্যায় যাদবের হৃদয়ে প্রবেশ করিল—তথায় চির-নির্ব্বাপিত আশাপ্রদীপ একবার প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিল—তাহার মুখমণ্ডলে ঐ দীপপ্রভা স্ফুরিত হইয়া উঠিল—সে কহিতে লাগিল।

“চতুর্দ্দিকে যত দূর দৃষ্টি যায়, এই সমস্ত দেশ আমার পিতার ভূম্যধিকার ছিল। পিতা অতি প্রশস্তমনা পুরুষ ছিলেন। তাঁহার আত্ম-পর বোধ ছিল না। তিনি অনেক জ্ঞাতি কুটুম্ব লইয়া থাকিতেন। কেহ স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে তাঁহার প্রতি অন্যায়াচরণ করিলেও তিনি দণ্ডবিধানদ্বারা তাহার ক্ষতি করা অপেক্ষা আপনার ক্ষতিস্বীকারে সম্মত হইতেন।

"কিছুকাল এই রূপে গত হইল। অনন্তর সিন্ধুপার হইতে তাঁহার একজন জ্ঞাতি আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ম্লেচ্ছদেশে বাস করিয়া ম্লেচ্ছাচার এবং পৈতৃকধর্ম্মচ্যুত হইয়াছিল। তথাপি সে শরণপ্রার্থনা করিলে পিতা তাহাকে স্থান দিলেন। নিজ বাটীতে রাখিলেন না। বাটীর বহির্ভাগে একটী সামান্য দোকান খুলিয়া সে আপনার গুজরান করিতে লাগিল।

"আমাদিগের পরিবার অতি বৃহৎ। অ-নেক জ্ঞাতি কুটুম্বের একত্র বাস। এমত বৃহৎ গোষ্ঠীয়দিগের মধ্যে কখন কখন পরস্পর অনৈক্য এবং মনোবাদ সঙ্ঘটন কোন মতেই অসম্ভবপর নহে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ঐ সকল বিবাদ দুই দিনে দশ দিনে আপনা আপনি মিটিয়া যাইত। বাহিরের কাহাকেও মধ্যস্থ মানিতে হইত না। গৃহচ্ছিদ্রও প্রকাশ পাইত না।

"কিন্তু ঐ চতুর দোকানদারের আগমন-অবধি আর সেরূপ হইল না। কোন বিবাদের সূত্র উপস্থিত হইলেই সে অপ্রকাশ্যভাবে তা-হাতে যোগ দিত এবং প্রায়ই মোকদ্দমা না

বাধাইয়া ছাড়িত না। মোকদ্দমা বাধিলেই সে এমনি স্থকৌশলপূর্ব্বক কখন এ পক্ষের কখন ও পক্ষের সহায়তা করিত যে, প্রতি মোকদ্দমা-তেই উভয় প্রতিপক্ষের ক্ষতি হইয়া তাহার লাভ হইত। কিন্তু এরূপ দেখিয়াও কেহ কখন তাহার প্রতি তেমন অবিশ্বাস করিতে পারিত না।

"ফল কথা, তেমন ধূর্ত্ত, স্বার্থপর এবং ক্ষমতাশালী পুরুষ ভূভারতে আর কখন আইসে নাই। সে ক্রমে ক্রমে সকলকেই স্ববশীভূত করিয়া আনিল। জমীদারীর দেওয়ানীভার পর্য্যন্ত তাহার হস্তগত হইয়া গেল। তাহার পর আর কি বলিব? দেওয়ানজী জমীদার হইয়া উঠিলেন—আমরা পর্ণকুটীরবাসী হইলাম!

"এক্ষণে দেখুন, কি ছিলাম, কি হইয়াছি! আমি ভূম্যধিকারীর সন্তান হইয়া লাঙ্গলবহন করিতেছি, আমার সন্তান হইলে সে কি হইবে? আমাদিগের সব ফুরাইয়া গেলেই ভাল হয়। দুঃখ-পরিতাপ-কলঙ্ক-বাহিনী এই পঙ্কিল জীবন-নদী শুষ্ক এবং বিলুপ্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ!"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এই কথাবসরে মধ্যবয়ার শিরোদেশ স্পর্শ করিয়াছিলেন। যাদবের হৃদয়বিদারক শেষের কথাগুলি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি অতি মাত্র ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং যাদবের করগ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন —"চল, এই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে গিয়া তোমার পিত্রালয়ের ভগ্নাবশেষ দর্শনকরিয়া আসি। আর্য্য ঠাকুর তোমার কুটীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই স্থানে আমাদিগের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিবেন।"

মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইলেন। যাদব তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। নদীতে জল অল্প। উভয়ে অনায়াসে পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া প্রাসাদমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। যাদব ঐ ভবনে প্রবেশ করিবামাত্র এমনি এক প্রখর আলোকশিখা তাহার চক্ষুকে আহত করিল যে, তাহাকে চক্ষু মুদ্রিত করিতে, এবং পতননিবারণার্থ সহচর ব্রাহ্মণের হস্তধারণ করিয়া থাকিতে, হইল। ক্ষণকালপরে নেত্রোন্মীলন করিল— কিন্তু আর অগ্রসর হইতে পারিল না। সে

দেখিল, তাহার সম্মুখে একটী মহতীরাজসভা। সভার মধ্যভাগে একখানি রত্নময় সিংহাসন। সেই সিংহাসনে একজন রাজচক্রবর্ত্তী অধিষ্ঠিত। রাজার সম্মুখভাগে রাজার অনুরূপরূপ একটী যুবা পুরুষ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান। রাজা ক্রোধ-কষায়িত-লোচনে ঐ যুবার প্রতি নির্নি-মেষ-দৃষ্টিপূর্ব্বক সজলজলদগভীরস্বরে কহিতে-ছেন—"তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়াও রাজ্য-ভ্রষ্ট হইলে। তোমার বংশে রাজ্যাধিকার লোপ হইল। তোমার সন্তানেরা কেহ কখন রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবে না।" যুবা ম্লানবদনে বিনয়নম্রস্বরে কহিল—"কখনই পাইবে না ?"। রাজা ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া কহিলেন—"যত দিন তোমার বংশে সেই মহাপুরুষ অবতীর্ণ না হইবেন, যাঁহার বলে বলীয়ান হইয়া কনিষ্ঠের পুত্রেরা জ্যেষ্ঠের পুত্রদিগকে অতিক্রম করিবে, ততদিন তোমার বংশীয়েরা কনিষ্ঠের বশ্যতা স্বী-কার করিবে—রাজপদ অধিকারে সমর্থ হইবে না।"

ব্রাহ্মণ যেন যাদবের মানস প্রশ্নেরই উত্তরে তাহার কর্ণকুহরে কহিলেন—"ইনি মহারাজ

যযাতি—ইহাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র এবং তোমার কুলের আদি পুরুষ যদুকে অভিশপ্ত করিয়া রাজ্যচ্যুত করিলেন।” যাদব এই কথা শুনিয়া যেন মনে মনে ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপ্রদত্ত ‘পুত্রলাভ’ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার রাজসভার দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

কিন্তু পূর্ব্বদৃষ্ট আর কিছুই দেখিতে পাইল না। সে সভাগৃহ—সে সিংহাসন—সে রাজা—সে রাজপুত্র—সে রাজমন্ত্রিবর্গ—সকলই গিয়াছে। ঐ সকলের স্থানে একটী প্রশস্ত কারাগৃহ; সেই গৃহমধ্যে নিগড়িতকরচরণা সুবৃহৎ পাষাণ-ভারাক্রান্তা একটী মনোজ্ঞরূপা কামিনী এবং সেই কামিনীর পার্শ্বদেশে একজন প্রশান্ত-মূর্ত্তি চিন্তাকুলচিত্ত মহাপুরুষ। তেমন রূপ-বতী কামিনীর তাদৃশ দুরবস্থা দর্শনে পাষাণেরও হৃদয় করুণার্দ্র হয়। ঐ স্ত্রী পুরুষ কে? কোন্ নিষ্ঠুর নরাধম উহাদিগের ওরূপ দুর্দ্দশা করি য়াছে? ব্রাহ্মণ যেন যাদবের ঐ মানস প্রশ্নের উত্তরদান করিয়াই মৃদুস্বরে কহিলেন—“কংসা-সুর কারাগৃহে দেবকী বসুদেবকে দেখিতেছ।”

যাদব নির্নিমেষনয়নে দেখিতে লাগিল। হঠাৎ গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত হইল। একটী প্রভা-রাশি ঐ অন্ধতমসাচ্ছন্ন আগার আলোকিত করিল। দেখিতে দেখিতে সেই অত্যুজ্জ্বল আলোকরাশি হইতে এক একটী করিয়া সাতটী শিশুমূর্ত্তি বাহির হইল। তাহারা একে একে গিয়া দেবকীর এক একটী বন্ধননিগড় মোচন-করিয়া দিল এবং পুনর্ব্বার ঐ প্রভামধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাতে বিলীন হইয়া গেল।

শুদ্ধ তাহারাই বিলীন হইয়া গেল, এমত নহে—সেই ভগ্নপ্রাসাদ এবং সেই যাদবও তৎসহ বিলুপ্ত হইয়া গেল। বেদব্যাস দেখিলেন, তনি সেই প্রভাস নদী তীরে দণ্ডায়মান—মহামুনি মার্কণ্ডেয় তাঁহার শিরোদেশ স্পর্শপূর্ব্বক কহি-তেছেন—“ সাধু বেদব্যাস সাধু! তুমি প্রভাস তীর্থের অধিষ্ঠাত্রী আশামহাদেবীকে প্রত্যক্ষ করিলে। তুমি আর্য্য যাদবকুলের হৃদয় হইতে রাজ্যাপহারজনিত শোকান্ধকার তিরোহিত এবং তথায় আলোকমালা প্রভাসিত করিতে সমর্থ হইলে।”

ব্যাসদেব মহামুনির চরণযুগলে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে মুনিরাজ! অদ্যকার সমস্ত ব্যাপারই কি আপনার মায়ামাত্র? যাহা যাহা দেখিলাম, তাহার কোন ঘটনাই কি প্রকৃত নহে?"

মার্কণ্ডেয় ব্যাসদেবের শিরশ্চুম্বনপূর্ব্বক উত্তর করিলেন—"যেমন ভিন্ন ভিন্ন বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, তেমনি অন্তরিন্দ্রিয়গণের অনুভূতিও বিভিন্নরূপ। কোন পদার্থের ত্বাচ প্রত্যক্ষ, কাহারও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, কাহারও শাব্দ প্রত্যক্ষ এবং কাহারও ঘ্রাণ প্রত্যক্ষ হয়। তেমনি বিষয়ভেদে কাহারও অনুভব যুক্তিদ্বারা, কাহারও স্মৃতিদ্বারা, কাহারও আশাদ্বারা হইয়া থাকে। বাহ্য জগতে যাহার ত্বাচ প্রত্যক্ষ না হয় তাহাই কি অলীক এবং অপ্রকৃত বস্তু? কখনই নহে। তেমনি বুদ্ধির বিষয়ীভূত না হইলেই কোন ব্যাপার অলীক এবং অসত্য বলিয়া অবধারিত হইতে পারে না।—তুমি এই পুণ্যতীর্থ হইতে ত্রিগণ্ডূষপরিমিত বারি পানকরিয়া আইস।"

ব্যাসদেব তাহাই করিলেন, এবং করিবামাত্র বুঝিলেন এবং বলিলেন—"ধীশক্তি এবং স্মৃতি শক্তির বিষয় সমস্ত যেমন সত্যপূত এবং সসার, আশাবৃত্তির বিষয়গুলিও সেইরূপ সত্যপূত এবং সারবান্। আমি দেখিতেছি যে, শ্রীকৃষ্ণজননী দেবকীর প্রথমদ্বিতীয়াদিগর্ভজাত শিশুগুলি প্রত্যেকেই তাঁহার কারাবাসমোচনের পক্ষে অষ্টমগর্ভজাত মহাপুরুষের তুল্য সহায়। প্রথমাদি না হইলে কদাপি অষ্টম জন্মিতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞ নারদ তপোধন তাহাই কংসাসুরকে 'পণ-পূরণ' ন্যায়ে প্রদর্শনকরিয়াছিলেন।"

মার্কণ্ডেয় কহিলেন "সাধু বেদব্যাস সাধু! তোমাতে প্রজ্ঞা মহাদেবীর অধিষ্ঠান হইয়াছে। তুমি অন্তর্বহিঃ প্রভাস-পূত হইলে—চল।"

# ষষ্ঠ অধ্যায়।

স্বাহা—অভূ—সৃষ্টি—অগ্নিকুলোৎপত্তি—
সংস্কৃতি—

প্রভাসনদী রাজস্থানের অন্তর্গত অর্ব্বলী পর্ব্বত-শ্রেণী হইতে নির্গত হইয়াছে। ব্রাহ্মণদ্বয় ঐ নদীর কূলে কূলে গমনকরত ঐ পর্ব্বতসমীপে উপনীত হইলেন এবং তাহার সর্ব্বোচ্চ 'অভূ' নামক শিখরে আরোহণ করিতে লাগিলেন। ঐ শিখরটী একটী প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড মাত্র। রৌদ্র, জলও বায়ুর প্রভাবে স্থানে স্থানে অল্প অল্প ফাটিয়া গিয়াছে, এবং সেই সকল বিদীর্ণ স্থলে ভস্মের ন্যায় আপীতবর্ণ দগ্ধ মৃত্তিকা সঞ্চিত হওয়াতে ইতস্ততঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ গুল্ম জন্মিবার অবকাশ হইয়াছে। পর্ব্বতীয় পথ একান্ত বন্ধুর এবং কুটিল—কোথাও কোথাও অত্যন্ত দুরারোহ।

ব্রাহ্মণেরা ঐ শিখরের শিরোদেশে উঠিয়া তথায় একটী দেবমন্দির দেখিলেন, এবং তাহার বহির্ভাগে একটী শিলাপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইলেন। মধ্যবয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—"আর্য্য! আমার বোধ হইতেছে যে, প্রলয়াগ্নিতে দগ্ধীভূতা পৃথিবী পুনরুজ্জীবিতা হইলে তাঁহাকে এইরূপ দেখায়। ধরিত্রী যেন অম্বরমণ্ডলের প্রতি অনিমিষদৃষ্টিপাতপূর্ব্বক সদ্যোজাতা কুমারীর ন্যায় বিস্ময়ব্যঞ্জক ভাবের প্রতিমাস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন।" বৃদ্ধ কহিলেন—"ওরূপ মনে হওয়া বিচিত্র নহে। এই স্থান ভগবতী ব্রহ্মপত্নী স্বাহাদেবীর পবিত্র আভির্ভাবক্ষেত্র। স্বল্পকাল হইল মহাদেবী চতুর্ম্মুখের সমভিব্যহারে এই স্থানে দর্শন দিয়াছিলেন।—যে বিধাতার চতুর্ম্মুখ হইতে বিশ্বসৃষ্টির উপাদান চতুষ্টয় উদ্গীরিত, বর্ণাশ্রম চতুর্ধা বিভাজিত, চতুর্বেদ উদ্গীত, চতুঃসংস্কার সংস্থাপিত, অগ্নিই সেই চতুর্ম্মুখের প্রত্যক্ষরূপ। স্বাহাদেবী অগ্নিশক্তি। স্বাহাই পরিবৃত্তি—স্বাহাই সংস্কৃতি—স্বাহাই সৃষ্টি। তুমি মহাদেবীর মন্দির-

মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকারলাভ-কর।”

মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার বোধ হইল, অন্ধতমসাচ্ছন্ন অনন্ত আকাশ মধ্যে উপনীত হইয়াছেন। সর্ব্বদিক্ শূন্য—কোথাও কিছু নাই। পাদতলস্থ পৃথিবী নাই, আলোক নাই, শব্দ নাই। তিনি স্তম্ভিত হইলেন; তাঁহার শারীরস্পন্দন নিবৃত্ত হইল; চিত্তবৃত্তি স্থগিত হইল; দিক্জ্ঞান, কালজ্ঞান, অস্তিত্বজ্ঞান, তিরোহিত হইল; দিগ্‌গণ সঙ্কুচিত হইল; ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান সম্মিলিত হইল এবং সমুদায় একীভূত অভূ হইয়া গেল!

কতক্ষণ কিরূপে ঐ ভাব ছিল, কে বলিবে? একমুহূর্ত্তও যাহা, এক কল্প, কি শত কল্পও তাহা।——হঠাৎ পতিপরায়ণা কামিনীর কমনীয় ভুজবল্লী যেমন কান্তের গলদেশ আলিঙ্গন করিতে যায়, সেইরূপ একটী পরম জ্যোতির্ম্ময়ী বাহুলতা যেন ঐ অনন্ত অভূর আলিঙ্গনে উদ্যম করিল। আর, নিদ্রাভিভবের

ভঙ্গাবস্থায় যেমন স্বপ্নদর্শন হয়, সেইরূপ বোধহইল যেন, নির্ম্মল-নীলিম-নভোমণ্ডল-নিভ-শ্যামল পুরুষশরীর কোন প্রভাময়ীর ভুজবল্লী দ্বারা আলিঙ্গিত রহিয়াছে, এবং শত শত সূর্য্য-কান্তমণি, শত শত চন্দ্রকান্তমণি, শত শত মরকত-মণি, এবং শত শত হীরক-মুক্তা-প্রবালাদির গুচ্ছ সেই অনুপম শরীরের শোভাসম্পাদন করিতেছে।

ব্যাসদেবের শরীরে স্পন্দনশক্তির পুনরাবির্ভাব হইল। একটী অত্যুজ্জ্বল সূর্য্যমণির প্রতি তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি পড়িল। তিনি দেখিলেন মণিটী সর্ব্বক্ষণ ঝল্ ঝল্ করিয়া চতুর্দ্দিকে সুতীব্র কিরণজাল বিস্তৃত করিতেছে। তাঁহার ইহাও বোধ হইল যে, ঐ মধ্যমণির চতুর্দ্দিকে আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রত্ন সজ্জিত রহিয়াছে; তাহার একটী রক্তবর্ণ—একটী পীতবর্ণ—কয়েকটী শুভ্র-বর্ণ—এবং একটী হরিদ্বর্ণ।

ঐ মধ্যমণিই বুঝি ভগবানের বক্ষোদেশস্থ কৌস্তুভ—ব্যাসদেব এইরূপ অনুমান করিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার দর্শনশক্তি সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিতে লাগিলেন,

যাহাকে সূর্য্যকান্তমণি অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা একটী অতি প্রকাণ্ড পদার্থ—অগ্নিতেজে নিরন্তর ঘর্ ঘর্ করিয়া ঘুরিতেছে এবং অতি প্রচণ্ডভাবে বিলোড়িত হইতেছে। তাহার অভ্যন্তর হইতে জ্বলন্ত পদার্থরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া এই উঠিতেছে,এই পড়িতেছে। ঝঞ্ঝাবায়ু-বিলোড়িত সাগরবক্ষোদেশ যে সকল পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গনিচয় উৎক্ষিপ্ত করে, সে তরঙ্গমালা ঐ অগ্নিতরঙ্গের কোটিতম ভাগের একভাগও হইবে না; নগরদাহে যে প্রকার গগনস্পর্শিনী অনলশিখা উত্থিত হয়, তাহাও ঐ অগ্নিশিখাসমস্তের নিকট কিছুই নহে। ব্যাসদেব ইহাও দেখিলেন যে, ঐ মধ্যমণির চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রত্নরাজি ঐ অগ্নিপিণ্ড-বিনির্গত স্ফুলিঙ্গমাত্র। সে সকলেও অগ্নিদেবের অধিষ্ঠান; তাহারাও নিরন্তর বিঘূর্ণিত এবং বিলোড়িত হইতেছে। ঐ রত্নরাজিমধ্যে যেটীকে হরিদ্বর্ণ দেখিয়া ব্যাসদেবের নয়ন বিশিষ্ট তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল, সেইটী সর্ব্বাপেক্ষায় তাঁহার সমীপবর্ত্তী হওয়াতে তাহার প্রতি তিনি বদ্ধদৃষ্টি হইলেন—দেখিলেন উহাতেও

অগ্নিদেবের অধিষ্ঠান এবং সেই অধিষ্ঠানের প্রভাবেই উহার বাহ্য অন্তর সর্ব্বত্র স্পন্দন হইতেছে। উহার কোনভাগ,কোথাও পর্ব্বতরূপে উত্থিত হইতেছে,কোথাও দ্রোণিরূপে নামিতেছে, কোথাও জলরূপে চলিতেছে, কোথাও বায়ুরূপে বহিতেছে, কোথাও ধাতুরূপে সংহত হইতেছে, কোথাও বৃক্ষরূপে বাড়িতেছে এবং কোথাও প্রাণিরূপে চলিতেছে। ব্যাসদেব বুঝিলেন, যে ইহাই মানবজাতির অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবী। তৎক্ষণাৎ 'ভূ-ভুর্বঃ স্বঃ স্বাহা'এই মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে উচ্চরিত এবং মন্দিরমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইল।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় ব্যাসদেবের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সম্মুখভাগে কি দেখিতেছ ?" ব্যাসদেব কহিলেন—"চারিটী কুণ্ড দেখিতেছি এবং এক একটী কুণ্ডের পার্শ্বে এক এক জন মহর্ষি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন দেখি-, তেছি—তাঁহাদিগের প্রত্যেকের সমীপে এক এক জন বিকটাকার মনুষ্যও দৃষ্ট হইতেছে।" মার্কণ্ডেয় কহিলেন—"মহর্ষিগণ কি করেন মনঃসংযোগপূর্ব্বক দর্শন কর।"

ব্যাসদেব দেখিতে লাগিলেন—এক জন ঋষি "ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা" মন্ত্রের উচ্চারণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ স্থিরবিদ্যুন্নিভ একটী দেবীমূর্ত্তি কুণ্ড হইতে উত্থিতা হইলেন এবং ঋষিকৃত পূজা গ্রহণকরিলেন। অনন্তর ঋষি আপন সমীপবর্ত্তী বিকটাকার নরপশুর কর্ণকুহরে মন্ত্রদান করিলেন, এবং দেবী সহাস্যমুখে আপন জ্যোতির্ম্ময় হস্তদ্বারা তাহার শিরোদেশ স্পর্শকরিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। দেবীর করস্পর্শপ্রভাবে ঐ মনুষ্যের আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সে আর বিকটদর্শন এবং বিকৃতবেশ রহিল না—অসামান্যবীর্য্যশালী রাজচক্রবর্ত্তীর রূপ ধারণকরিয়া দণ্ডায়মান হইল। অপর তিন জন ঋষিও ঐরূপ করিলেন—তাঁহাদিগেরও পূজা গৃহীত হইল,তাঁহাদিগের শিষ্যেরাও দেবীর করস্পৃষ্ট হইল, এবং রূপান্তরপ্রাপ্ত হইয়া দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করিল। হঠাৎ সমুদায় তিরোহিত হইয়া গেল।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "ঐ যে চারি জন ঋষিকে দেখিলে উহাঁরা জমদগ্নি, পরাশর, বশিষ্ঠ,

এবং বিশ্বামিত্র কুল হইতে সমুদ্ভূত। উহাঁদিগের শিষ্যেরা আদৌ-খস, ভিল্ল, পুলিন্দ, ও কোল নামে অভিহিত ছিল। স্বাহাদেবীর করস্পর্শে পবিত্রীকৃত হইয়া উহারা প্রমার, প্রতীহার, রথোড় এবং চৌহান নাম প্রাপ্ত হইল। সমাজভ্রংশকারী ধর্ম্মবিপ্লাবক রাজন্যবর্গের বিনাশসাধনার্থ এই অগ্নিকুলের সৃষ্টি। তুমি তাহাই স্বচক্ষে দেখিলে।

"অসৎ হইতে সৎ জন্মে না। অনন্ত অভূ হইতে পরম পুরুষের আবির্ভাব। তাঁহার হৃদয়াকাশস্থিত কৌস্তভরূপী সূর্য্যশরীর হইতে গ্রহপৃথিব্যাদির উৎপত্তি। পৃথিবী হইতে জীবসংঘ। বহু নিকৃষ্টজীবশরীরের পরিণামে মানবদেহ।

"সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপস্বরূপ মানবশরীরেই দেখ, অভক্ষ্য পদার্থ সমূহ কেমন অগ্নিযোগে পরিবর্ত্তিত এবং বিশোধিত হইয়া ভক্ষ্যরূপে পরিণত হইতেছে; ঐ ভক্ষিত পদার্থ জঠরাগ্নিতে জীর্ণ হইয়া মাংস অস্থি মজ্জা রূপ ধারণ করিতেছে; অচেতন জড় চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া স্পন্দন মনন চিন্তনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছে।

"সমুদায়ই স্বাহা মহাদেবীর লীলা। প্রকৃতিবাদীরা তাঁহাকে আকর্ষণী বলেন,কারণ তিনি শক্তি। সাদিবাদী পাশুপতেরা তাঁহাকেই সৃষ্টি বলিয়া থাকেন, কারণ তিনি আদ্যা। অধ্যাত্মবাদীদিগের চক্ষুতে তিনি ইচ্ছাময়ী,কারণ তিনি জ্ঞানাগ্নিশিখা। তাঁহার পবিত্র মহামন্ত্র 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা'।

"ব্যাসদেব! তুমি ঐ মন্ত্রের প্রভাব পরিজ্ঞাত হইলে। তুমি জানিলে যে, কিছুই নূতন সৃষ্ট হয় না। যাহা আছে তাহা—দ্রবীভূত—পরিবর্ত্তিত—সংস্কৃত করা বই কার্য্যান্তর নাই। তোমার জ্ঞানাগ্নি তৎকার্য্যে সক্ষম হইল। স্বাহাদেবী যেমন পূর্ব্বাচার্য্যদিগের আবাহনে আবির্ভূতা হইয়া অনাচার বর্ব্বর পিশাচসন্তানদিগকে বিশোধিত এবং রাজচক্রবর্ত্তীর পদযোগ্য করিয়া দিয়াছিলেন, তোমার আবাহনেও সেইরূপ করিবেন। তোমার অগ্নিসংস্পর্শেও অনাচার আচারপূত হইবে, অসংস্কৃত সংস্কারবিশিষ্ট হইবে এবং বিভেদ অভেদ হইবে—চল।"

# সপ্তম অধ্যায়।

দ্বারাবতী—সৃষ্টির উপাদান—সম্মিলনোপায়—প্রীতি।

অর্ব্বলী পর্ব্বতের পশ্চিমদিকে মাড়বার প্রদেশ। ঐ দেশটী নিরবচ্ছিন্ন মরুভূমি বলিলেই হয়। কিন্তু ভূমি অনুর্ব্বরা হইলেও দেশবাসিগণ দুস্থ বা দরিদ্র নহে। তাহাদিগের নগর গ্রামাদি বিলক্ষণ বর্দ্ধিষ্ণু। প্রজাবর্গ সবলকায়, শ্রমশীল, এবং পরস্পর সহায়তাকরণে উন্মুখ। তাহারা পরিচ্ছন্ন, মিতব্যয়ী, মিতাচারী, বণিগ্‌বৃত্তি-পরায়ণ এবং বিদেশগমনে উৎসাহশীল ইহারা অনেকেই বৌদ্ধমতাবলম্বী। কিন্তু অন্যান্য-দেশীয় বৌদ্ধদিগের ন্যায় ইহারা সনাতনধর্ম্ম-বিদ্বেষী নহে। ভগবান জিন বুদ্ধদেব ইহাদিগকে একপ্রকার সনাতন-ধর্ম্ম-পান্থই করিয়া গিয়াছেন।

মাড়বার উত্তীর্ণ হইয়া আরও পশ্চিমদিকে গমন করিলে সিন্ধুপ্রদেশে উপনীত হইতে হয়।

সিন্ধুদেশ একটী প্রকাণ্ড সমতল ক্ষেত্র। উহার কোন স্থান উচ্চাবচ বোধহয় না। দেশটী অধিকাংশই বালুকাময়। কিন্তু সিন্ধুনদের উপকূলভাগ সকল কোন কোন স্থানে বিলক্ষণ উর্ব্বরতা ধারণ করে। সিন্ধুদেশের প্রজাসাধারণ নিতান্ত দরিদ্র। গ্রামগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। কিন্তু কয়েকটী নগর বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী। নাগরিকেরা অনেকেই অহিফেনসেবী ও সকলেই মুসলমানধর্ম্মাক্রান্ত। কিন্তু ইহারা দেবদেবীর প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করে না। জ্যোতির্বিদগণের যথেষ্ট সম্ভ্রম করে এবং বিপৎপাতের শঙ্কা উপস্থিত হইলে দেবতাদিগের পূজার মাননা করে।

ব্রাহ্মণেরা মাড়বার এবং সিন্ধুপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটী বাণিজ্যবন্দরে উপস্থিত হইয়া ছিলেন। সেই বন্দরে নানা দেশীয় লোক সমাগত হইয়া নানাকার্য্যে ব্যাপৃত। রাজপথ পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় জনসঙ্ঘে পরিপূর্ণ। গৃহ সমস্ত যেন মধুচক্রের ন্যায় অবিরত অস্ফুটস্বরে স্বনিত। নীলাভ সমুদ্রজল বহুদূর পর্য্যন্ত অর্ণবযান এবং নৌকাবৃন্দে পরিব্যাপ্ত।

ঐসকল অর্ণবযানকে কলহইতে দেখিলে বিহগকুল বলিয়াঅনুভূতহয়—কতক গুলি যেন পক্ষবিস্তার করিয়া নীড়াভিমুখে আসিতেছে; কতক গুলি যেন নীড়ত্যাগ করিয়া আকাশপথে উড্ডীন হই-তেছে। কোন কোনটী যেন উড্ডয়নারম্ভে পাখা-ঝাড়া দিতেছে। কোন কোনটী গন্তব্য স্থানে পহুঁছিয়া পক্ষসঙ্কোচ পূর্ব্বক আপন আপন স্থান খুঁজিয়া বসিতেছে এবং নৌকাবৃন্দ তাহা-দিগের শাবকসমূহের ন্যায় ব্যস্তসমস্তভাবে চতুঃ-পার্শ্ব ঘেরিয়া বেড়াইতেছে।

সত্যযুগে মুনিবর সৌভরি যমুনাজলে একটী মৎস্যচক্র দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হই-য়াছিলেন। মৎস্যমাতা সন্তানসমস্তে পরিবৃতা হইয়া যে সুখোপভোগ করিতে ছিল, তাহা অনু-ভব করিয়া মুনিবর এমনি প্রীত হইয়াছিলেন যে, গরুড়কে তৎপ্রতি হিংসাপরায়ণ দেখিয়া অভিসম্পাত প্রদান করেন। বাস্তবিক জীবসঙ্ঘ দেখিলেই বিশুদ্ধচেতাদিগের অন্তঃকরণে আনন্দ সঞ্চার হয়।

ব্রাহ্মণদ্বয় সেই আনন্দানুভব করিতে-

ছিলেন,এমত সময়ে একটী বাষ্পীয় পোত বন্দর-মধ্যে প্রবেশোদ্যম করিল। তাহার দ্রুত সম্বেগ, জলোদ্ঘট্টন, ধূমোদ্গম, এবং বাষ্পনিঃসারধ্বনি ব্রাহ্মণদিগকে তৎপ্রতি মনোযোগী করিল। ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন, পোতবর সবলে সমুদ্রলহরী ভেদকরিয়া সর্ব্বমধ্যস্থলে উপনীত হইল। হঠাৎ তাহার কুক্ষিদেশ হইতে ধূমোদ্গম হইয়া বজ্রধ্বনির ন্যায় শব্দ হইল। ঝন্ ঝন্ শব্দে তাহার আয়স হস্ত প্রসারিত হইয়া সমুদ্রতল স্পর্শ করিল। সে স্থিরভাবে বিরাজ করিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে বাষ্পীয় পোতের দুই পার্শ্বে দুইটী সোপান অবতারিত হইল, এবং সেই সোপানযোগে কতক গুলি শুভ্রকায়, রক্ত-পরিচ্ছদধারী বীরাবয়ব সৈনিক পুরুষ নৌকাবৃন্দে আসিয়া ক্রমশঃ কূলে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা কূলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন—সৈন্যপতির আদেশমাত্র যথাবিধি দলে দলে বিভক্ত হই-লেন—এবং সুশাণিত শস্ত্রসমূহে সূর্য্য-বিম্ব প্রতি-ফলিত করত তূষ্ণীম্ভাবে রাজপথ দিয়া চলিয়া-গেলেন। পৃথিবী পদভরে কম্পিতহইতে লাগিল।

মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ দেখিলেন, সকল লোকের বিস্ময়োৎফুল্ল চক্ষুঃ ঐ বাষ্পীয় পোত এবং তদানীত সৈনিক দলের দিকে স্থির হইয়া আছে। বলবিক্রম সামান্য পদার্থ নহে। সকলকেই তাহার গৌরব করিতে হয়। জীবসঙ্ঘের ক্রীড়াকৌতুক দেখিতে অন্তরাত্মা প্রফুল্ল এবং পুলকিত হয় বটে, কিন্তু সে মনোভাব কোমল এবং মধুর। ঈদৃশ প্রভাব সম্পত্তি দর্শনে যে ভাব জন্মে, তাহা ঐ অপেক্ষাকৃত মধুর মনোভাবকে তিরস্কৃত করিয়া ফেলে। এই জন্যই এক জন পুরুষসিংহ সহস্র সহস্র সামান্য ব্যক্তির উপর কর্তৃত্ব করিতে পারেন—এই জন্যই একটী প্রবল জাতি বহুল দুর্ব্বল জাতির প্রতি ক্ষমতা প্রয়োগে সমর্থ হয়। অধান পুরুষেরা অথবা অধীন জাতীয়েরা সম্মিলিত হইয়া বিপক্ষতা করিলে অবশ্যই কর্ত্তৃত্বশালী পুরুষকে কিম্বা জাতিকে পরাভূত করিতে পারে; কিন্তু কর্ত্তৃত্ব এমনি সম্ভ্রমের আধার যে অত্যাচার করা দূরে থাকুক, কেহ তৎপ্রতি অসঙ্কুচিত দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হয় না।

মধ্যবয়া ব্রাহ্মণের মুখমণ্ডল চিন্তার গভীরতর চ্ছায়ায় মগ্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। দিনমণিও অস্তগমন করিলেন।

বৃদ্ধ কহিতেছেন—"নানা জাতীয় মনুষ্যগণের একত্র সমাগম দর্শনে অতি গভীরতর আনন্দের অনুভব হয়। অনেকত্বের মধ্যে একত্বের প্রতীতি হইতে থাকে। এই বিভিন্ন দেশীয়, বিভিন্ন জাতীয়, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, বিভিন্ন বেশধারী, বিভিন্ন কার্য্যব্যাপৃত নরগণ পরস্পর-এত পৃথক্‌ভূত হইয়াও এক প্রকৃতিক জীব। সকলেরই তলভাগ, ভিত্তিমূল, গঠন প্রণালী এবং চরম উদ্দেশ্য এক। মূলতঃ দেশভেদই সকল ভেদের কারণ। ধর্ম্মভেদ, আচারভেদ, জাতিভেদ ও ভাষাভেদ একমাত্রে দেশভেদ হইতেই জন্মে। সুতরাং দেশভেদ রহিত হইয়া গেলে কালে আবার একতা জন্মিবে, সন্দেহ নাই। বাণিজ্যে শুদ্ধ লক্ষ্মীর বাস নহে, নারায়ণেরও বাস।"

মধ্যবয়া উৎফুল্লনয়নে একতান মনে এই কথাগুলি শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী এবং পর-

স্পর বিদ্বেষভাব-সম্পন্ন নরগণ কি কখনও এক-মতাবলম্বী ছিল?—আবার কখনও একমতা বলম্বী হইতে পারে?”

বৃদ্ধ কহিলেন—“মনুষ্য মাত্রেই আকাশ-তলে এবং পৃথিবীপৃষ্ঠে বাস করে; মনুষ্য-মাত্রেই পিতৃ-ঔরসে এবং মাতৃ-জঠরে জন্মগ্রহণ করে; সুতরাং মনুষ্যমাত্রেরই মূল প্রকৃতি এক বই ভিন্ন হইতে পারে না। যেমন শিশু-দিগের মধ্যে ধর্ম্মভেদের কোন চিহ্নই থাকে না, প্রকৃত আদিমাবস্থাতেও সেইরূপ। ধর্ম্মভেদ কেবল শিক্ষাভেদের ফল মাত্র।”

মধ্যবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আর্য্য! আমার মন নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত এবং বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছে; অতএব যেরূপে শিক্ষাভেদের ফলে ধর্ম্মভেদ জন্মে, তাহা কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া বলুন।”

বৃদ্ধ কহিলেন,—“আকাশ এবং পৃথিবী—পিতা এবং মাতা—পুরুষ এবং প্রকৃতি—ইহাঁরা যে দেশে যেরূপ ধারণ করিয়া থাকেন, সে দেশের মনুষ্যেরা সেইরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রহণ-

করে। যে দেশ বিস্তীর্ণ, বহ্বায়ত, ও সমতলক্ষেত্র অথবা সমুদ্রকূলবর্ত্তী সুতরাং আকাশ পৃথিবীতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে দেখায়, সে দেশে পরমেশ ভূতলে অবতীর্ণ হয়েন, বলিয়া সহজেই প্রতীতি জন্মে। যে দেশ পর্ব্বতময় সুতরাং পৃথিবীবক্ষ উল্লসিত হইয়া আকাশ স্পর্শ করিতেছে দেখায়, সে দেশে নরগণ যে স্বর্গারূঢ় হইতে পারেন, এই ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। আর যে দেশে আয়ত সমতলক্ষেত্র, বিস্তীর্ণ সমুদ্রোপকূল এবং সমুন্নত গিরিশিখর, এই ত্রিবিধ দৃশ্যই সতত বিদ্যমান, তথায় ঈশ্বরের অবতার হওয়া এবং মনুষ্যের স্বর্গারোহণ করা এই উভয় প্রকার ধর্ম্মতত্ত্বই লোকের হৃদ্গত হইয়া থাকে।”

মধ্যবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কিন্তু এমন ধর্ম্মও আছে, যাহাতে ঈশ্বরের অবতার স্বীকার করে না—কিন্তু পরমেশ ভূতলস্থ ব্যক্তিবিশেষকে স্বয়ং দেখা দেন, এরূপ উপদেশ দেয়।”

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—“সমতলক্ষেত্র নিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা মরুস্থলীতে বাস করে, তাহারা পাশু-পাল্য অবলম্বনকরিয়া জীবিকা

নির্ব্বাহ করে তাহারা এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। তাহারা কৃষ্যুপজীবীদিগের ন্যায় এক স্থানে থাকিয়া দিগ্বলয় দর্শন করে না। তাহারা যেমন স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করে, দিগ্বলয়ও অমনি সরিয়া যায়, দেখে। তাহারা আকাশ এবং পৃথিবীর যে, সংযোগ হইয়া রহিয়াছে ইহা নিরন্তর দেখিতেছে—কিন্তু ঐ সংযোগ-স্থানটী তাহাদিগের পক্ষে সচল এবং অনির্দ্দিষ্ট। অতএব তাহারা পরমেশকে শরীরপরিগ্রহ করাইয়া ভূতলে অবতীর্ণ করিতে পারে না। তবে তিনি মনুষ্যবিশেষকে দেখা দেন, তাহাদিগের সহিত কথোপকথন করেন এরূপ বিশ্বাস করিয়া থাকে।”

বৃদ্ধ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন—“ মরুদেশবাসী পাশুপাল্যোপজীবী নরগণের ধর্ম্ম-জ্ঞানে আর একটী অতি গুরুতর ত্রুটি জন্মে। তাহারা এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না—সুতরাং কোন স্থান বিশেষের প্রতি তাহাদের মমতাও জন্মে না। তাহারা বিভিন্না ধাত্রীদিগের পালিত শিশুর ন্যায় মাতৃস্নেহেবঞ্চিত হওয়াতে মাতৃভক্তিতেও বিমুখ হয়।

তাহারা ধরিত্রীর সকল দেশেই যাইতে পারে—সকল দেশেই বাস করিয়া থাকিতে পারে ; কিন্তু তাহারা মাতৃপূজা জানে না। তাহাদিগের ধর্ম্ম-প্রণালীতে ঈশ্বর আছেন, কিন্তু ঈশ্বরী নাই। সরস-উর্ব্বরক্ষেত্রনিবাসীদিগের মধ্যে ঈশ্বরী পূজা-রই বিশেষ গৌরব।”

মধ্যবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ মহাশয় ! কোন কোন লোক সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও ঘোর অদৃষ্টবাদী হয়। আবার কেহ কেহ তেমন অদৃষ্ট বাদ মানে না—অন্ততঃ কার্য্যতঃ মানে না। এরূপ মতভেদ হয় কেন ?”

বৃদ্ধ কহিলেন—“ সমতল ক্ষেত্র নিবা-সিগণ—সেই ক্ষেত্র মরুভূমিই হউক, আর সরস উর্ব্বরা ভূমিই হউক—অদৃষ্টবাদী হইয়া পড়ে। সমুদ্রোপকূলবাসী এবং পর্ব্বতবাসিগণ সে পরি-মাণে অদৃষ্টবাদ স্বীকার করে না।

সমতল ক্ষেত্রের সর্ব্বাবয়ব একেবারেই তন্নিবাসীদিগের নয়নপথে প্রবেশ করিয়া কোথায় কি আছে না আছে দেখাইয়া দেয়—একেবারে তাহাদিগের কৌতূহল তৃপ্তি করে। ভিন্ন ভিন্ন

স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পদার্থ আছে, এরূপ বোধ জন্মিতেই দেয় না। তাহাদিগের মনে, সকলই স্থির, নিশ্চল ও নির্দ্দিষ্ট—এই জ্ঞানের উদ্বোধ এবং দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। এই জন্য তাহারা ঘোর অদৃষ্টবাদী হইয়া থাকে।

সমুদ্রোপকূলবাসীরা নিত্য নূতন নূতন ব্যাপার অবলোকন করে। সমুদ্র বক্ষঃ আজি প্রশান্ত এবং সুস্থির, কালি সফেন-বীচিমালা-বিভূষিত, পরশ্বঃ ঝঞ্চাবায়ুবিক্ষোভিত ভয়ানক বস্তু। একই প্রকারে একই নিয়মপ্রবাহে সমস্ত ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে, এরূপ মনোভাব সমুদ্রোপকূলবাসীদিগের পক্ষে অসম্ভব। এই জন্য তাহারা অদৃষ্টবাদী হয় না; তাহারা পরস্পর-বিরোধী নরকুলবিদ্বেষী পিশাচ যক্ষ রাক্ষসাদির প্রভাব স্বতই স্বীকার করিয়া থাকে। পার্ব্বত্য দেশবাসীরা একেবারে আপনাদিগের নিবাসভূমির সর্ব্বাবয়ব দেখিতে পায় না। তাহারা সর্ব্বদা বন্ধুর এবং কুটিল পথে গমনাগমন করিয়া থাকে। তাহাদিগের চক্ষে নানা স্থানের নানা প্রকৃতি, নানা বৃক্ষজাতি, নানা ফল পুষ্প, নানা জীব জন্তু

সর্ব্বদা প্রতিভাত হয়, সুতরাং তাহাদিগের মনে ভবিতব্যতার স্রোতঃ সর্ব্বক্ষণ সমান বলিয়া বোধ হয় না। মানুষী চেষ্টা ঐ স্রোতকে সংরুদ্ধ, মন্দ, বেগবৎ বা বিকৃত করিতে পারে, এপ্রকার সংস্কার জন্মে। এই জন্য পর্ব্বতনিবাসীরা কুত্রাপি ঘোর অদৃষ্টবাদী নহে। বরং তপশ্চরণ দ্বারা ঈশ্বরত্বলাভ হয়, তাহারা এরূপ বিশ্বাসেই বিশ্বাসবান হয়।"

মধ্যবয়া কহিলেন—"কোন কোন মনুষ্য-জাতি যে কিরূপে একেশ্বরবাদী হইয়াও ঈশ্বরের অবতার স্বীকার করে না এবং ঈশ্বরীপূজায় বঞ্চিত থাকে, তথা একান্ত অদৃষ্টবাদপরায়ণ হয়, তাহা বুঝিলাম। আবার কোন কোন মতা-বলম্বীরা এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও কিরূপে তাঁহার সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বের অব-বোধে অসমর্থ হইয়া থাকে, এবং অদৃষ্টবাদ স্বীকার করে না, তাহাও বুঝিলাম। আর কোন কোন লোক কিরূপে ঈশ্বরত্বপ্রাপ্তির অনুভব করে এবং কার্য্যতঃ অদৃষ্টবাদ স্বীকার করে না, তাহাও বুঝি-লাম। কিন্তু কোন কোন সম্প্রদায়কে দ্বৈতবাদী

ও ত্রিদেবপূজক দেখিতে পাই। তাহাদিগের দ্বৈত-বাদের মূল কি?—এবং ত্রিদেবপূজাই বা কিরূপে প্রবর্ত্তিত হয়?—জানিবার অভিলাষ হইতেছে।”

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—“যাহা কিছু প্রত্যক্ষ হয়, তৎসমুদায় লইয়াই প্রকৃতিপরিবার। মনুষ্য সেই পরিবারের অন্তর্নিবিষ্ট এবং সেই পরিবার-মধ্যে পালিত এবং শিক্ষিত। যদিও আকাশ এবং পৃথিবী—পিতা এবং মাতা প্রথম শিক্ষার গুরু, অতএব মহাগুরু, তথাপি শিশুশিক্ষায় ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি ক্রীড়াসহচরদিগেরও সামান্য প্রভাব নহে। দিবা, রাত্রি, আলোক, অন্ধকার, গ্রীষ্ম’ শীত, প্রভৃতির পরিবর্ত্ত অনেক জ্ঞানের মূল। পৃথিবীর যে সকল দেশ শীতপ্রধান, তথায় তাপ এবং দিবার ইষ্টকারিতা এবং অন্ধকার, শৈত্য ও রাত্রির অনিষ্টকারিতা বিশিষ্টরূপেই অনু-ভূত হওয়াতে অনেকেই একেবারে স্থূল দ্বৈতবা-দিতায় বিশ্বাস করে। অনন্তর সূর্য্য, সূর্য্যালোক এবং তজ্জাত স্পন্দনশক্তি তিনই এক, এবং ঐ একই তিন, এই বোধের পরিস্ফুটতা সম্পাদিত হইলে ত্রিদেব-জ্ঞান জন্মে।”

মধ্যবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আর্য্য! ঐ দ্বৈতবাদী ত্রিদেবপূজকদিগের মধ্যে কোন কোন জাতি একপ্রকারে ঈশ্বরীপূজা করে, অপর কোন কোন জাতি সেই পূজায় একান্ত বিমুখ হয়, ইহার হেতু কি?" বৃদ্ধ কহিলেন "উহাদিগের মধ্যে যাহারা বিশিষ্ট-উর্ব্বরতা-সম্পন্ন দেশে বাস করে, তাহারা ঈশ্বরীপূজাবিহীন হইতে পারে না। কারণ জগৎসবিতা সূর্য্য স্বকীয় বিশুদ্ধ করজালদ্বারা ভগবতী জীবজননীকে আলিঙ্গন করিয়াই যে জীবের উৎপাদন করিতেছেন, তাহা ঐ সকল লোকে সাক্ষাৎ দেখিতে পায়। কিন্তু যে দেশ তেমন উর্ব্বর নহে, অথবা শীতপ্রাবল্যে একেবারে শস্যসম্পত্তিবিহীন হইয়াথাকে, সূর্য্যসমাগমব্যতিরেকে কিছুই প্রসবকরে না, সে দেশের লোকেরা জীবজননী ঈশ্বরীর আরাধনা করিতেও শিখে না।"

মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ আনন্দোৎফুল্লনয়নে ও গদ্‌গদ্‌স্বরে কহিলেন, "মহাশয়! এই মহাদেশমধ্যে নানা ধর্ম্মভেদ দর্শনে আমার অন্তঃকরণে যে প্রগাঢ় চিন্তার উদয় হইয়াছিল, তাহা আপনার

বাক্যাবলীশ্রবণে তিরোহিত হইল। আমি বুঝিলাম যে, বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বীরা একদেশবাসী হইলে ক্রমশঃ একধর্ম্মাবলম্বী হইতে পারে। আমি ইহাও বুঝিলাম যে, সমুদায় ভূমণ্ডলের সারভূত এবং প্রতিরূপস্বরূপ যে ভূভাগ, সেই ভূভাগেই সর্ব্বাপেক্ষায় উদারতর ধর্ম্ম সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই দেশেই সর্ব্ব ধর্ম্মের সামঞ্জস্যবিধান এবং একতাসম্পাদন হইবে।”

রাত্রি প্রভাত হইল। ব্রাহ্মণেরা একটী অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া চলিলেন। প্রথমে সাগরসলিল কর্দ্দমাক্ত, অনন্তর আপীত, পরে নীল এবং পরিশেষে ঘোর তিমিরবর্ণ দৃষ্ট হইল। চতুর্দ্দিক্ জলময়। নীচে চতুঃপার্শ্বস্থ তরঙ্গমালার ঊর্দ্ধভাগে অনন্তদেবের ফণমণ্ডল বিস্তারিত রহিয়াছে এবং তাঁহারই নিশ্বাসানিল বহিতেছে। পৃথিবীর স্থষ্টিই হয় নাই। চর্ম্মচক্ষুতে এইপর্য্যন্ত দেখাযায়। জ্ঞানচক্ষুদ্বারা দৃষ্টি করিতে পারিলে ভগবানের নাভিদেশোত্থিত রক্তপদ্মাধিষ্ঠিত চতুর্ম্মুখ স্থষ্টিকর্ত্তাকে দেখিয়া স্থষ্টিকার্য্য যে, নিরন্তর চলিতেছে, এই স্মৃতি উজ্জাগরিত থাকে।

অর্ণবপোত নিরন্তর চলিল। অনন্তর সম্মুখে একটী শুভ্রপদার্থ দৃষ্ট হইল। দেখিতে দেখিতে উহা সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিতে লাগিল। পরে একটী দ্বীপ দেখাগেল, এবং শুভ্রপদার্থটী ঐ দ্বীপমধ্যস্থ দেবমন্দির বলিয়া বোধ হইল। অর্ণবপোত দ্বারাবতীকূলে আসিয়া স্থির হইল। তীর্থযাত্রীরা নৌকাযোগে নামিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণদ্বয় দিবাবসানে দ্বারাবতীধামে উত্তীর্ণ হইয়া রুক্মিণীদেবীর মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। মন্দিরটী দ্বীপের মধ্যস্থলবর্ত্তী এবং কোন পর্ব্বতোপরি অবস্থিত না হইলেও বিলক্ষণ উচ্চ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পথ দুর্গম নহে; এমনি প্রশস্ত এবং সহজ যে,সম্মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পাদবিক্ষেপ করিলেই গম্যস্থান প্রাপ্তহওয়াযায়। মন্দিরের সৌন্দর্য্যও অতি অপূর্ব্ব। প্রথম হইতেই নয়নকে আকর্ষণ করে, ক্রমে গাঢ়তররূপে অনুভূত হইয়া নয়নযুগল পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকে।

মধ্যবয়া কহিলেন—"ভগবান বাসুদেব মানবলীলা-সম্বরণে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন

যে, দ্বারাবতী সমুদ্রগ্রস্তা হইবেন, কেবল রুক্মিণী-দেবীর মন্দির অবশিষ্ট থাকিবে।”

বৃদ্ধ কহিলেন—“তাহাই হইয়াছে, দেখিতেছ; কেবল রুক্মিণীদেবীর মন্দিরই রহিয়াছে, ছাপ্পান্ন কোটি যদুবংশের আর কোন চিহ্নই নাই। যাহা পূর্ব্বে ছিল না, তাহা পরেও থাকে না। অপর সকলই যায়; কিন্তু গুণত্রিতয়-সম্মিলনকারিণী মহাদেবী চিরকাল অবস্থিতি করেন। তিনিই কামদেবপ্রসূতি, তিনিই আদ্যা; তিনি থাকিলেই সকল থাকিল। সমুদায় যদুবংশ তাঁহারই কুক্ষিসম্ভূত। মন্দিরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দর্শনলাভ কর।”

মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। করিবামাত্র অতিসুস্নিগ্ধ কৌমুদীজাল তাঁহার নয়নপথে প্রবেশ করিল, মনোরম পুষ্প-সৌরভ তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিল, অনির্ব্বচনীয় মধুর কলধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহর অমৃতসিক্ত করিল, এবং অমৃতায়মান মলয়ানিল তাঁহার সমস্ত শরীর শীতল করিল। তিনি সুষুপ্তি সুখানুভব করত আত্মবিস্মৃতবৎ হইলেন। তিনি ক্রমে

ক্রমে আর আপনাকে পৃথক্‌ভূত জ্ঞান করিতে পারিলেন না। তাঁহার বোধ হইল যেন ঐ কৌমুদীজাল, ঐ পুষ্পসৌরভ, ঐ কলধ্বনি এবং ঐ মলয়ানিলের সহিত তিনি স্বয়ং মিলিয়া গিয়াছেন, এবং ক্রমশঃ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপক হইতেছেন; তাঁহা ছাড়া কিছুই নাই, এবং তিনিও কিছু ছাড়া নহেন। ইহাই মুক্তি—ইহাই সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

ক্ষণকাল এই ভাবে আছেন, এমত সময়ে মহামুনি মার্কণ্ডেয় তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী হইলেন, এবং তাঁহার শিরোদেশে করস্পর্শ করিয়া কর্ণকুহরে কহিলেন—"চক্ষুরুন্মীলন করিয়া মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ অবলোকন কর।" ব্যাসদেবের সংজ্ঞাচক্ষুঃ স্ফুটিত হইল, অন্তরাত্মার গতি বিরত হইল, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সংকুচিত হইয়া ঐ মন্দিরে পরিণত হইল।

ব্যাসদেব দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে একটী মহাদেশ। নদী ভূধর বন প্রস্তরাদিপরিব্যাপ্ত ভূমণ্ডলের প্রতিরূপস্বরূপ ঐ ভূভাগের নানা স্থানে নানাজাতীয় বিকটাকার নরপশু বাস করি-

তেছে। তাহারা কৃষ্ণকায়, খর্ব্বাবয়ব, কোটর-চক্ষুঃ, অবনতনাসিক, ও স্থূল-শীর্ষ—এমন কি পুচ্ছমাত্র বিহীন দ্বিভুজ বানরবিশেষ। দেখিতে দেখিতে ঐ মহাদেশের পশ্চিমসীমাবর্ত্তী মহা-সিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া শুভ্রকান্তি, দীর্ঘকায়, আয়ত-লোচন, প্রশস্তললাট, উন্নতনাস, ও সুদীর্ঘ-শ্মশ্রু-রাজি-পরিশোভিত-মুখমণ্ডল কতকগুলি নরদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের প্র-ভাবে ঐ নর-পশুগণ সুন্দর শরীর প্রাপ্ত হইতে লাগিল, ধর্ম্মজ্ঞানের উপদেশগ্রহণে সমর্থ হইল, পরস্পর হিংসাদ্বেষাদি-বর্জ্জিত হইয়া একতা-প্রাপ্তির উপযোগী হইয়াউঠিল। ফলতঃ ঐ মহাদেশের স্থানে স্থানে যে ধর্ম্মভিন্নতা ছিল, তাহা সম্প্রদায়ভেদরূপে—যে জাতিভিন্নতা ছিল, তাহা বর্ণভেদরূপে—যে ভাষাভিন্নতা ছিল, তাহা অপভ্রষ্টতা-ভেদরূপে পরিণত হইল। আর কিছুদিন এই ভাবে চলিলেই যেন সম্মিলন-কার্য্য সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন হয়,এমনি হইয়া দাঁড়াইল।

এমত সময়ে একজন উদারচেতা রাজপুত্র ঐ নরদেবকুলে আবির্ভূত হইলেন। তিনি সম্মিলন-

কার্য্য এতদূর হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া আর কিছুমাত্র বিলম্ব সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন আর কোন ভিন্নতাই থাকিতে দিবেন না। তাঁহার আদেশক্রমে মুণ্ডিত-মুণ্ড ধর্ম্মোপদেষ্টৃ সমূহ, মহাবল পরাক্রান্ত অধি-রাজবর্গ, এবং তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন তার্কিকগণ সম্মি-লনকার্য্যের পূর্ণতাসাধনে ব্রতী হইলেন। উপ-দেষ্টৃবর্গের উচ্চৈঃস্বর মহাদেশসীমা অতিক্রম করিয়া মহাসাগরপরিব্যাপ্ত দ্বীপাবলীতে এবং গিরিশিখর উল্লঙ্ঘন করিয়া অপরাপর বর্ষে প্রতি-ধ্বনিত হইতে লাগিল। অধিরাজবর্গের পরা-ক্রমে মহাদেশটী একচ্ছত্রের অধীন হইয়া দৃঢ়-তররূপে সম্বদ্ধ হইল। পর্ব্বত সকল বিদীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগের মূর্ত্তি কুক্ষিমধ্যে এবং নামা-বলী বক্ষো দেশে ধারণ করিল। তার্কিকদিগের জ্ঞানাগ্নি ভেদ-বুদ্ধির সমস্ত ইন্দ্রজাল ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। ফল কথা, মানুষী চেষ্টায় যতদূর হইতে পারে, হইল।

কিন্তু মানুষী চেষ্টায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হইবার নহে। কালসহকারব্যতিরেকে ফল সুপক

হয় না। ভেদবুদ্ধির প্রকৃত মূল যত দিন উদ্ধৃত না হয়, ততদিন সম্পূর্ণ একতা সাধিত হইতে পারে না। নরদেবকুলের মধ্যে পরস্পর বিবাদ ও গৃহবিচ্ছেদ জন্মিল। অসহিষ্ণু সম্মিলনকারী দল নির্জ্জিত এবং নিরস্ত হইলেন। কিন্তু যাঁহারা বিজয়ী হইলেন, তাঁহারাও আর সতেজ থাকিলেন না।

বেদব্যাস দেখিলেন যে, ঐ নরদেব-কুলের উভয় দলই সত্ত্বগুণপ্রধান ও পরমভক্তি গুণের আশ্রয়; মহাদেবীর মন্দিরে তাঁহাদিগেরই আসন সর্ব্বোপরি। কিন্তু বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে সৃষ্টি হয় না, এই জন্য তাঁহারা সম্মিলনকার্য্য সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা তেজোহীনের ন্যায় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের পূজা রহিতপ্রায় হইয়া গিয়াছে।

তিনি আরও দেখিলেন, আর একটী নরকুল ঐ মহাদেশে লব্ধপ্রবেশ হইল। ইহারা সাহসিক, বীর্য্যবান্ ও একাগ্রচিত্ত। ইহারা মহাদেশটীকে পুনর্ব্বার একচ্ছত্রের অধীন করিল; ভাষাভেদ প্রায় রহিত করিয়া আনিল; ধর্ম্ম

এবং বস্ত্রাদির নির্ম্মাণদ্বারা দেশের শোভা-সম্পাদন করিল, এবং মনুষ্যমাত্রেই পরস্পর তুল্য এই মহাবাক্যের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণদ্বারা সম্মিলনসাধনের যত্ন করিল। কিন্তু ইহারা রজোগুণপ্রধান, বিলাস-পরায়ণ ও সুখাভিলাষী লোক। ইহাদিগের সমাগমে মহাদেশমধ্যে সত্ত্ব এবং রজোগুণের একত্র অবস্থানমাত্র হইল—উভয়গুণের সম্মিলনসাধন হইল না। ইহা-দিগের মধ্যে অতিঅল্পমাত্র লোকেই দেবীর মন্দিরে মাননীয় আসন প্রাপ্ত হইয়া আছেন।

অনন্তর অকূপার উল্লঙ্ঘন করিয়া গৌর-কান্তি পুরুষগণ ঐ মহাদেশে প্রবিষ্ট হইলেন। ইহাঁরা আসিয়া দেশটীকে কেবল একচ্ছত্র তলে আনিলেন, এমত নহে; তাহার সর্ব্বাবয়ব আয়সবন্ধনে সম্বদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্মিলনসাধনের কোন চে-ষ্টাই করিলেন না। কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির অভি-প্রায়ে ইহাঁরা যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, তাহাতে আপনা হইতেই সম্মিলন-ব্যাপারের যথেষ্ট সহায়তা হইতে লাগিল।

ঐ সকল লোক নিতান্ত স্বার্থপর—কিন্তু সু-দূরদর্শী; একান্ত অহঙ্কারবিমোহিত—অথচ ভোগ-সুখাভিলাষী নহে; অপরিমেয় বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক বলশালী—কিন্তু পরোপকারবিরত; জ্ঞানচর্চ্চায় উন্মুখ—কিন্তু মুক্তিভজনা করে না। ইহারা ঘোর তমোগুণের আশ্রয়। ইহারা যেমন আসিতেছে, অমনি চলিয়া যাইতেছে। মহাদেবীর মন্দির মধ্যে একজনও একটী সম্ভ্রম-সূচক আসন প্রাপ্ত হইতেছে না।

বেদব্যাস এইরূপে সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিবিধ গুণের সমাগম দেখিলেন। কিন্তু ঐ গুণত্রয়ের সম্মিলনচিহ্ন কিছুই স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন না। গুণত্রয়ের প্রতিরূপস্বরূপ জনসমূহ পরস্পর পৃথক্‌ভূত হইয়াই রহিল। এইরূপ দেখিয়া তিনি একান্ত বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হইলেন।

এমত সময়ে মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী মহাদেবীর মুখ-মণ্ডলে অলৌকিক স্নেহপ্রভা দেখা দিল। তাঁহার স্তনদ্বয় হইতে শতধারে প্রস্রুত হইয়া ক্ষীরসমুদ্র জন্মিল। মহাদেশটী ঐ সমুদ্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। বেদব্যাস দেখিলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই

তিন জন সেই ক্ষীরসমুদ্রে ভাসমান হইয়া আছেন, এবং পুনঃপুনঃ সেই ক্ষীর পানকরিতেছেন।

হঠাৎ ত্রিবিক্রমরূপ দৃষ্ট হইল। মহাদেশটী যথার্থ ই পুণ্যক্ষেত্র,কর্ম্মক্ষেত্র, ধর্ম্মক্ষেত্ররূপে উদিত হইয়া উঠিল।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—"সাধু বেদব্যাস! সাধু! তুমি স্বচক্ষে মাতৃরূপা মহামায়া ব্রহ্মময়ীর দর্শনলাভ করিলে—তুমি আপন মনোভীষ্টসিদ্ধি দেখিলে।"

# অষ্টম অধ্যায়।

লুপ্ততীর্থ—হস্তিদ্বীপ—কুমারদ্বীপ—দেবমূর্ত্তির তাৎপর্য্য—আচারভেদের নিদান।

পর দিন প্রত্যূষে ব্রাহ্মণদ্বয় পোতারূঢ় হইয়া চলিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে স্থল অদৃশ্য এবং চতুর্দ্দিক্ জলময় হইল। পূর্ব্বদিন সমুদ্রমূর্ত্তি যেরূপ দেখিয়াছিলেন, আজিও সেইরূপ দেখিলেন। প্রথমে সেই আপীত, পরে নীল, অনন্তর ঘোরতিমির বর্ণ—সেই কুণ্ডলীভূত অনন্তদেহ, উর্দ্ধে সেই বিস্তারিত ফণমণ্ডল। বিশেষ কোন প্রভেদ লক্ষিত হইল না। কিন্তু তাহা না হইলেও এই যেন প্রথম দেখিলেন, বোধ হইতে লাগিল।

কোন কোন পদার্থ প্রতিনিয়তই অভিনব-রূপ ধারণকরিয়া চিত্তের আকর্ষণ করে—মনো-ভৃঙ্গকে যেন প্রফুল্ল পুষ্পরাজি-পরিশোভিত উদ্যান মধ্যে বিচরণ করিতে দেয়। বীণার বিচিত্র বাদন, ক্রীড়াশীল শিশুর অঙ্গভঙ্গী, প্রিয়বাদিনীর মুখমণ্ডল, পার্ব্বতীয় নির্ঝরিণীর গমন—ইহারা

নিরন্তরই অভিনবতাগুণে মনোহারী। অপর কতকগুলি পদার্থে নিত্য নূতনত্বের উপলব্ধি না হইলেও মন মুগ্ধ হইয়াথাকে। সরোজমধ্যগত ভৃঙ্গের ন্যায় মনোভৃঙ্গ তাহাতে স্থগিত, স্তম্ভিত, ও বিলীন হইয়া যায়। ভেরীরব, সুপ্ত শিশুর মুখমণ্ডল, কামিনীর প্রীতিবিস্ফারিত নয়ন, এবং সুস্থির সমুদ্র বক্ষ, ইহারা নবতাশূন্য গভীরতাগুণে মনোমোহন করে। ব্রাহ্মণেরা যে সময়ে যাইতে ছিলেন, তৎকালে মাধবপ্রিয়া অনন্তশায়ী ভগবানের প্রতি প্রীতিপ্রফুল্ল স্থির দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন।

পোত চলিতেছে—নিরন্তর চলিতেছে। এক দিবারাত্রি—দুই দিবারাত্রি—তিন দিবারাত্রি গেল। চতুর্থদিন সন্ধ্যার সময়ে পূর্ব্বদিকে একটী শুভ্রবর্ণ পদার্থ দৃষ্ট হইল। শুনা যায়, সমুদ্র হইতেই চন্দ্রের উৎপত্তি। এ কি তাহাই হইতেছে? কিন্তু চন্দ্রকলা ত ঊর্দ্ধাকাশে বিরাজ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে ঐ শুভ্রপদার্থটী ক্রমে জলরাশি হইতে উত্থিত হইতে লাগিল। উহা চন্দ্র নয়—সৌধশ্রেণী-বিরাজিত মহাসমৃদ্ধি-

শালী নগর—উহাই বোম্বাই। সাংযাত্রিকবর্গ পোত হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

ব্রাহ্মণদ্বয় বোম্বাই নগরে পদার্পণ করিয়াই আর একখানি ক্ষুদ্রতর তরণী লইয়া ক্রোশ কতিপয় মাত্র গমনপূর্ব্বক একটী সংকীর্ণদ্বীপে নামিলেন।

বৃদ্ধ কহিলেন—"এই স্থানটীর নাম হস্তি-দ্বীপ। এটী পূর্ব্বে অতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ছিল। এক্ষণে সে তীর্থ লুপ্ত হইয়াছে, এবং ইহার প্রায় সর্ব্বস্থল বনময় হইয়া রহিয়াছে। কোথাও মনুষ্যের শব্দ শুনা যায় না। নিরন্তর ঝিল্লীরবের সহিত বায়ুর নিস্বন এবং সমুদ্র লহরীর গভীর-তর ধ্বনি সম্মিলিত হইয়া কর্ণকুহর পূর্ণ করি-তেছে।"

এই বলিতে বলিতে তাঁহারা একটী পর্ব্বত-গুহার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। গুহাটী কৃত্রিম —একটী প্রকাণ্ড পাষাণ কাটিয়া নির্ম্মিত। উহার তিনটী প্রকোষ্ঠ।

প্রথম প্রকোষ্ঠে একটী প্রকাণ্ড পাষাণমূর্ত্তি। মূর্ত্তিটী ত্রিশিরস্ক—চতুর্হস্ত-সমন্বিত।

বৃদ্ধ কহিলেন—“ শিল্পকার কেমন নৈপুণ্য সহকারে সত্ত্বরজস্তমঃ স্বরূপ গুণত্রয়ের সম্মিলন-জাত মূর্ত্তির সৃষ্টি করিয়াছে ! মধ্য মুখটী ব্রহ্মার, তাহার দক্ষিণে এবং বামে বিষ্ণু এবং শিবের মুখ। ”

মধ্যবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“ হাত চারি-টীর অধিক নাই কেন ? ”।

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—“বিশ্বরূপ ভগবানের কোটি কোটি মুখ ও কোটি কোটি হস্ত। কিন্তু মনুষ্যের যেরূপ বুদ্ধি, তাহাতে ভগবানকে মূর্ত্তি-মান করিয়া দেখাইতে হইলে চারি হস্ত সমন্বিত করিয়াই দেখাইতে হয়। মনুষ্যবুদ্ধিতে ভগ-বান আকাশ, কাল, জ্ঞান, এবং জীবনের আধার বলিয়াই প্রতীয়মান হয়েন। এই জন্য তাঁহাকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজরূপী করিয়াই প্রকাশিত করিয়া থাকে।”

ব্রাহ্মণেরা মন্দিরের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে প্র-বেশ করিলেন। সেখানে তিনটী পাষাণময়-মূর্ত্তি দৃষ্ট হইল। একটী শিবের, একটী পার্ব্ব-তীর এবং একটী কামদেবের।

বৃদ্ধ কহিলেন—"এ স্থলে কামদেবরূপী গাঢ়তম-প্রেম শিবরূপী পুরুষকে পার্ব্বতীরূপা প্রকৃতির সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে সম্বদ্ধ করিতেছেন। ত্রিগুণময় পুরুষ হইতেই সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টি কার্য্যের এই দ্বিতীয় প্রকরণ।"

ব্রাহ্মণেরা গুহার তৃতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায় পাষাণময় অৰ্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি—তাহার দক্ষিণে গণেশ, বামে লক্ষ্মীসেবিত কার্ত্তিকেয়।

বৃদ্ধ কহিলেন—"প্রকৃতি এবং পুরুষের—শক্তি এবং শিবের—গতি এবং জড়ের—সম্মিলন সাধন হইয়া সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। শিল্পকার গণেশরূপী ব্রহ্মাকে স্থূলদেহ, পশুমুখ এবং লম্বোদর করিয়া তিনি যে সর্ব্বাগ্রপূজ্য ভক্ষগ্রহণের অধিষ্ঠাতা তাহা কেমন সুস্পষ্ট প্রদর্শন করিয়াছেন! কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তিকেও সুন্দরী-সেবিত, অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন এবং বিক্রমশালীযুদ্ধ-বিশারদরূপে মূর্ত্তিমান করিয়া তিনি যে স্ত্রীসংসর্গাধিষ্ঠাতা বিষ্ণু, তাহাও কেমন মূর্ত্তিমান করিয়াছেন! —বাস্তবিক স্পন্দনশক্তিসম্পন্ন জড়ের প্রথম-

জাত ধর্ম্ম ভক্ষ্যগ্রহণ, এবং দ্বিতীয়জাতধর্ম্ম দাম্পত্য। এই জন্য গণেশ এবং কার্ত্তিকেয় হরগৌরীর সন্তান।”

এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধ ঐ প্রকোষ্ঠের প্রান্ত ভাগে গমন করিলেন, এবং তথায় অপর একটী পাষাণ মূর্ত্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক কহিলেন—“ সৃষ্টিকার্য্য দেখিলে, এক্ষণে সংহারকার্য্য কেমন সুকৌশলে মূর্ত্তিমৎ হই-য়াছে, দেখ। রুদ্ররূপী মহাদেব যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া অস্থিমালা ভূষণ করিয়াছেন; যে হস্তে বরদান ছিল, তাহা শৃঙ্গ ধারণ করি-য়াছে; যে ত্রিশূলের অগ্রভাগে ত্রিলোক স্থাপিত ছিল, তাহা বক্র হইয়া খড়্গরূপ হইয়াছে; যে হস্তে অভয়দান ছিল, তাহা ত্রিপুরাসুরের কেশে বদ্ধমুষ্টি হইয়াছে। ত্রিপুরবধ হইতেছে, সত্ত্বরজস্তমোগুণের সম্মিলন ভঙ্গ হইতেছে। বার্দ্ধক্য মূর্ত্তিই প্রচণ্ড মহাকাল মূর্ত্তি।”

ব্রাহ্মণেরা গুহার সমস্ত অভ্যন্তরটীতে পর্য্যটন করিলেন। সর্ব্বস্থলে ভিত্তির সর্ব্বাবয়ব উৎকীর্ণ দেবদেবীর মূর্ত্তি দ্বারা পরিপূর্ণ। ঐ

সমুদায় আবার একখানি মাত্র কঠিন কৃষ্ণপ্রস্তর কাটিয়া প্রস্তুত। ব্রাহ্মণেরা ঐ গুহামধ্যেই রাত্রি-যাপন করিলেন।

তাঁহারা পরদিন আর একটী দ্বীপে গমন করিলেন, ইহার নাম কুমার-দ্বীপ। ঐ দ্বীপটীও একটী কৃষ্ণপাষাণসম্ভূত-পর্ব্বতময়। তাহাতে তিনটী ভিন্ন ভিন্ন গুহা প্রস্তুত হইয়াছে। এক-টীতে ধ্যানস্থ বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি, অপরটীতে শচীসহ ইন্দ্রদেবের মূর্ত্তি, তৃতীয়টীতে গৌরীসহ মহা-দেবের মূর্ত্তি।

বৃদ্ধ একে একে ঐ তিনটী গুহাপ্রদর্শন করিয়া সর্ব্বাপেক্ষায় প্রশস্ত বুদ্ধদেবের গুহাতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কহিলেন—"এই গুহাত্রয়ে সৃষ্টি ও পালনসম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপার মূর্ত্তিমৎ রহিয়াছে। প্রথম গুহায় মেঘবাহন ইন্দ্র, বিদ্যু-ন্নিভ শচীসঙ্গ হইয়া জলবর্ষণদ্বারা শস্যসম্পত্তির উপায়বিধান করিতেছেন। দ্বিতীয় গুহায় শক্তি-সহকৃত মহাদেব, শ্রমসাধ্য ব্যাপারসমস্ত সম্পন্ন-করিয়া যোগিনীরূপা চতুষষ্টিকলাত্মিকা বিদ্যা কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া আছেন। এই তৃতীয়

গুহায় বুদ্ধদেব অন্তরদৃষ্টিদ্বারা সৃষ্টির চরম-ফল উপলব্ধ করিয়া স্বয়ং জ্ঞানানন্দ দয়াময় হইয়াছেন।"

মধ্যবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"পালনকার্য্য-প্রদর্শনার্থ ভগবান বিষ্ণুর কোন মূর্ত্তি স্থাপিত হয় নাই কেন?" বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—"এই শৈবপ্রধান দেশে বিষ্ণু, কার্ত্তিকেয়ের আকারেই সম্পূজিত হয়েন। এখানে কার্ত্তিকেয়দেবকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীসেবিত করিয়া নির্ম্মাণ করে, তাঁহাকে শোভমান ময়ূরপৃষ্ঠে অধিরূঢ় করিয়াই নিবৃত্ত হয় না। ষড়াননরূপেও মূর্ত্তিমান করে না। ষড়ানন, কার্ত্তিকেয় দেবের আধ্যাত্মিকরূপ--ঐরূপে কৃতি-মূলক এবং কৃতি-সমর্থ কামক্রোধাদি ছয়টী মনোভাব কার্ত্তিকেয়ের ছয়টী শীর্ষরূপে প্রদর্শিত হইয়া থাকে।"

এই সকল কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ গুহা-প্রাচীরস্থিত একটী খোদকতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিলেন—"ঐ খোদকতায় কি দেখিতে পাও, মনোযোগপূর্ব্বক দেখ।" মধ্যবয়া তৎপ্রতি অবলোকন করিয়া বলিলেন "যেন একখানি অর্ণবপোত সমুদ্র হইতে আসিয়াছে,

পোতোপরি কতকগুলি লোক দণ্ডায়মান হইয়া হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক যেন কূলে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছে, এবং তীরস্থ একজন পুরুষ তাহাদিগকে অভয়প্রদান করিয়া যেন অনুমতি প্রদান করিতেছেন। আগন্তুকদিগের শিরোদেশে যে প্রকার দীর্ঘ উষ্ণীষ এবং অন্যান্য অঙ্গে যে প্রকার পরিধেয় তাহাতে অনুমান হয় তাহারা এতদ্দেশবাসী নহে। তীরাবস্থিত পুরুষেরও মুণ্ডিতমুণ্ড এবং একমাত্র বস্ত্রাচ্ছাদন দেখিয়া বোধ হয় তিনি একজন বৌদ্ধ যাজক বা যতি হইবেন।"

বৃদ্ধ কহিলেন—"ইহাই মহাসমৃদ্ধিশালী ঐ বোম্বাই নগরীর পূর্ব্ব ব্যাপার—উহার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ শ্রবণ কর—

"হিমাচলের উত্তরে উত্তরকুরু-দেশ, তাহার উত্তরে হরিবর্ষ, তাহার উত্তরে মেরু-পর্ব্বত। মেরু-পর্ব্বতের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে একটী মনোরম দ্রোণিভূমি। সত্য যুগের প্রারম্ভে ঐ দ্রোণিভূমিতে একটী নরদেব গোষ্ঠীর আবাস ছিল। তাহারা পাশুপাল্য এবং কৃষি উভয় কার্য্য দ্বারাই জীবিকা

নির্ব্বাহ করিত। ক্রমে ঐ গোষ্ঠীয় লোকের সংখ্যা অত্যধিক হইয়া উঠিল এবং তাহারা এক এক দল হইয়া পৈতৃক আবাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রস্থান করিতে লাগিল। প্রথম দল উত্তর পশ্চিমাস্য হইয়া বহুকাল গমনপূর্ব্বক রোমকখণ্ডে প্রবেশ করিল। দ্বিতীয় দল পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া প্রশস্ত মধ্যদেশ অধিকার করিল। তৃতীয় দল তাহাদিগেরই দক্ষিণ ভাগে গমন করিয়া মধ্যদেশের সন্নিহিত আর্য্য ভূমিতে উপস্থিত হইল। এই সকল ঔপনিবেশিক দল বাহির হইয়া আসিলে তাহাদিগের পৈতৃক-স্থাননিবাসীরা স্বল্প সঙ্খ্যক এবং ক্ষীণবীর্য্য হইল এবং মেরু পর্ব্বতের পূর্ব্ব-দক্ষিণ সীমা-নিবাসী দৈত্য দিগের কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া একেবারে বিনষ্ট অথবা স্থানভ্রষ্ট হইয়া গেল।

"যাহা হউক, উল্লিখিত তিনটী ঔপনিবেশিক দলের মধ্যে যাহারা মধ্যদেশে গমন করিয়াছিল, তাহারানিতান্ত বিশুষ্ক, পর্ব্বতময় এবং মরু-সমাকীর্ণ স্থান পাইয়াছিল। আর্য্য ভূমিটী

তদপেক্ষায় সঙ্কীর্ণ—উহা প্রায় চতুঃপার্শ্বে পর্ব্বত-বেষ্টিত একটী দ্রোণিদেশ মাত্র। উহা সজল এবং কৃষি-কার্য্যের অত্যুপযোগী। তৃতীয় ঔপ-নিবেশিক দল ঐ স্থানে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিল এবং ধনে জনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহারা জ্ঞানচর্চ্চায় উন্মুখ হইল এবং অনেকানেক প্রাকৃ-তিক তথ্য অবগত হইয়া উঠিল।

মধ্যদেশাধিকারী দ্বিতীয় ঔপনিবেশিক দল তেমন উত্তম বাসস্থান পায় নাই। তাহাদিগের আবাসভূমির উত্তর এবং পশ্চিম দিক পর্ব্বতদ্বারা সংরক্ষিত ছিল না। তাহাদিগের ভূমিও স্থানে স্থানে নিতান্ত অনুর্ব্বর ছিল। অতএব মধ্য-দেশবাসীরা ক্রমে ক্রমে আর্য্যদেশবাসীদিগের হইতে ভিন্নপ্রকৃতিক হইতে লাগিল। তাহাদিগের স্বচেষ্টা এবং স্বাবলম্বন অধিক হইল—কিন্তু শান্তি ও সন্তোষের ভাগ অল্প হইল। তাহা-দিগের ধীশক্তি উত্তেজিত হইল—কিন্তু বিষয়-জ্ঞান ন্যূন হইয়া থাকিল। উভয়েই পূর্ব্বাবধি অগ্নিদেবের পূজা করিত—এখনও তাহাই করিতে লাগিল। কিন্তু মধ্যদেশবাসীরা ক্রমে ক্রমে

ঘোর দ্বৈতবাদী হইয়া উঠিল। তাহাদিগের চক্ষে পৃথিবী সমপরাক্রমশালী দেবতাদ্বয়ের রণক্ষেত্র-স্বরূপে প্রতীয়মান হইল।

উভয়েই পিতৃভূমি পরিত্যাগকরিয়া ক্রমে ক্রমে আসিয়া স্ব স্ব স্থানে বাস করিয়াছিল। অতএব উভয়েরই মনে, একস্থান হইতে আসিতেছি, অপর একস্থানে যাইব, পুরুষানুক্রমে এই প্রকার চিন্তা দৃঢ়ীভূত হইয়া, পূর্ব্বজন্ম এবং পরজন্ম জ্ঞানের বীজ সঞ্চরিত করিয়া দিয়াছিল। ক্রমে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু মধ্য-দেশবাসীদিগের অন্তঃকরণে উহা যেরূপ রূপ ধারণকরিল, আর্য্যদেশীয়দিগের মনে অবিকল সে আকার ধারণকরিল না। মধ্যদেশীয়েরা প্রাকৃতিকতত্ত্ববিমূঢ়; অতএব মনে করিল যে, নরগণ প্রেতত্ত্ববিমোচনের পর সশরীরেই স্বর্গনরকাদি ভোগকরে। আর্য্যদেশীয়েরা জানিত যে, পাঞ্চভৌতিক শরীর কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। উহা মৃত্যুর পর পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া কালবশে অন্যান্য প্রাণিশরীরেও সংশ্লিষ্ট হইতে পারে। এই মতভেদনিবন্ধন আচারভেদ ঘটিল।

মধ্যদেশবাসীরা মৃতদেহকে রক্ষাকরিবার নিমিত্ত তাহা সমাহিত করিতে লাগিল। আর্য্যবাসীরা দাহাদি দ্বারা শব বিনষ্ট করিত। এই আচারভেদ হইতে আবার বুদ্ধিবৃত্তির প্রণালী ও ভিন্ন হইল। আর্য্যবাসীরা পাঞ্চভৌতিক শরীরের নিতান্ত নশ্বরত্ব উপলব্ধ করিয়া পরকালে সুখদুঃখভোগক্ষম সূক্ষ্ম শরীরের চিন্তনে প্রবৃত্ত হইয়া অধ্যাত্মবাদগ্রহণে উন্মুখ হইলেন। মধ্যদেশবাসীরা কি প্রকারে স্থূলশরীর চিরকাল অবিনষ্ট থাকিতে পারে, তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল।

ইতোমধ্যে উভয় কুলই ধনে জনে সম্বর্দ্ধিত হইয়া নূতন নূতন স্থান অধিকারার্থে চেষ্টা করিতে লাগিল। তুমুল জ্ঞাতিবিরোধ বাধিয়া গেল। এতদূর বিদ্বেষ জন্মিল যে,একের মতে যাহা পাপ, অপরের মতে তাহাই পুণ্য—একের মতে যাহা উপাস্য, অপরের মতে তাহাই অবজ্ঞেয়—একের দেবতা অপরের অসুর, বলিয়া গণ্য হইল। ধর্ম্মযুদ্ধে পৃথিবী অনেকবার নরশোণিতে স্নাতা হইয়াছেন। কিন্তু ঐ জ্ঞাতিবিরোধে যেরূপ হইয়াছিলেন সেরূপ আর কদাপি হয়েন নাই। ক্রমে ক্রমে বি-

রোধী উভয় দল পৃথক্‌ভূত হইতে লাগিল। এক দল পরাজিতপ্রায় হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে আসিল। অপর দল পশ্চিমাভিমুখে অপসারিত হইল।

কিছু কাল পরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে অতি মহাবল পরাক্রান্ত আর একটী জাতীয় লোক আসিয়া মধ্যদেশবাসীদিগকে সবলে আক্রমণ করিল। মধ্যদেশবাসীরা সে আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না। যেমন প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ুর আঘাতে গগনস্পর্শী মহীরুহ সমূলে উৎপাটিত হইয়া ভূতলশায়ী হয়,তাহারাও সেইরূপে উন্মূলিত হইল। যেমন সেই মহীরুহের পত্র বিটপ সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন এবং বায়ুতাড়িত হইয়া বিদূরে বিক্ষিপ্ত হয়, তেমনি মধ্যদেশীয় কতকগুলি লোক সমুদ্রপারবর্ত্তী এই দেশে আসিয়া পড়িল।

তাহাদিগেরই আগমনব্যাপার ঐ পাষাণফলকে ক্ষোদিত রহিয়াছে। আগন্তুকেরা তাৎকালিক বৌদ্ধরাজার নিকটে আবাসস্থানপ্রাপ্তির নিমিত্ত ভিক্ষা চাহিলে তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে ঐ দ্বীপে বাস করিতে দেন। তাহা হইতেই বোম্বাই নগরের সূত্রপাত হয়।

নগরাধিবাসীরা এক্ষণে পারসিক নামে খ্যাত। উহারা দ্বৈতবাদী—কিন্তু ঈশ্বরীপূজা-বিহীন; অগ্নিদেবসেবী—কিন্তু সৃষ্টিবিদ্বেষী; জ্ঞান-চর্চ্চানুরক্ত—কিন্তু প্রীতিবর্জ্জিত; উৎসাহশীল—অথচ প্রভাবতী বিহীন; বণিক্‌বৃত্তিপরায়ণ—কিন্তু সহিষ্ণুতাপরাঙ্মুখ।

ইহাদিগের সন্নিধানে তীর্থগণ বিলুপ্তপ্রভ হইয়া আছে। কিন্তু যে ধর্ম্মজ্ঞান দেশের অস্থী-ভূত পাষাণে ক্ষোদিত হইয়াছে, তাহা কল্পান্তেও বিলুপ্ত হইবার নহে। তীর্থগণ আবার জাগরিত হইবে—আবার নূতন সৃষ্টি হইবে।”

# নবম অধ্যায়।

কনখল—করালী—সঞ্জীবনী—সহিষ্ণুতা।

ব্রাহ্মণেরা বোম্বাই হইতে দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন। তাঁহারা যে পথে চলিলেন, তাহার পশ্চিমদিকে সমুদ্র, পূর্ব্বদিকে পর্ব্বতমালা। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষায় প্রধান দুইটী পদার্থ দুই দিকে। পশ্চিমাভিমুখে দৃষ্টি করিলে আকাশমণ্ডল ক্রমে অবনত হইয়া সমুদ্রজল স্পর্শকরিয়া আছে বোধ হয়। পূর্ব্বদিকে দৃষ্টি করিলে পর্ব্বতশৃঙ্গ আকাশমার্গ ভেদকরিতে যাইতেছে, দেখা যায়।

বৃদ্ধ কহিলেন—“ পূর্ব্বকালে সমুদ্র এই পর্ব্বতের পাদমূল হইতে এতদূরে অবস্থিত ছিল না। এখন যে প্রকার প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণকরিয়া আছে,তখন সমুদ্রের এমন মূর্ত্তিও ছিল না। প্রচণ্ড তরঙ্গনিচয়দ্বারা নিরন্তর পর্ব্বতকে আহত করিত —যেন উহাকে ভগ্ন এবং উল্লঙ্ঘন করিয়া সমুদায়

প্লাবিত এবং আত্মসাৎ করিবে। সেই সময়ে ভগবান পরশুরাম এই পর্ব্বতোপরি তপশ্চরণ করিতেছিলেন। তপস্যা সমাপন হইলে ভগবান সমুদ্রকে ঐ অহিতাচরণ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করেন। সমুদ্র তাঁহার নিবারণ অগ্রাহ্য করে। ভগবান ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া সমুদ্রের প্রতি আপন কুঠার নিক্ষেপ করিলেন। কুঠার আকাশমার্গ প্রদীপ্ত করিয়া আসিতে লাগিল। সমুদ্র তখন মহাভয়ে ভীত হইয়া ক্রমশঃ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে লাগিল। কুঠার যেখানে ভূতল স্পর্শ করিল, সমুদ্র তদবধি তাহার বহির্ভাগে থাকিল—আর পর্ব্বতের নিকটতরগামী হইতে পারিল না। ঐ দেখ, ভগবানের নিক্ষিপ্ত পরশু পৃথিবী ভেদকরিয়া রহিয়াছে, এবং সমুদ্র সফেন বীচিমালা দ্বারা অদ্যাপি ঐ পরশুর পূজা করিতেছে।” মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ বৃদ্ধের অঙ্গুলিনির্দ্দেশানুসারে দৃষ্টিপাত করিয়া পশ্চিমভাগে একটী অতি প্রকাণ্ড শৈলখণ্ড দেখিতে পাইলেন।

বৃদ্ধ কহিলেন—“উহাই ভগবানের কুঠার —কলিমাহাত্ম্যে পাষাণময় হইয়া রহিয়াছে।

যখন উহা বিক্ষিপ্ত হয়, তখন এই পর্ব্বতের শিরোদেশে ভগবানের ক্রোধাগ্নিশিখা দৃষ্ট হইয়াছিল—পৃথিবী প্রকম্পিতা হইয়াছিলেন—সমুদ্র ভয়ব্যাকুল হইয়া বিলোড়িত হইয়াছিল এবং বাসুকিশীর্ষ এবং কূর্ম্মপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত উন্নমিত হইয়াছিল।

"অনন্তর পরশুরাম অন্য তীর্থে গমন করিলেন। নানাস্থানে বহু তপশ্চরণপূর্ব্বক এখানে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, দেশটী নানা উপজীব্য বৃক্ষলতাদিপরিব্যাপ্ত হইয়া বিবিধ পশুর এবং পশুহিংসাপরায়ণ পার্ব্বতীয় জাতিদিগের আবাসভূমি হইয়াছে। দেশে ব্রাহ্মণ সঞ্চার করাইবার ইচ্ছা হইল।

"ভগবান পর্ব্বতোপরি অবস্থিত হইয়া তাহার উপায় চিন্তা করিতেছেন—এমত সময়ে একটী অর্ণবযান সমুদ্রতরঙ্গাহত হইয়া জলমগ্ন হইল এবং নয়টী সুন্দর নরশরীর কূলে সংলগ্ন হইল। পরশুরাম তাহাদিগকে লইয়া সঞ্জীবনী শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং ব্রাহ্মণত্ব প্রদান পূর্ব্বক এই দেশে স্থাপন করিয়া গেলেন।

"ঐ নয় জনের বংশ হইতে মহারাষ্ট্রীয় নবকুল ব্রাহ্মণ। ইহাঁরা শাস্ত্রালোচনাতৎপর, পরম শিবপরায়ণ এবং দুঃখসহনশীল।"

এই বলিয়া বৃদ্ধ বামভাগস্থ পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিয়া সত্বরে একটী মহারাষ্ট্রীয় গ্রামের মধ্যে উপস্থিত হইলেন।

ব্রাহ্মণেরা গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অনেকগুলি স্ত্রী পুরুষ একটী প্রশস্ত বটবৃক্ষতলে বসিয়া যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহাদিগের কথা বার্ত্তায় বোধ হইল, তাহারা সকলেই যেন কি একটী মহাক্লেশে ক্লিষ্ট এবং তজ্জন্য নিতান্ত উদ্বিগ্নমনা হইয়া আছে। কাহারও মুখে ভয়ব্যাকুলতা, কাহারও শোকাতিশয্য, কাহারও ক্রোধ, কাহারও একান্ত বিরক্তি, কাহারও নিতান্ত নৈরাশ ইত্যাদি কষ্টকর ভাব সমস্ত সকলেরই মুখাবয়বে প্রতীয়মান হইল। একজন আর একজনকে বলিল, "যাহা হউক, আর এখানে থাকা যায় না। সমস্ত সংবৎসর শীত রৌদ্র ও বর্ষার ক্লেশ সহ্য করিয়া যাহা কিছু উৎপন্ন করা যায়, এতদিন তাহার বার আনা পরিমাণ

যাইত—এবারে শুনিতেছি সমুদায়ই লইবে ?” অপর ব্যক্তি কহিল “ আমার ত শরীর অক্ষম হইয়াছে, পথ চলিবার শক্তি নাই, আমাকে কাজে কাজেই থাকিতে হইবে। কিন্তু এই দারুণ ক্লেশ অধিক কাল সহ্য করিতে হইবে না। শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করিয়া যুড়াইতে পাইব।” আর এক জন বলিল “ যাইবার কি স্থল আছে ? সর্ব্বত্রেই এইরূপ হইয়াছে ; যেখানে যাইব, ইহাদিগের করাল কবল অতিক্রম করিবার যো নাই।” এই রূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে সভাস্থ সকলে নিস্তব্ধ হইল। অশ্বপৃষ্ঠারোহী ত্রিপুণ্ড্রধারী পুস্তকৈককক্ষ একজন আগন্তুকের প্রতি দৃষ্টি করিল, এবং তিনি সমীপস্থ হইলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া অভিবাদন করিল।

আগন্তুক অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সভামধ্যবর্ত্তী একটী উচ্চ শিলাসনে গিয়া বসিলেন, এবং নমস্কারপূর্ব্বক পুস্তক খুলিয়া অতি মৃদু মন্দস্বরে ক্ষণকাল পাঠকরিলেন। শ্রোতৃবর্গ নিস্পন্দভাবে রহিল। অনন্তর তিনি পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কহিতে লাগিলেন।

"আমরা সহ্যপর্ব্বতনিবাসী। আমরা মহাতপাঃ ভগবান্ পরশুরামকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত, আমরা পরমযোগী মহাদেবের সেবক। সহ্য আমাদিগের অবস্থান, তপস্যা আমাদিগের কর্ম্ম, যোগ আমাদিগের অবলম্ব। সহ্য, তপস্যা, এবং যোগাভ্যাস তিনই এক পদার্থ। তিনেই ক্লেশ স্বীকারকরা বুঝায়। আমরা ক্লেশস্বীকারে ভীত হইতে পারি না। সহ্যবাসী হইয়া চঞ্চল হইব না; তপশ্চারী হইয়া বিলাসকামী হইব না; যোগাবলম্বী হইয়া যোগভ্রষ্ট হইব না।

"কষ্ট স্বীকার সর্ব্ব ধর্ম্মের মূল ধর্ম্ম। সহিষ্ণুতা সকল শক্তির প্রধানাশক্তি। যে ক্লেশস্বীকার করিতে পারে, তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না। ভূতনাথ দেবাদিদেব চির-তপস্বী, এই জন্য মহাশক্তি ভগবতী তাঁহার চির-সঙ্গিনী।

"রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসক্লেশ স্বীকারকরিয়াছিলেন। তিনি ত্রিলোকবিজয়ী, দ্বীপনিবাসী, পরস্বাপহারী রাক্ষসের হস্ত হইতে মহালক্ষ্মীর উদ্ধারে সমর্থ হইলেন। যুধিষ্ঠির সহিষ্ণুপ্রকৃতিক। তিনি সকল পাণ্ডবের প্রধান ছিলেন।

তাঁহা অপেক্ষা বীর্য্যবান ধীমান ভ্রাতৃগণ তাঁহার বশীভূত ছিল এবং তাঁহার বশীভূত ছিল বলিয়াই তাহারা নষ্ট রাজ্যের উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিল। সহ্য আমাদিগের আবাস—সহ্যই আমাদিগের অবলম্ব—সহ্যই আমাদিগের বল। যেন কোনকালে আমরা সহ্যভ্রষ্ট না হই।

" শুনিয়া থাকিবে, কোন সময়ে উজ্জয়িনী-পতি রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের সহিত তাঁহার স্বকীয় গুণগ্রামের মনোভঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল। গুণেরা অহঙ্কার করিয়া বলিল যে, রাজন্! তুমি আমাদের বলেই বলীয়ান। রাজা তাহাদিগকে একে একে বিদায় দিলেন। অন্যান্য গুণের কথা কি, শান্তি, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা প্রভৃতি সকলেই গেল। অবশেষে রাজলক্ষ্মীও রাজাকে পরিত্যাগ-করিলেন। অনন্তর সহিষ্ণুতাদেবী রাজার স্থানে বিদায় যাচ্ঞা করিতে আসিলেন। রাজা তাঁহাকে বিদায় দিলেন না; বলিলেন "মাতঃ! আমি তোমাকে মাত্র অবলম্বনকরিয়া রহিয়াছি, তুমি আমাকে ত্যাগকরিতে পারিবে না।" সহিষ্ণুতা রহিলেন। অচিরে যাবতীয় গুণগ্রাম আসিয়া

জুটিল। রাজলক্ষ্মীও ফিরিয়া আসিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য পরমজ্ঞানী ছিলেন। তিনি প্রকৃত শাস্ত্রার্থ বুঝিতেন। শাস্ত্রে বলে, পৃথিবী নাগরাজ বাসুকির শিরোদেশে, এবং বাসুকি স্বয়ং কূর্ম্মপৃষ্ঠে অবস্থিত। কর্ম্মের প্রকৃতি কি ?। কূর্ম্মের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিলে কূর্ম্ম অপর কোন প্রতীকার চেষ্টা করে না—আপন মুখভাগ এবং হস্ত পদাদি সঙ্কুচিত করিয়া লয় এবং নিজ আভ্যন্তরিক অপরিসীম ধৈর্য্যের প্রতি অবলম্ব করিয়া থাকে। কূর্ম্মই সত্য। অতএব সত্যভ্রষ্ট হইও না। কূর্ম্মপৃষ্ঠ হইতে অপসৃত হইও না। অপসৃত হইলে একেবারে রসাতল দেখিবে।

" অর্থাভাবজন্য কষ্ট হইয়াছে ?—আরও হইবার উপক্রম হইয়াছে ?—মনে কর কিছুকাল অর্থকৃচ্ছ্র বাড়িতেই চলিল। তোমরা কি করিবে ? কূর্ম্মের প্রকৃতি ধারণ করিবে। হাত পা মুখ সব ভিতরে টানিয়া লইবে। ভোগ-সুখলিপ্সায় বিসর্জ্জন দিবে। আমোদ প্রমোদে বঞ্চিত থাকিবে। ব্যয়সঙ্কোচ করিবে। দেবসেবা অতিথিসেবা পর্য্যন্ত ন্যূন করিয়া ফেলিবে।

রাজদ্বারে ন্যায়প্রার্থনা করিতে গিয়া অনর্থ অর্থ ব্যয় করিবে না। গৃহবিচ্ছেদ গৃহেই মিটাইয়া লইবে। এইরূপে বলসঞ্চয় কর। কূর্ম্মপ্রকৃতিক হও। তোমাদিগের বল কেমন অধিক, ভক্তি কেমন দৃঢ়, তাহা সপ্রমাণ কর। যে প্রহার করে তাহার বল অধিক, না, যে প্রহার সহ্য করিতে পারে, তাহার বল অধিক?—যে সহ্য করিতে পারে তাহারই অধিক।

"চল, সকলে গিয়া মহাদেবী করালী এবং পরমারাধ্যা সঞ্জীবনী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আসি।" বক্তা এই কথা বলিয়া গাত্রোত্থান করিলে শ্রোতৃ-বর্গও উঠিল এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ব্রাহ্মণদ্বয় উহাদিগের সমভিব্যাহারী হইলেন। পার্ব্বতীয় পথে ক্রোশৈক গমন করিয়া তাঁহারা একটী সামান্য দেবমন্দিরের সমক্ষে উপনীত হই-লেন। বাহির হইতে দেখিলে বোধ হয়, মন্দিরে আট দশ জনের অধিক লোকের স্থান হইতে পারে না। কিন্তু পিপীলিকাশ্রেণী যেমন গর্ত্তে প্রবেশ করে,সেইরূপে ক্রমে ক্রমে তিন চারি জন করিয়া সমস্ত লোক মন্দিরাভ্যন্তরে গমনকরিল।

ব্রাহ্মণেরা সকলের পশ্চাদ্ভাগে গমন করত একটী সংকীর্ণ সোপানপরম্পরা দ্বারা কতক দূর নামিলেন। পথটী ঘোরঅন্ধকারাবৃত। কিয়দ্দূর গমন করিলে একটী দীপালোক দৃষ্ট হইল। পরে একটী প্রকোষ্ঠমধ্যে গিয়া দেখিলেন, শবাসনা পাষাণময়ী কালিকা মূর্ত্তির সমক্ষে এক জন ব্রাহ্মণ একটী প্রদীপহস্তে দণ্ডায়মান আছেন। দীপধারী কহিল, 'ইনি মহারাজ শিবজীর প্রতিষ্ঠাপিতা মহাদেবী করালী'। মধ্যবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— 'আমাদিগের অগ্রবর্ত্তী সকলে কোথায় গেলেন?' দীপধারী উত্তর করিল, 'তাঁহারা ভগবান পরশু-রামের সেবিতা স্বায়ম্ভবা সঞ্জীবনীদেবীর দর্শনার্থ গিয়াছেন, আপনারাও চলুন।' এই বলিয়া দীপধারী মন্দিরপ্রাচীরে একটী দ্বার উদ্ঘাটন করিল। ব্রাহ্মণেরা আর একটী সোপান দেখিতে পাইলেন, এবং তাহা দিয়া নামিয়া গেলেন।

ঘোর অন্ধকার মধ্যে অনুমান ত্রিংশৎ হস্ত নামিয়া তাঁহারা হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, অনেক গুলি মসাল ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে এবং সম্মুখবর্ত্তী একটী প্রশস্ত অঙ্গন মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়-

গণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া দেখিতে দেখিতে বোধ হইল, অঙ্গনমধ্যে একটী উচ্চ বেদী—বেদীর মধ্যস্থলে দেবীমূর্ত্তি—তাহার সমীপে ঐ মহারাষ্ট্রীয় বক্তা।

বক্তা কহিতেছিলেন—"তোমরা সহত্যাগ করিবে না, শপথ করিলে, উত্তম হইল। এ স্থান ত্যাগ করিয়া কি স্থানান্তর যাইবার অভিলাষ করিতে আছে? এমন পবিত্র তীর্থ—এমন জাগ্রৎদেবতা আর কোথায় দেখিবে? দর্শন কর —এই কূর্ম্ম—তাহার পৃষ্ঠে বাসুকি,—তাহার উপর পৃথিবী—তদুপরি সিংহ—সিংহবাহিনী সঞ্জীবনী দেবী সর্ব্বোপরি বিরাজিতা। যাঁহারা পাষাণময় পর্ব্বত বক্ষোভেদ করিয়া এই তীর্থক্ষেত্র নির্ম্মাণকরিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সন্তানেরা কি সেই তীর্থ-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে? তাঁহাদিগের পরিশ্রমশীলতা—তাঁহাদিগের দূরদর্শিতা—তাঁহাদিগের সহিষ্ণুতা কি তাঁহাদিগের সন্তানগণকে একবারে ছাড়িতে পারে?

তাঁহারা যেমন তোমাদিগের নিমিত্ত ঐকান্তিক পরিশ্রম এবং সহিষ্ণুতার চিহ্ন রাখিয়া

গিয়াছেন, তোমরাও আপনাদিগের সন্তানগণের নিমিত্ত সেইরূপ দৃঢ়ব্রত হইয়া কার্য্য কর। লোকে আপনার সুখের নিমিত্তই সকল কাজ করে না। যে ব্যক্তি যত্ন করিয়া মৃত্তিকাতে বৃক্ষবীজ রোপণ করে, সে স্বয়ং সেই বৃক্ষের ফলভোগকরে না। তাহার পুত্রপৌত্রাদি ঐ বৃক্ষের ফল খাইয়া থাকে। তোমাদিগের এই সহিষ্ণুতার ফলও পরবর্ত্তী পুরুষে ভোগকরিবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে মনুষ্যের আয়ু দীর্ঘ ছিল। যে তপস্যা করিত, সেই স্বয়ং বরলাভ করিত। কলি যুগে মনুষ্যের আয়ু খর্ব্ব হইয়াছে। এখন পাঁচ সাত দশ পুরুষ ধরিয়া তপস্যা না করিলে তপঃসিদ্ধি হইতে পারে না। তাহার পরবর্ত্তী পুরুষেরা সেই তপঃসিদ্ধির ফললাভ করিতে পায়। কলিযুগের এই পরম মাহাত্ম্য। কলিযুগ এই জন্যই অন্যান্য যুগ অপেক্ষা প্রধান। কলিযুগের ধর্ম্ম প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম্ম।”

বক্তা এই পর্য্যন্ত বলিয়া অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া দেবীর সম্মুখভাগে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন

এবং অস্ফুট গদ্‌গদস্বরে দেবীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—

“হে মাতঃ! হে ভগবতি!—এই অধঃপতিত দশায় কূর্ম্মধর্ম্ম অবলম্বনই আমাদিগের পক্ষে বিধেয় করিয়াছ—অতএব যথাসাধ্য তাহার উপদেশ প্রদান করিলাম। কিন্তু প্রার্থনা এই যেন এই কূর্ম্মপৃষ্ঠ হইতে পদদলিত আশীবিষের ন্যায় বীরতার উদ্রেক হয় এবং তাহার শিরোদেশে সংস্থাপিতা পৃথিবী ধর্ম্মশাসন বহনপূর্ব্বক তোমার সঞ্জীবনী মূর্ত্তি চিরকাল হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকে।”

বক্তা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন—মহারাষ্ট্রীয়গণ সকলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল এবং একটীমাত্র বাক্য নিঃসারণ ব্যতিরেকে একে একে সকলে চলিয়াগেল। ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই মুখমণ্ডলে একান্ত দৃঢ়তা এবং সহিষ্ণুতার অধিষ্ঠান হইয়াছে।

বৃদ্ধ আবার কহিলেন “মহাদেবী এই জন্যই এখানে সঞ্জীবনী মূর্ত্তি ধারণকরিয়া আছেন; সহিষ্ণুতাই শক্তির প্রকৃত অনুরূপ। সহিষ্ণুতা-

পরিহীন কত কত লোক স্বধর্ম্মপরিভ্রষ্ট স্বজাতি-চ্যুত হইয়া আপনাদিগের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এ দেশের হৃদয়পাষাণে পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রতিমা খোদিত রহিয়াছে। এখানে সঞ্জীবনী মহাদেবী স্ব স্বরূপে বিরাজ করিতেছেন।”

# দশম অধ্যায়।

কু-মারিকা—সেতু বন্ধ রামেশ্বর—ধর্ম্মজ্ঞানলাভের পথ—মৃত্যুর স্বরূপ দর্শন।

ব্রাহ্মণেরা কনখল হইতে নিরন্তর দক্ষিণাভিমুখে গমন করত নানা জনপদ উত্তীর্ণ হইয়া অনন্তর একটী সঙ্কীর্ণ স্থানে উপস্থিত হইলেন। উহার পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ সর্ব্ব দিকেই মহাসমুদ্র। কেবল উত্তর ভাগে ভূমি।

বৃদ্ধ কহিলেন—"ইহার নাম কু-মারিকা—ইহাই কর্ম্মভূমির শেষসীমা। এখানে দেবাদিদেব ধর্ম্মরাজরূপী হইয়া অধিষ্ঠান করেন। এখানে দিনযাপন কর, রাত্রি কালে তীর্থদর্শনে যাইবে।"

মধ্যবয়া কহিলেন—"এখানে ভিন্ন ভিন্ন দিকে সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন ভাব দেখিতেছি। পশ্চিম দিকে অতি প্রশান্ত মূর্ত্তি। বীচিসকল ধীরে ধীরে আসিয়া কূলসংলগ্ন হইতেছে। সমুদ্র যেন সুকুমারী পৃথিবীর গাত্রে হাত বুলাইয়া তাহাকে

ঘুম পাড়াইতেছেন। শঙ্খ শম্বূকাদি বিচিত্র-বর্ণ লক্ষ লক্ষ প্রাণী কেমন ধীরে ধীরে তীর বহিয়া উঠিতেছে এবং বেলাভূমিতে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। সমুদ্র যেন চিত্রময় বস্ত্রা-বরণের দ্বারা পৃথিবীকে আবৃতা করিতেছেন। দক্ষিণে ওরূপভাব নহে। পৃথিবী সুপ্তোত্থিতা যুব-তীর ন্যায় উন্নতমুখী হইয়া বসিয়াছেন এবং সমুদ্র তাঁহার গলদেশে যে তরঙ্গমালা পরাই-তেছেন, তাহা দেখিয়া মধুর হাস্য করিতেছেন। কত প্রকার মৎস্য মকরাদি সমুদ্রজলে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। কত উড্ডীন মৎস্য পক্ষ-বিস্তার পূর্ব্বক ঝাঁকে ঝাকে জল হইতে লম্ফ দিয়া উঠিতেছে এবং শতাধিক ধনু দূরে গিয়া আবার জলমগ্ন হইতেছে। পূর্ব্বদিকে কি ভয়ানক কাণ্ড হইতেছে! সমুদ্রোর্ম্মি সমস্ত পিনাকপাণির অনুচর পিশাচবর্গের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া লম্ফ-প্রদান করিতেছে,যেন প্রতি উল্লম্ফনেই পৃথিবীকে প্লাবিতা এবং রসাতলগামিনী করিবে। কিন্তু ঐ দিক যেমন বৃক্ষলতাদিপরিপূর্ণ, এমন আর কোন দিক নহে। ঐ দিকে পক্ষীর কলরব এবং অপরা-

পর প্রাণীর শব্দ শুনা যাইতেছে,এবং ঐ দিকেই মনুষ্যের আবাসও দৃষ্ট হইতেছে।”

বৃদ্ধ কহিলেন—“কর্ম্মক্ষেত্রের এই ভাগ যমশাসিত। যমের পালন কিরূপ প্রত্যক্ষ দেখ। মৃত্যুপতিই ধর্ম্মের বিধানকর্ত্তা; তিনিই স্রষ্টা—পাতা—নিয়ন্তা।” এই বলিতে বলিতে তিনি সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইলেন; পরে ঊর্দ্ধ হইতে একটী শিলাখণ্ডের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিলেন—“ঐ যে শৈলখণ্ডটী সমুদ্রজলে ধৌত হইতেছে দেখিতেছে, উহার গাত্রে নারিকেলশস্যের ন্যায় এক প্রকার শুভ্র পদার্থ লক্ষিত হইবে। ঐ গুলিও প্রাণী। উহারা গতিশক্তিবিহীন, কিন্তু ভক্ষ্যগ্রহণে সমর্থ। ঐ দেখ, যেমন সমুদ্রজল উহাদিগের উপর দিয়া গেল,অমনি উহারা মুখব্যাদান করিয়া ঐ জলস্থিত কীট উদ্ভিজ্জাদি ভক্ষণকরিয়া ফেলিল। মৃত্যু-পতির পালনগুণে পৃথিবীর যাবতীয় জীবজাত ঐ প্রকার প্রাণী হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছে। পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী শঙ্খশম্বূকাদি, সম্মুখবর্ত্তী মৎস্য-নক্রাদি, পূর্ব্বপার্শ্ববর্ত্তী পক্ষি পশু বানর নরাদি

সকলই ঐ নারিকেল-শস্য-সদৃশ প্রাণীর পরিণাম ভেদ; এবং তাদৃশ পরিণতির বিধানকর্ত্তা যমরাজ ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই।”

মধ্যবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“সৃষ্টিবিধানের এই অদ্ভুত রহস্যপ্রণালী কিরূপে প্রত্যক্ষ হইবে?”

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—“সমস্ত বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল ব্যাপার যে প্রণালীতে সংঘটিত হয়, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ প্রতি প্রাণিশরীরেও তাহার অনুরূপ কাণ্ডসকল অবিকল সেই রীতিক্রমে সম্পাদিত হইয়া থাকে। সর্ব্বজীবপ্রসূতি ভগবতী পৃথিবীর গর্ভে যাহা যাহা হইয়া আসিয়াছে—এক মাত্র মাতৃকুক্ষি মধ্যেও তাহাই হইয়া থাকে। পৃথিবীতে যুগযুগান্ত—কল্পকল্পান্ত—ব্যাপিয়া যে সমস্ত পরিবর্ত্ত ঘটে, বর্ষন্যূন সময়ের মধ্যেও মাতৃজঠরে তদনুরূপ পরিবর্ত্ত লক্ষিত হয়।

“হঠাৎকারে কিছুই সম্ভূত হইতে পারে না। কোন উৎকৃষ্ট দেহ ধারণকরিবার পূর্ব্বে জীবকে যে সমস্ত নিকৃষ্টদেহ পরিগ্রহকরিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতে হইয়াছে, জরায়ু মধ্যেও

তাহাকে সেই সমস্ত দেহপরিবর্ত্ত করিতে হয়। মনুষ্য যখন মাতৃগর্ভে অবস্থিত থাকে, তখন প্রথম হইতেই মানবীয় সমুদায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমন্বিত হয় না। প্রথমে খনিজ সকল যে প্রণালীতে জন্মে, অবিকল সেই প্রণালীতেই অণু-অণু-সম্মিলিত হইয়া জরায়ু মধ্যে একটী কোষ হয়। অনন্তর কোষটী উদ্ভিদ্ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া দিন দিন বাড়িতে থাকে। পরে ঐ শিলাখণ্ডসংলগ্ন প্রাণীর অনুরূপ হইয়া ক্রমে পুচ্ছশিরঃপ্রাপ্ত কীটের আকার ধারণকরে। স্বল্পকালেই হস্ত-পদাদি নির্গত হইলে ভেকশাবকের ন্যায় দেখায়। অনন্তর গোধিকার আকার প্রাপ্তহয়। তদনন্তর একেবারে স্ত্রী পুং উভয়চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়াতে উহার জরায়ুকোষ দ্বিভাজিত অনুভূত হয়। ক্রমে একটী চিহ্ন স্পষ্ট হইয়া আইসে, অপরটী শুষ্ক এবং বিলুপ্ত-প্রায় থাকে। কিন্তু তখনও হস্ত পদের কোন ইতর বিশেষ হয় না, তখনও অল্প-পরিমাণে পুচ্ছ থাকে, এবং সর্ব্বশরীর লোমাবৃত দেখাযায়। সর্ব্বশেষে হস্তপদের বৈচিত্র্য জন্মে, পুচ্ছটী সংকুচিত হইয়া যায়, গাত্রের লোমশতা

ন্যূন হয়, তখ ঐন জরায়ুজ নরশিশুর আকার প্রাপ্ত হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে নিঃসৃত হয়।”

“পৃথিবীতেও অবিকল এইরূপ ব্যাপার যুগযুগান্ত ব্যাপিয়া ঘটিয়া আসিয়াছে, এবং তাহা মৃত্যুপতির শাসনাধীনে হইয়াছে।”

মধ্যবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“আর্য্য! এ সমস্ত কার্য্যনির্ব্বাহপক্ষে মৃত্যুপতি কিরূপে সহায়তা করেন?—জীবজননে যমরাজের অধিকার কি?”

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন—“সমস্ত পরকালেই ধর্ম্মরাজের অধিকার। দেহী মাত্রের দেহসম্বন্ধীয় পরকাল, সেই দেহসমুৎপন্ন সন্তানে বিদ্যমান থাকে। যে জীবদেহ কর্ম্মবলে যেমন উৎকর্ষলাভ করে, তাহার পারলৌকিক দেহও তেমনি উৎকৃষ্ট হয়। এই জন্য সমস্ত পরিণতি ব্যাপারই যমরাজের আয়ত্ত।”

মধ্যবয়া ক্ষণকাল অতিনিমগ্নচিত্তে চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“প্রাণীর সৃষ্টি এবং উৎকর্ষসাধন যে প্রণালীতে নির্ব্বাহিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা বুঝিলাম। ঐ

ব্যাপারে যমরাজের সর্ব্বঙ্কষ কর্ত্তৃত্ব। কিন্তু তাঁ-হাকে ধর্ম্মরাজও বলাযায়। অতএব মানবীয় ধর্ম্মজ্ঞানেরও কি তিনিই নিদানভূত হইয়াছেন?”

বৃদ্ধ কহিলেন—“ দেহ এবং মনের অধি-ষ্ঠাতা ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে না। অধিষ্ঠাতা বিভিন্ন হইলে কার্য্য-প্রণালীও বিভিন্ন হইত, এবং তাহা হইলে জীব-সংসার একেবারে উৎসাদিত হইত—অথবা কখনই জন্মিত না। যমরাজই ধর্ম্ম-রাজ। যাঁহার অধিষ্ঠান বশতঃ এক দেহের ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনে অন্য দেহের উদ্ভব, তাঁহারই অধিষ্ঠানে একপ্রকার দেহধর্ম্ম হইতে দেহান্তর ধর্ম্মের প্রাপ্তি হয়। শরীর ধর্ম্মও যে প্রণালীতে জন্মিয়াছে, আধ্যাত্মিক ধর্ম্মও সেই প্রণালীতে প্রসূত হইয়াছে।

“সামান্যাকারেও দেখ, কতকগুলি প্রাণী এ প্রকার দেহসম্পন্ন যে, তাহারা পরস্পর সাহায্য না করিলে জীবিত থাকিতেই পারে না। ওরূপ প্রাণীর মধ্যে যাহারা সমাজবন্ধনে অনুরক্ত, তাহারাই যমরাজের শাসনে সম্বর্দ্ধিত হইবে—যাহারা সমাজবন্ধনে অননুরক্ত তাহারা বিনষ্ট

হইয়া যাইবে। এইরূপে পুরুষ পুরুষানুক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া সমাজ-বন্ধন-প্রবৃত্তি ঐ প্রাণীদিগের স্বতঃসিদ্ধ সহজাত-ধর্ম্ম হইয়া আসিবে। মধু-মক্ষিকাদির মধ্যে ঐরূপ হইয়াছে। তাহারা ঐ ধর্ম্মানুরোধে একত্র সম্মিলিত হইয়া মধুক্রম নির্ম্মাণ করে, আপনারা না খাইয়া পুষ্পহইতে মধু সঙ্গ্রহ করিয়া আনে, এবং পুং মক্ষিকাদিগের কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

"মনুষ্যেরাও সামাজিক জীব। কিন্তু মনুষ্যের দেহ অধিকতর পরিণামের ফল। ঐ দেহে কার্য্যক্ষমতা এবং স্মৃতিশক্তি অধিক। এই জন্য মানবগণের সামাজিকতা-জাত পরস্পর-মুখাপেক্ষতা অতি প্রবলতর হইয়া থাকে। সেই মুখাপেক্ষতা পুরুষানুক্রমে সম্বর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে এমত দৃঢ়তররূপ ধারণ করে যে, তদধীন হইয়া কার্য্য-করা স্বভাবসিদ্ধ হইয়া উঠে। যে সকল নরগোষ্ঠীয়দিগের তাহা সম্যক্ না হয়, তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং মৃত্যুপতির শাসনে বিনষ্ট হইয়া যায়।

"আদিম মনুষ্য গোষ্ঠীয়দিগের মধ্যে সাহসিকতা, নৈষ্ঠুর্য্য, ক্লেশসহিষ্ণুতা, গোষ্ঠীপতির আজ্ঞানুবর্ত্তিতা এবং অপত্যস্পৃহতা যেমন প্রধান ধর্ম্ম—নম্রতা, ন্যায়পরতা, অপক্ষপাতিতা, সত্যনিষ্ঠা তেমন প্রবল ধর্ম্ম হয় না। ইহার কারণ এই যে, ঐ অবস্থায় পূর্ব্বোল্লিখিত ধর্ম্মগুলির প্রয়োজন অধিকতর—সেই প্রয়োজন সকলেরই বোধগম্য, এবং পরস্পর মুখাপেক্ষতা ঐ সকল ধর্ম্মেরই প্রতি অনুরাগ জন্মিয়া দেয়। আদিমাবস্থায় ঐ সকল ধর্ম্মবিহীন নরগণ সহজেই মৃত্যুকবলিত হইয়া পড়ে। ক্রমে মনুষ্যসমাজ বৃহত্তর এবং শান্তিবহুল হইয়া আসিলে মানবীয় ধর্ম্ম আর একটী সোপানে অধিরোহণ করে। অন্যে কেমন সকল কার্য্যের প্রশংসা এবং কেমন সকল কার্য্যের অপ্রশংসা করে, তাহার প্রকৃতি বোধ হইতে থাকে। তাহা হইলেই পরোপকারিতা, দানশীলতা, নম্রতা এবং বিনয়াদি কোমলধর্ম্ম আদরণীয় হইয়া উঠে, এবং সেই সমাদরের অপেক্ষা করিয়া লোকে ঐ সকল ধর্ম্মের সেবায় অনুরক্ত হয়।

"অনন্তর বুদ্ধিজীবী নরগণ প্রশংসনীয় যাবতীয় কার্য্যের প্রকৃতি উপলব্ধ করিতে পারেন। তাহা করিতে পারিলেই আর সাক্ষাৎ প্রশংসার অভিলাষ এবং সাক্ষাৎ তিরস্কারের তেমন ভয় থাকে না। তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে সুদূরপরবর্ত্তী পুরুষদিগের মুখাপেক্ষী হইয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন, এবং যে কর্ম্ম আপনারা মনে মনে প্রশংসার যোগ্য বলিয়া বোধ করেন, কিয়ৎপরিমাণে তাহা করিতেই প্রবৃত্ত হয়েন।

ধর্ম্মবুদ্ধি এইরূপে দেহপরিবর্ত্তের সহিত, সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তের সহিত, ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত, বিশোধিত এবং সুবিস্তৃত হইয়া আসিয়াছে। ধর্ম্মরাজের শাসনই তাহার একমাত্র হেতু।"

মধ্যবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর্য্য! কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে অন্তঃকরণে সমূহ আত্মগ্লানি জন্মে, ইহার হেতু কি?"

বৃদ্ধ কহিলেন—"আত্মসুখেচ্ছা এবং অন্যদীয় মুখাপেক্ষতা উভয় চিত্তবৃত্তিই অতি প্রবল এবং চিরজাগরূক। তন্মধ্যে বিশেষ এই

যে, আত্মসুখ দুঃখের স্মৃতি চিরস্থায়িনী হইতে পারে না, অন্যদীয় মুখাপেক্ষতা অবশ্যই সর্ব্বদা স্মৃতিপথে বিদ্যমান থাকে। যদি আত্মসুখেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া অন্যদীয় মুখাপেক্ষতা পরিহারপূর্ব্বক কোন কার্য্য করাযায়, তাহা হইলে আত্মসুখস্মৃতি যেমন তিরোহিত হইতে থাকে, অমনি অন্যদীয় মুখাপেক্ষতা প্রবল হইয়া উঠে। দ্বিবিধ মনোবৃত্তির মধ্যে চিরস্থায়িনী মনোবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণে অস্থিরতা এবং গ্লানি জন্মে। যে জীবদেহে স্মৃতিশক্তি যেমন প্রবল, সে জীবের আত্মগ্লানিও তেমনি গুরুতর হইয়া থাকে। শিশু এবং বৃদ্ধের অপেক্ষা প্রৌঢ় এবং মধ্যবয়ার স্মৃতিও অধিক এবং দুষ্কর্ম্মে গ্লানিও অধিক। পক্ষি-পশ্বাদি অপেক্ষা নরগণের স্মৃতিশক্তি অধিক—দুষ্কর্ম্মে আত্মগ্লানিও অধিকতর।”

মধ্যবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“তবে অন্যদীয় মুখাপেক্ষতাই কি সর্ব্বধর্ম্মের মূলীভূত?—নিবৃত্তিই কি ধর্ম্মবীজ নহে?”।

বৃদ্ধ কহিলেন—“সাক্ষাতে হউক, বা পরোক্ষেই হউক, অন্যদীয় মুখাপেক্ষতার অবলম্বন

দ্বারাই মনুজগণ ধর্ম্মরাজের শাসন গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মজ্ঞানলাভ করিয়াছে। মুখাপেক্ষতা সামাজিক বন্ধনের সারভূত। ইহা আদ্যাশক্তি প্রীতি হইতে সমুদ্ভূত। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়েই প্রীতির কন্যা। তন্মধ্যে প্রবৃত্তি গৃহবাসিনী বহুসন্তানজননী। নিবৃত্তি ব্রহ্মচারিণী—নিরপত্যা। সহোদরার সন্তানদিগকে সুপালিত এবং সুশিক্ষিত করিয়াই তিনি জীবন যাপন করেন। মুখাপেক্ষতা প্রবৃত্তি-প্রসূতা এবং নিবৃত্তি কর্ত্তৃক শিক্ষিতা।”

এই সকল কথোপকথনে দিবাবসান হইলে ব্রাহ্মণেরা একজন জালজীবীর নৌকারোহণ পূর্ব্বক সম্মুখস্থ একটী দ্বীপে গমন করিলেন। সেই দ্বীপে মহাদেব রামেশ্বরের মন্দির। মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলেন—দীপাবলী জ্বলিতেছে—শঙ্খ ঘণ্টার রব হইতেছে—মন্দির নানা দিগ্‌দেশীয় যাত্রীসমূহে পরিপূর্ণ। তাঁহারা অনেকে ভাগীরথী হইতে যত্নপূর্ব্বক জল আনয়ন করিয়া সেই পবিত্র জলে মহাদেবকে স্নান করাইতেছেন।

এই সকল দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণের

শরীর একান্ত শীতল হইল, মন্দিরমধ্যে যে দীপ-মালা জ্বলিতেছিল তাহা যেন অতি দূরগত হইয়া ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাণ হইল, যে শঙ্খ ঘণ্টাদির ধ্বনি শুনা যাইতেছিল তাহা ক্রমশঃ অশ্রুত হইয়া পড়িল। তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং মনো-বৃত্তি সংযত হইল। আর কোন বাহ্যজ্ঞান রহিল না। তিনি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

ক্ষণকাল এই ভাবে আছেন, এমত সময়ে মহামুনি মার্কণ্ডেয় গিয়া তাঁহার শিরোদেশ স্পর্শকরিলেন। মধ্যবয়া স্বপ্নবৎ দেখিলেন যেন আপনি একটী অতিসুপ্রশস্ত পাদপতলে দণ্ডায়-মান হইয়া আছেন। সেই বৃক্ষের মূল, রসা-তল ভেদকরিয়া নীচে নামিয়াছে। তাহার শীর্ষ-দেশ, আকাশ অতিক্রম করিয়া উঠিতেছে। বৃক্ষের যে ভাগ তাঁহার চক্ষুর নিতান্ত সমীপবর্ত্তী, তাহা অতি সুদর্শনীয়। বিশেষতঃ তাহার ঊর্দ্ধ-বর্ত্তী একটীশাখা অতি বিচিত্র এবং একান্ত মনো-রম। তাহা হইতে কৃষ্ণ, পীত, লোহিত, শুক্ল এই চারিটী বিটপ নির্গত হইয়াছে, এবং প্রতি বিট-পেই নানাবর্ণ অসংখ্য পল্লব শোভা করিতেছে।

কিন্তু শুক্ল বিটপটীই সমধিক প্রবলতর বোধ হইল। তাহার পল্লবসঙ্খ্যা প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং সেই পল্লবসমস্ত চতুর্দ্ধা বিস্তৃত হইয়া অপর বিটপত্রয়কে সমাচ্ছন্নপ্রায় করিয়া ফেলিয়াছে। শুক্ল পল্লবদিগের গাঢ়তর চাপে অপর বিটপগুলি হইতে নূতন পল্লবোদ্গম ক্রমশঃ রহিতপ্রায় হইয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণে অতি গুরুতর দুঃখ উপস্থিত হইল। তাঁহার ইচ্ছা হইল স্বহস্তে শুক্ল পল্লবদিগের চাপ সরাইয়া দেন। এমত সময়ে হঠাৎ অত্যুজ্জ্বল-গৌরকান্তি, গম্ভীরপ্রকৃতি একটী মহাপুরুষের সমাগম দেখিয়া ব্রাহ্মণ তটস্থ হইলেন। পুরুষ তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া অমৃতায়মান আহ্লাদ-হাস্য সহকারে অতি সুমধুরস্বরে কহিলেন—"ঐটী প্রাণিবৃক্ষ—এই শাখাটীর নাম নর-শাখা—চারিটী বর্ণের চারিটী বিটপ মূলজাতিচতুষ্টয়—এই বৃক্ষ আমার পালিত—আমি মৃত্যু।"

'মৃত্যু' নামটী শুনিয়াও ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণে কোন ভয়ের সঞ্চার হইল না। তিনি এক দৃষ্টে পুরুষের সৌম্য গম্ভীরভাব দর্শনকরিয়া তৃপ্তি-

লাভ করিতে লাগিলেন। পুরুষ তাঁহার নির্ভী-
কতা এবং ঐকান্তিক সাত্বিকতা দর্শনে সন্তুষ্ট
হইয়া স্নিগ্ধগম্ভীরস্বরে কহিলেন—" দ্বাপর যুগাব-
সানে রাজা যুধিষ্ঠির যখন বনবাস ক্লিষ্ট এবং
অজ্ঞাতবাস-ভয়ে ভীত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা-নির্ণ-
য়ার্থ চিন্তাকুলিত ছিলেন, আমি সেই সময়ে এক-
বার তাঁহার চর্ম্মচক্ষুতে দর্শন দিয়া তাঁহাকে চারিটী
প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসাকরিয়াছিলাম। তিনি
আমার প্রশ্নের কালোচিত প্রকৃত উত্তর প্রদান-
করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। তুমিও সেই
প্রশ্নগুলির প্রকৃত উত্তর প্রদানকরিতে পারিলে
পূর্ণমনোরথ হইবে—নচেৎ সমস্ত নিস্ফল।—বার্ত্তা
কি ?—আশ্চর্য্য কি ?—পথ কি ?—সুখ কি ?"

মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মনে
মনে উত্তর করিলেন—

" সংসাররূপ বিচিত্র উদ্যানে প্রাণিবৃক্ষ
সংরোপিত হইয়া আছে। মৃত্যুরূপধারী বিধাতা
তাহাতে নিত্য নিত্য নুতন সৃষ্টির বিধান করিতে
ছেন। জগতের প্রকৃত বার্ত্তা এই।

" পঞ্চভূতপরিপাকে জীবদেহের জন্ম হই-

তেছে, এবং সেই জীব ক্রমশঃ পরিণত হইয়া ঈশ্বরত্বের অধিকারী হইতেছে। যে সাক্ষাৎ নারায়ণ মৃত্যুপতির পালনগুণে এতাদৃশ সমূহ মঙ্গলসাধন হইতেছে, লোকে তাঁহাকে ভয় করে এবং অমঙ্গল বলিয়া বোধ করে। ইহা অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্য আর কি ?।

"সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কার্য্য এই জগতের মধ্যেই নির্ব্বাহিত হয়। মৃত্যুপতি শিবরূপ ধারণ করিয়া মণ্ডলীভূত নাগরাজেরদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন। অতএব বিশ্বকাণ্ড সমুদায়ইবৃত্তাকার পথে নির্ব্বাহিতহইতেছে।

"যে ব্যক্তি, আপনার পূর্ব্ব জন্ম ছিল—পর জন্মও হইবে, ইহা নিরন্তর স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিয়া, আপনাকে অংশরূপী বলিয়া জানে, এবং অভিমানশূন্য হইয়া অংশধর্ম্ম প্রতিপালন করে, সেই সুখী।"

ব্রাহ্মণের স্বপ্নভঙ্গ হইল। মহামুনি মার্কণ্ডেয় কহিলেন—"সাধু বেদব্যাস সাধু! তুমি মৃত্যুর স্বরূপ অবগত হইলে। তুমি সমস্ত বিভীষিকা অতিক্রমকরিলে।"

# একাদশ অধ্যায়।

মহাবলিপুর—পুরুষোত্তম—গঙ্গাসাগর।

ব্রাহ্মণেরা সেতুবন্ধ-রামেশ্বর দর্শন করিয়া একটী দেশীয় অর্ণবযানযোগে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অর্ণবপোতটী সমুদ্রের কূলে কূলে গমন করত যেসকল স্থান অতিক্রমকরিতে লাগিল, বৃদ্ধ সেই সকল স্থানের বিবরণ সঙ্ক্ষেপে আপন সহচরকে শ্রবণকরাইতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন এবং যুধিষ্ঠির উভয়ে মিলিত হইয়া যে শ্বেতাম্বরা-তীর্থের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ত্রিগুণ-পুরে যে প্রকারে বুদ্ধদেবোপাসনার সূত্রপাত হয়, এবং চোল ও পাণ্ড্যরাজ্য যেরূপে সমুদ্ভূত এবং বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তৎসমুদায় আনুপূর্ব্বী-ক্রমে কথিত হইল। তৎসহ নব্য মান্দ্রাজ এবং ফুলচরি নগরের পূর্ব্ববৃত্ত এবং বর্ত্তমান সমৃদ্ধ অবস্থাও বিশিষ্টরূপে বর্ণিত হইল।

এক দিন উভয়ে পোতপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া নানা কথা প্রসঙ্গে আছেন, এমত সময়ে

বৃদ্ধ জলতলের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিলেন—"এই অম্বুরাশি মধ্যে কেমন বিচিত্র রাজপ্রাসাদ এবং দেবমন্দির সকল দৃষ্ট হইতেছে—দেখ।" মধ্যবয়া চমৎকৃত হইয়া দেখিলেন, সমুদ্রগর্ভে পাঁচটী দেবালয় এবং অপর কয়েকটী বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদ স্থির হইয়া রহিয়াছে—অর্ণবপোত তাহাদিগের উপর দিয়া যাইতেছে।

বৃদ্ধ তাঁহার জিজ্ঞাসু নয়নদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন—" এই স্থান ত্রিভুবনবিজয়ী বলি রাজার রাজধানী ছিল। ঐ নিবিড় বনপূর্ণ, হিংস্র-শ্বাপদ-সমাকীর্ণ কূলে উঠিয়া দেখিলে ঐ মহাসমৃদ্ধিশালিনী নগরীর অল্পাংশ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সমধিকভাগই রসাতলগামী হইয়াছে। এমন অদ্ভুত দর্শন ভূমণ্ডলের আর কুত্রাপি নাই। সমস্ত নগরটী একটী প্রকাণ্ড শৈল কাটিয়া বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার প্রাসাদাদি সমুদায় পাষাণময়। পূর্ব্বে পৃথিবীরউপরে যে ভাবে ছিল, সমুদ্রগর্ভস্থ হইয়া এখনও সেই ভাবে রহিয়াছে। বলি রাজার কি অতুল বিভবই ছিল। ত্রিবিক্রম-

রূপী ভগবানের পূর্ণ ত্রিপাদ-পরিমিত অধিকার না হইলে এমন অদ্ভুত রাজধানী নির্ম্মাণের বিভব জন্মিতে পারে না।”

মধ্যবয়া কহিলেন—“কিন্তু ঐ অদ্ভুত কীর্ত্তির আর কি অবশিষ্ট আছে? জগতের সমস্ত ব্যাপারই এইরূপ; নিতান্ত অচিরস্থায়ী এবং অলীক।” বৃদ্ধ কহিলেন—“ঐ কথাটী এক পক্ষে সত্য, কিন্তু পক্ষান্তরে অসত্য। জগতের কিছুই একবারে যায় না। বলি রাজার কীর্ত্তি কি সত্য সত্যই পাতালগামিনী হইয়া একবারে গিয়াছে? যে দেশে এবম্ভূত নির্ম্মাণকীর্ত্তি কখনও বিরচিত হইয়াছে, সে দেশের লোকের মন কি চিরকালই কালমাহাত্ম্য অতিক্রমকরিতে সমুৎসুক হইবে না? সে দেশের লোকেরা কি পুরুষানুক্রমে অনন্তকালব্যাপিনীকীর্ত্তির প্রয়াসী হইবে না? উচ্চাভিলাষ সে দেশের লোকের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম হইয়াই থাকিবে। তাহারা কাহারও অধিকারের বিস্তৃতি, কিম্বা পরাক্রমের গরিমা, অথবা বিভবের আতিশয্য দেখিয়া একান্ত মুগ্ধ হইতে পারিবে না। যদিও কোন কারণে কিছুকাল নিতান্ত নিপীড়িত,

তিরস্কৃত এবং ঘৃণিত হইয়া থাকে, তথাপি মনে মনে আপনাদিগকে প্রধান বলিয়াই জানিবে। তাহাদের আত্মাদর এবং উচ্চাভিলাষ কখনই বিলুপ্ত হইবে না। বলি রাজা চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি সংস্থাপনকরিবার নিমিত্ত উদ্যম করিয়াছিলেন। ভগবান যদিও তাঁহাকে পাতালস্থ করিয়াছেন, তথাপি স্বয়ং বলি রাজার দ্বারিত্ব করিতেছেন, এবং কোন সময়েতাঁহাকে ইন্দ্রত্ব প্রদান করিবেন, শ্রীমুখে ইহাও স্বীকার করিয়াছেন। উচ্চ অভিলাষ থাকিলেই তাহার সিদ্ধি হয়। এক জন্মে না হয়—দুই জন্মে না হয়—দশ জন্মে না হয়—পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত থাকিলে, উচ্চাভিলাষের অবশ্যই সিদ্ধি হয়।”

অর্ণবপোত চলিতেছিল। কয়েক দিনের মধ্যে উহা উৎকলরাজ্যের তীর অতিক্রমকরিতে লাগিল। শুভ্র বালুকাময় বেলাভূমির মধ্যভাগ হইতে একটী কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দীপ্যমান হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—“ঐটী মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবের মন্দির। উহা অতি প্রধান বৈষ্ণবতীর্থ। অন্যান্য বৈষ্ণবতীর্থের

ন্যায় এই তীর্থের সহিত বুদ্ধোপাসনার সম্বন্ধ ছিল—এক্ষণেও সেই সম্বন্ধ আছে। বুদ্ধদেব মগধরাজ্যে অবতীর্ণ হন। তাঁহার মতবাদ প্রথমতঃ পূর্ব্বাভিমুখেই প্রচারিত হয়। মিথিলা, বঙ্গ, উৎকল, কলিঙ্গ, তৈলঙ্গ এবং দ্রাবিড় ক্রমে ক্রমে বুদ্ধের উপাসনা-প্রণালী গ্রহণ করে।

"যখন বৌদ্ধবাদ উৎকলে প্রচলিত ছিল, তখন নীলাচলে বুদ্ধের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। অনন্তর বঙ্গভূমি হইতে গঙ্গাবংশীয় রাজগণ আসিয়া এখানে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করেন। কিন্তু উৎকলবাসী প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে বৌদ্ধবাদ বদ্ধমূল হইয়াছিল। সুতরাং বৈষ্ণবতা তেমন সহজে প্রবর্ত্তিত হইতে পারিল না। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় দ্বয়ের পরস্পর বিবাদে ধর্ম্ম্য-শাসন শিথিল হইতে লাগিল।

"এমত সময়ে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি অতি দূরদর্শী,পরম জ্ঞানী,ও মহাতপস্বী ছিলেন। তিনি একদা নীলাদ্রিতে বসিয়া তপশ্চরণ করিতেছেন—হঠাৎ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান এবং যোগাসনাসীন ধ্যানপরায়ণ

শাক্যসিংহ—উভয়ে তাঁহার হৃদয়াকাশে সমুদিত হইলেন। রাজা শুনিলেন, ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং বুদ্ধদেবকে বলিতেছেন—"তোমাতে আমাতে অ-ভেদ—তবে সৃষ্টির পালনে আমাদিগের মূর্ত্তি-দ্বয়ের অধিকার ভেদ আছে। সমাকার, এক-বংশোদ্ভব, একদেশবাসি নরগণ তোমার মূ-র্ত্তির উপাসনায় অধিকারী। বিষমাকার, বিভিন্ন-বংশসমুদ্ভূত নরজাতীয়েরা একদেশবাসী হইলেও ঐ মূর্ত্তির উপাসনায় অধিকারী নহে। তাহাদিগের মধ্যে যত কাল বর্ণাশ্রমভেদের প্রয়োজন থাকে, ততকাল আমি এই চতুর্হস্ত-সমন্বিত মূর্ত্তিতেই তাহাদিগের পালন করিয়া থাকি"। বুদ্ধদেব পূর্ব্বা-ভিমুখ হইলেন—ঈষৎ হাস্য করিলেন, এবং বিদ্যুৎপ্রভা যেমন মেঘমধ্যে বিলীন হয়,সেইরূপে ভগবদ্দেহে বিলীন হইয়া গেলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন চক্ষুরুন্মীলন করিয়া আপন সমক্ষে শ্রীমৎপুরুষো-ত্তম মূর্ত্তিদর্শনকরিলেন।

" তাঁহার তপঃসিদ্ধির প্রভাবে এই মন্দির নির্ম্মিত হইল, জগন্নাথমূর্ত্তি নীলাচল হইতে সমা-নীত হইয়া প্রতিষ্ঠাপিত হইল, এবং পুরীর মধ্যে

বর্ণাচার রহিত হইল—বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণবের সম্মিলনসাধন হইয়াগেল।”

অর্ণবপোত চলিতে লাগিল। ক্রমে গঙ্গাসাগরসঙ্গম দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে যাইতে আরম্ভ করিল।

বৃদ্ধ কহিলেন—“বামভাগে যে মহাদেশ দৃষ্ট হইতেছে, উহা অতি পুণ্যভূমি। এই দেশ সিন্ধু-গঙ্গাসঙ্গমজাত। ইহা মহামুনি কপিলদেবের তপস্যাক্ষেত্র। এই অর্ণবপোতের নিম্ন ভাগেই পাতালপুরী। এখানে সমুদ্রের তলস্পর্শ হয় না। দেখ দেখ, স্বর্ণদী কেমন আনন্দোৎফুল্লা হইয়া সাগরসঙ্গমে প্রধাবিতা হইয়াছেন এবং অগাধসত্ত্ব মহাসাগর কেমন বাহুযুগল প্রসারিত করিয়া ভগবতীকে আপনবক্ষে ধারণ করিতেছেন। মহাজ্ঞান এবং মহতী প্রীতির এই সম্মিলন ভূমি।”

মধ্যবয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“এই মহাতীর্থবাসী নরগণ কিরূপ?”

বৃদ্ধ ক্ষণকালমাত্র নীরব থাকিয়া উত্তর করিলেন—“এই মহাতীর্থবাসের সমস্ত শুভ ফল

এখানকার মনুজগণের মধ্যে ফলিত রহিয়াছে। তাহাদিগেরও চিত্তভূমি মহাজ্ঞান এবং মহতী প্রীতির সঙ্গমস্থল। সাঙ্খ্যসূত্রপ্রণেতা কপিলদেব অন্য সকল দেশ ত্যাগকরিয়া এই দেশে আসিয়া বসতি করেন, তাঁহারই অংশাবতারগণ ন্যায়দর্শন ব্যাখ্যার যথোপযুক্ত স্থান বুঝিয়া এই দেশে অবতীর্ণ হয়েন, এবং প্রীতিপীযূষপূর্ণ গোবিন্দগীতিও এই দেশে সংগীত হয়। কিন্তু অন্য কথায় প্রয়োজন কি? চতুর্থ যুগের প্রকৃত বেদশাস্ত্র এই দেশেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই দেশ পরম পবিত্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের—সূক্ষ্মানুসন্ধায়ী তার্কিকবর্গের—এবং প্রকৃত জ্ঞানমার্গাবলম্বী শক্তিসমুপাসকদিগের প্রসূতি। এখানকার লোকেরা কলিকালেও দেবভাষার প্রায় সমগ্ররূপেই অধিকারী হইয়া আছে।

"ফল কথা, সত্যযুগে সরস্বতী-সন্তান ব্রহ্মর্ষিগণ যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এই যুগে ভাগীরথী-সন্তানদিগের প্রতিও সেই কার্য্যের ভার সমর্পিত রহিয়াছে। ইহাঁদিগেরই দেশে পূর্ব্ব পিতৃগণের পুনরুদ্ধার সাধিত হইবে।"

"এই বঙ্গভূমি সমুদায়ই মহাতীর্থ। ইহার মৃত্তিকা দেবাদিদেব মহাদেবের শরীর-বিধৌত বিভূতি। ইহার জল তাঁহার জটাজুটোচ্ছিষ্ট ব্রহ্ম-বারি। এখানকার পাদপগণ দেববৃক্ষ। এখানকার ফল মূল শস্যাদি সাক্ষাৎ অমৃতপূর্ণ। ইহা ভূলোকের নন্দন কানন। এখানকার নর নারীগণ দেবদেবী। কালধর্ম্মবশে ইহারা পাতালশায়ী হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ঐ রসাতলগামী-গঙ্গা-বারি কি ভস্মমাত্রাবশিষ্ট সগরসন্তানদিগকে উদ্ধার করেন নাই?

"কপিলদেবপ্রিয়া, ন্যায়শাস্ত্রপ্রসূতি, তন্ত্র-শাস্ত্রজননী বঙ্গমাতা কতকাল আত্মবিস্মৃতা হইয়া নীচানুকরণরতা থাকিবেন?"

অর্ণবপোত নিরন্তর পূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া একটী গিরিসমাকীর্ণ প্রদেশসমক্ষে উপনীত হইল। ব্রাহ্মণেরা নৌকাযোগে একটী নদীর উপকূলে অবতীর্ণ হইলেন।

## দ্বাদশ অধ্যায়।

চন্দ্রশেখর—জ্ঞানের স্বরূপ—কামাখ্যা—গুপ্ত-
সাধন।

ব্রাহ্মণেরা যে নদীমুখে উত্তীর্ণ হইলেন, তাহার নাম কর্ণফুলি নদী। তাঁহারা ঐ নদীর তীরে তীরে কিয়দ্দূর গমন করিয়া ক্রমশঃ উত্ত-রাভিমুখ হইলেন এবং উভয়পার্শ্ববর্ত্তী দুই পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যস্থিত দ্রোণি-ভূমি অবলম্বনকরিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

এক দিবস, দুই দিবস, তিন দিবস অতি বাহিত হইল। অনন্তর তাঁহারা বামভাগস্থ পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিতে আরম্ভ করি-লেন। ঐ পার্ব্বতীয় পথ কোথাও নিতান্ত দুরারোহ বলিয়া বোধ হইল না। তবে উহাতে আরোহণ সর্ব্বথা শ্রমসাধ্য। ঐ পথ স্থানে স্থানে এমত সঙ্কীর্ণ যে, আরোহিগণ বিশেষ অবহিত না হইলে স্খলিতপদ হইয়া অধঃপতিত হইতে পারেন।

বৃদ্ধ তাঁহার সহচরকে বলিলেন—"সম্মুখস্থ পঞ্চ শিখরের মধ্যে যেটী সর্ব্বোচ্চ, তাহার শিরোদেশে ঐ শ্বেতাভ শম্ভুনাথমন্দির দৃষ্ট হইতেছে। উহার প্রতি স্থিরদৃষ্টি হইয়া পর্ব্বতারোহণ কর। মধ্যে মধ্যে অন্যান্য শিখরাদির আবরণে দৃষ্টির ব্যাঘাত হইবে; কিন্তু তখনও যেন গন্তব্য পথ স্থির থাকে—দিক্‌ভ্রম না হয়। ঐ যে শত শত তীর্থ-যাত্রী দেখিতেছ, উহাদিগের মধ্যে প্রায় কেহই শম্ভুনাথদর্শনলাভে সমর্থ হয় না। নিম্নবর্ত্তী শিখরের কোন কোনটী দেখিয়াই তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয়।"

উভয়ে চলিলেন। পর্ব্বতশোভা অতি বিচিত্র। কোথাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শৈলখণ্ড উত্থিত হইয়া উভয় পার্শ্বে অভেদ্য প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কোথাও কোন শৈলশিরোদেশ স্নপিত-করিয়া ঝর ঝর শব্দে নির্ঝরবারি নামিতেছে; কোথাও চতুর্দ্দিক নিবিড়বৃক্ষরাজিপরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে—নির্গমনের পথ আছে বলিয়াই লক্ষ্য হয় না। আবার শতাধিক পদ গমন না করিতে করিতেই বনরাজি হঠাৎ যেন তিরো-

হিত হয়, এবং একেবারে সমস্ত দিগ্বলয় খুলিয়া যায়।

পর্ব্বতশোভা যেমন বিচিত্র, পর্ব্বতশরীরের উপাদানসমস্তও তেমনি নানারূপ। কোথাও স্বর্ণের ন্যায় পীত—কোথাও রজতের ন্যায় শুভ্র—কোথাও তাম্রের ন্যায় লোহিত—কোথাও লৌহের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ পদার্থসমূহ রাশি রাশি হইয়া রহিয়াছে। কোথাও তাল, খর্জ্জুর, নারিকেল, কদলীর—কোথাও আম্র, পনস, জম্বুর—কোথাও সাল, সর্জ্জ, দেবদারু প্রভৃতির অরণ্যানী দৃষ্ট হইতেছে এবং স্থানভেদে বিভিন্ন পশু পক্ষীর শব্দ শুনাযাইতেছে।

বৃদ্ধ কহিলেন—"এক একটী পর্ব্বত সমস্ত পৃথিবীর অনুরূপ। পর্ব্বতশরীর সাক্ষাৎ সর্ব্বমূর্ত্তি।"

ব্রাহ্মণেরা একে একে বাড়ব, সূর্য্য, চন্দ্র ও সীতা নামক চারিটী কুণ্ড চারিটী শিখরে দেখিয়া পরিশেষে পঞ্চম শিখরে আরূঢ় হইলেন। সূর্য্যদেব পশ্চিমসমুদ্রে অঙ্গপ্রক্ষালন করত জবাকুসুমসঙ্কাশ করজালদ্বারা শম্ভুনাথের চরণস্পর্শপূর্ব্বক

বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্ত আকাশমধ্যে স্বয়ম্ভু মন্দির একমাত্র বিরাজিত রহিল।

বৃদ্ধ সহচরকে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

মধ্যবয়া ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিয়া দেখেন, মন্দিরের তলভাগে একটী সুগভীর গহ্বর; তন্মধ্যে যেন একটী মাত্র দীপ অল্পঅল্প জ্বলিতেছে। ব্রাহ্মণ সাবধান হইয়া ক্রমে ক্রমে গহ্বরমধ্যে নামিলেন। নামিয়া দেখেন,সমস্ত গহ্বর অতি প্রোজ্জ্বল আলোকে পূর্ণ। সে আলোক এমনি স্নিগ্ধ ও প্রখর-জ্যোতি যে,চক্ষুর কষ্টকর না হইয়াও সমস্ত পদার্থের অভ্যন্তর ভেদ করিয়া চলে—কাহারও ছায়া পড়িতে দেয় না। ব্রাহ্মণ চমৎকৃত হইয়া দেখিলেন,তাঁহার নিজ দেহেরও আর ছায়া নাই।

দেখিতে দেখিতে সম্মুখস্থ স্বয়ম্ভুলিঙ্গ যেন রূপান্তর প্রাপ্ত হইল। ভগবান যোগিবেশধারী, একাকী ও ধ্যান-নিমগ্ন। ঐ মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে বোধ হইল, সর্ব্বদিক শূন্য এবং বিশ্বসংসার জীবনরহিত হইয়াছে।

চকিতের ন্যায় ঐ মূর্ত্তির পরিবর্ত্ত হইল।

ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন—দেবাদিদেব পঞ্চাস্য হইয়াছেন; পঞ্চভূত তাঁহার পাঁচটী মুখ হইয়া বেদগান করিতেছে, সমুদ্র অনন্তনাগের আকারে তাঁহার কটিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে আর সেরূপ মূর্ত্তি নাই। মুখমণ্ডলে চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি ত্রিনয়ন-রূপে সমুদিত হইয়াছে; মহাবিদ্যা অঙ্কোপরি বিরাজ করিতেছেন; কলাবিদ্যাগণ চতুষষ্টি যোগিনীর আকারে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় কহিলেন—"সাধু বেদব্যাস সাধু! ভগবান্ দেবাদিদেব তোমাকে স্বস্বরূপ প্রদর্শন করিলেন। তুমি জ্ঞানময়ের প্রতিভায় প্রতিভাত হইলে। তুমি দেখিলে যে, তন্ময়তাই জ্ঞানের স্বরূপ।"

ব্রাহ্মণেরা চন্দ্রশেখর হইতে উত্তরাভিমুখে চলিলেন। যাইবার সময়ে বৃদ্ধব্রাহ্মণ উত্তীর্য্যমান প্রদেশ গুলির বিবরণ শ্রবণকরাইয়া সহচরের অধ্বশ্রমবিমোচন এবং কৌতূহলপূরণ করিতে লাগিলেন। পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ভূমিতে ত্রিপুরেশ্বরীর

আবির্ভাব,কাছাড় প্রদেশে ঘটোৎকচবংশীয়দিগের সম্বর্দ্ধন, এবং জয়ন্তীদেশে মহাদেবী জয়ন্তীর পূজাবিধান সঙ্ক্ষেপে কথিত হইল।

অনন্তর বৃদ্ধ কহিলেন—"আমরা এক্ষণে সর্ব্বপ্রধান মহাতীর্থ সীমায় উপনীত হইলাম। ইহা সর্ব্বফলপ্রদ কামাখ্যাক্ষেত্র। এই তীর্থ কাশী প্রয়াগার্দির ন্যায় সমৃদ্ধিশালী নহে। এখানে লক্ষ্মীসেবিত পুরুষদিগের এবং যশোলিপ্সু ক্রিয়াশালী ব্যক্তিদিগের সমাগম নাই। ইহা মন্ত্রসাধন করিবার তীর্থ। সচেতন মন্ত্রে দীক্ষিতবীরপুরুষেরাই এই তীর্থের প্রকৃত অধিকারী; প্রকৃতজ্ঞানসম্পন্ন মহামতিরাই ইহার যথার্থ মাহাত্ম্য বুঝিতে সমর্থ। ফলশ্রুতিরূপ খণ্ড-লড্ডুকপ্রদর্শন দ্বারা শিশুবৎ অবোধ যে সাধকদিগকে ধর্ম্মচর্য্যায় প্রলোভিত করিতে হয়, তাহারা এই তীর্থের অধিকারী নহে। এখানকার উপাসনা একান্ত নিষ্কাম।"

মধ্যবয়ার জিজ্ঞাসু নয়নদ্বয় বৃদ্ধের মুখমণ্ডলের প্রতি উন্মিত হইল।

বৃদ্ধ কহিতে লাগিলেন—"তীর্থের নাম

কামাখ্যা—কিন্তু উপাসনা নিতান্ত নিষ্কাম—ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইতেছ? কিন্তু ইহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। মুক্তির নিমিত্ত যে কামনা, তাহাও কামনা। কোন কামনা করিব না, এই কামনাও কামনা। সুতরাং কোন পদার্থ কামাখ্যার অনধিকৃত নহে। এই তীর্থের মাহাত্ম্য অতি গূঢ় বিষয়। অন্যান্য তীর্থের জলবিন্দু কিম্বা মৃৎকণিকা স্পর্শ করিলে নানা শুভ ফল ফলিত হয়, ব্রহ্মহত্যাদির পাতক দূর হয়, কেটিশঃ পূর্ব্বপুরুষের বৈকুণ্ঠাদিতে বাস হয়। কামাখ্যার বিষয়ে ওরূপ ফলশ্রুতি নাই। এখানে অতি কঠোর তপস্যা করিতে হয়; ইষ্টমন্ত্রের মানস জপ করিতে হয়; বিভীষিকার উপদ্রবজাল উত্তীর্ণ হইতে হয়; নানাপ্রকার অনুষ্ঠান অতি সংগোপনে নির্ব্বাহকরিতে হয়; এক জন্ম, দশ জন্ম, শত জন্ম, প্রতীক্ষাকরিতে হয়। ফল কি হয়, বলা যায় না। এখানকার উপাসনা একান্ত নিষ্কাম।”

মধ্যবয়া আগ্রহাতিশয়প্রপূরিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—“কোন্ কোন্ বীরপুরুষ এই মহা-

দেবীর সাধন করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম শ্রবণকরাইয়া শ্রুতিযুগল পবিত্র করুন।”

বৃদ্ধ ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন—“কামাখ্যাসিদ্ধদিগের নাম থাকিতে পারে না। অসম্পূর্ণ আংশিক পদার্থেরই নামকরণ হয় এবং নাম থাকে। বেদ এবং তন্ত্রশাস্ত্র প্রণেতৃগণের নাম কি? তাঁহারা ব্রহ্মত্ব এবং শিবত্ব লাভ করিয়াছেন; তাঁহাদিগের নাম ব্রহ্মা এবং শিব। পুরাণশাস্ত্র প্রণেতৃদিগের নাম কি? তাঁহারা সকলেই জ্ঞানপ্রচারকর্ত্তা; অতএব সকলেই বেদব্যাস। মহাবিদ্যাগণের পূজাপদ্ধতিপ্রকাশক বিজিতেন্দ্রিয় মহাত্মাদিগের নাম কি? তাঁহারা সকলেই ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন; অতএব সকলেই বশিষ্ঠ। নাম রাখিবার কামনা থাকিলে কি নিষ্কাম উপাসনা হয়? এখানকার সাধন প্রকরণ নিতান্ত গুহ্য। ইষ্টসাধন করিব—সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হয়—হউক, শরীর যায়—যাউক, নাম ডুবে—ডুবুক, এমত প্রতিজ্ঞারূঢ় বীরপুরুষেরাই এই মহাসাধনে রত হইতে পারেন। ইহা সাক্ষাৎ শক্তি সাধন।

মধ্যবয়া চমৎকৃত হইয়া সমুদায় শুনিলেন। শুনিয়া ক্ষণকাল গাঢ়চিন্তায় মগ্ন হইয়া রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা কবিলেন—"তবে এই তীর্থের অনুষ্ঠেয় ব্যাপার কি কাহারও কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় নাই?"

বৃদ্ধ কহিলেন—"তাহা প্রকাশিত হইবার নহে এবং একপ্রকারও নহে। সাধকভেদে অভীষ্ট দেবতার রূপভেদ হয়। বিভিন্নরূপ দেবতার পূজাপদ্ধতিও বিভিন্ন। তোমার ধ্যানগম্য যে মূর্ত্তি,তাহা এ পর্য্যন্ত অপর কাহারও ধ্যানগম্য হয় নাই। সুতরাং সেই মূর্ত্তির পূজা এবং সাধন-বিধি তোমাকেই স্বয়ং তপস্যাবলে জানিয়া লইতে হইবে।

"শক্তি সাধনের গুরু দ্বিদলাধিষ্ঠাতা ভ্রূযুগ-মধ্যস্থ মহেশ্বর ভিন্ন আর কেহই নাই। যোগ-শাস্ত্রের অভ্যাস এবং নিয়ম পালন দ্বারা শরীর দৃঢ়, ইন্দ্রিয় বশীভূত,মন শুচি, এবং চিত্ত একাগ্র হইলে সাধক ইষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। কিন্তু সেই সাধন-সমুদ্রে তাঁহার তরী একবার ভাসমান হইলে তাহা চলিবে কি না, কিরূপে চলিবে, কত

কালে কোথায় চলিবে, তাহা সাধকের ইষ্টদেবতা এবং মহাগুরু ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারেন না। তাঁহারাও জানিতে পারেন কি না,সন্দেহ।”

মধ্যবয়া একান্ত বিহ্বল হইয়াছিলেন। বৃদ্ধের উচ্চরিত শেষোক্ত শব্দগুলি তাঁহার কণ্ঠ হইতে যেন প্রতিধ্বনিত হইয়াই নির্গত হইল—‘তাঁহারাও জানেন কি না, সন্দেহ ?’

বৃদ্ধ কহিলেন—“আমি সপ্ত কল্পান্তজীবী হইয়া অনেক ব্যাপারই স্বচক্ষে দর্শনকরিলাম। কিন্তু সৃষ্টিবিষয়ে অদ্যাপি সুপরিস্ফুট জ্ঞানলাভ করিতে পারিলাম না। স্বয়ং ব্রহ্মাও সৃষ্টিকার্য্য-বিষয়ে সমগ্রজ্ঞানসম্পন্ন কি না, তাহা সন্দেহের স্থল। কারণ বেদে উক্ত হইয়াছে ‘সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে, সৃষ্টি করিবেন কি না, ঈশ্বর স্বয়ং তাহা জানিতেন বা জানিতেন না।’ শক্তিসাধন এবং সৃষ্টিপ্রকরণ একই ব্যাপার।”

এই সকল কথোপকথনাবসরে ব্রাহ্মণেরা একটী নদীতীরে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ সেই নদীর দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিলেন—“এই ব্রহ্মপুত্র মহানদ উত্তীর্ণ হইয়া ঐ পর্ব্বতো-

পরি আরোহণ করিবে। উহার শিরোভাগে ঐ ভুবনেশ্বরীর মন্দির দেখা যাইতেছে। কামাখ্যা মন্দির দূর হইতে দেখিবার নহে। উহা মনোভবগুহা মধ্যস্থিত। ঐ স্থলে কাহারও সমভিব্যাহারী হইবার অধিকার নাই। এক্ষণে তোমার ধ্যানপ্রাপ্ত দেবীমূর্ত্তির দর্শনলাভ হইল। তাঁহার পূজাবিধি কি? তাহা মনোভব গুহায় প্রবেশপূর্ব্বক স্বয়ং অবগত হও।”

মহামুনি মার্কণ্ডেয় এই কথা বলিয়া ব্যাসদেবকে সস্নেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।



সমাপ্ত।